Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে শয়তান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসলিমা নাসরিন অনন্যা

রোলঃ 23100121140

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআনের আলোকে শয়তান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসলিমা নাসরিন অনন্যা

রোলঃ 23100121140

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআনের আলোকে শয়তান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসলিমা নাসরিন অনন্যা, আইডিঃ 23100121140 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআনের আলোকে শয়তান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Ananna

(স্বাক্ষর)

তাসলিমা নাসরিন অনন্যা

আইডিঃ 23100121140

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 7

শয়তান কে? 9

আগুনের শয়তান 11

ইবলিসের অহমিকা 13

শয়তানের অবকাশ 16

শয়তানের ওয়াসওয়াসা 17

শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় প্রার্থনা 30

সরল পথ থেকে বিচ্যুতির কৌশল 35

সিরাতে মুস্তাকিম 38

প্রকাশ্য শত্রু শয়তান 42

নবীগনের শত্রু 45

আদম আলাইহিস সালাম ও শয়তান 49

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তার পিতা 53

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপদেশ 59

ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্মরণ থেকে বিস্মৃতি 61

ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ 63

সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও শয়তান 70

মূসা আলাইহিস সালাম ও শয়তান 74

আইয়ুব আলাইহিস সালামের যন্ত্রনা ও কষ্ট 81

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শয়তান 83

বদর যুদ্ধে সুরাকাহ ইবনু মালিক 89

উহুদ যুদ্ধে শয়তান 92

বিভিন্ন জাতিকে ধোকা প্রদান 95

গোপন পরামর্শ.....102
কুরআন পাঠে আউযুবিল্লাহ পড়া.....104
ঈমান ও শয়তান.....104
সালাত ও শয়তান.....110
শিরক.....114
সুদ.....124
জাদু.....128
জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড.....134
হারাম খাদ্য.....139
শয়তানের মাথা.....146
শয়তানের ভাই.....149
সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু.....152
শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ.....154
শয়তান মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়.....159
শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায়.....161
শয়তান কুফরীর আদেশ দেয়.....164
মন্দকে সুশোভিত করে.....165
দুনিয়া প্রীতি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ.....168
বর্জনীয় কর্ম.....174
কৃপণতা ও লোক দেখানো দান.....177
রহমানের স্মরণ থেকে গাফেল করে.....179
প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি.....181
শয়তানের অনুসরণে মিলবে জাহান্নাম.....183
অনুসরণকারীদের আক্ষেপ.....193

শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল 197
শয়তানের ক্ষমতা 198
আয়াতুল কুরসি 201
শয়তান সম্পর্কিত আরো কিছু হাদিস 207
হিসনুল মুসলিম 214
উপসংহার 224

ভূমিকা

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর । এই থিসিসটি লেখা হয়েছে কুরআনের আলোকে শয়তান কেমন তা জানানোর জন্য। আল-কোরআন এমন একটি গ্রন্থ যার প্রতিটি হরফে, প্রতিটি অক্ষরে, প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি সূরায় এত ব্যাপক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে যে তা বিস্ময়কর। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ । যখনই মানুষ এই গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণ করে তখন বিস্মিত না হয়ে পারে না।প্রতিটি পাতায় পাতায় জ্ঞানের ভান্ডার। তারপরেও একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়েছি কুরআনের আলোকে শয়তানকে উপস্থাপন করার । শয়তান কে, কিভাবে আমাদের শত্রু, কি কারনে শয়তান থেকে বাঁচতে হবে,কিভাবে বুঝবো কোনটি শয়তানের কার্যক্রম, এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই এই থিসিসটি সম্পন্ন করা হয়েছে। যেসব পথ অবলম্বন করে আমরা শয়তানের নিকট থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারবো সেই বিষয়গুলোও আলোচনা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

'নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু '।
(সূরা ইউসুফ :আয়াত ৫)

পৃথিবীতে বিভিন্ন কারণে আমাদের অনেক শত্রু থাকে।তারা আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকে। যদি শত্রু প্রকাশ্য থাকে তাহলে তার দিক থেকে ক্ষতির বিষয়টি আমরা জানতে পারি। তাই আগে থেকেই তার ব্যাপারে সাবধান থাকি । কিন্তু যে গোপন শত্রু তার ব্যাপারে আগে থেকে জানার কোন উপায় থাকে না। ফলে তার থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে আমাদের শিরা উপশিরায় চলাচল করে।যদিও আমাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই,সে শুধু কুমন্ত্রণা

প্রদান করতে পারে। তার কুমন্ত্রণার প্রভাব এমন যে,তাতে মানুষ প্রভাবিত হয়ে দ্বীন ইসলাম থেকে সরে জাহান্নামের জ্বালানি হয়ে যায়। শয়তান আমাদের নিকট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আগমন করে, তার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে যতক্ষণ না আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় । শয়তানের কুমন্ত্রণা কারণে আমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। শয়তান সংকল্প করেছে, বনি আদমকে সে পথভ্রষ্ট করবে একান্ত অনুগতদের ছাড়া । শয়তান থেকে বাঁচতে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা ব্যতীত অপর কোন পথ নেয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলায় পারেন শয়তানকে আমাদের নিকট থেকে দূরে রাখতে। তাই আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট শয়তানের বিরুদ্ধে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই ছোট্ট কাজটি কবুল করে নিন। আমাদের ক্ষমা করুন এবং এটিকে আমাদের নাজাতের মাধ্যম বানিয়ে দিন। বিভিন্ন লেখকের বই, বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও অ্যাপ ,আমাদের মাদ্রাসার উস্তাদদের দিকনির্দেশনা ও সুপরামর্শ এবং আমার পরিবারের সকলের অনুপ্রেরণায় এই থিসিসটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ।আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, তার পরিবার-পরিজন এবং অনুসারীগণের উপর আল্লাহর অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

শয়তান কে?

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন -

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَاۤفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।"
-(সূরা বাকারা :আয়াত ২০৮)

শয়তান শব্দটি شَطَنَ থেকে উদগত। এর আভিধানিক অর্থ দূরত্ব। নিজের দুষ্কৃতির কারণে প্রত্যেক মঙ্গল ও কল্যাণ হতে দূরে আছে এমন সত্তাকে শয়তান বলা হয়।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, শয়তান মানুষের শত্রু সে মানুষের দুর্বলতা ও প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করে তাকে বিপদে নিতে চায়।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন,প্রত্যেক চরম অবাধ্য সত্তা হচ্ছে শয়তান।

কুরআনে শয়তান কে ইবলিশ নামেও অবহিত করা হয়েছে। ইবলিশ অর্থ হচ্ছে নিরাশ, বিপদগামী, হত বুদ্ধি ইত্যাদি । ইবলিশ শব্দটি কুরআনে ১১বার ব্যবহৃত হয়েছে এর মধ্যে নয়বার শুধুমাত্র একটি অবস্থানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা। অর্থাৎ আদম (আ:) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে।

ইবলিশ নামটি মূলত সত্তাগত ভাবে আসল শয়তানকে বুঝায়। সেই শয়তান, যে আদম (আ:) কে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। ফলে সে আল্লাহর ইবাদত গুজার বান্দা থেকে শয়তানের পরিণত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণভাবে শয়তান শব্দটি ব্যাপক অর্থ ধারণ করে ।

ইবনে কাসির এ সম্পর্কে বলেন -"জিন মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণী দুষ্টুমি করলে তাকেও শয়তান বলা হয়।"

এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে -

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ

"আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর।"(সূরা আনআম আয়াত ১১২)

পরিশেষে বলা যায়, শয়তান মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। শয়তান মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে।হক থেকে সরিয়ে বাতিলের পথ দেখায়। আল্লাহর আনুগত্য, স্মরণ, ইবাদত ও রহমতের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে। মানুষকে বিপথে পরিচালনা করে বিভ্রান্তকর বিষয় এবং প্রবৃত্তির দিকে ঝুকিয়ে দেয়। এভাবে শয়তান বিভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে।

আগুনের শয়তান

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ
اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا

“আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়!”-(সূরা কাহাফ: আয়াত ৫০)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, শয়তান জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আর জিন আগুনের তৈরি। জ্বীনের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অন্যত্র বলেছেন,

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

"আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে।"-(আর রাহমান ৫৫:১৫)

তিনি আরো বলেছেন -

وَالْجَآنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ

"আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।" -(সূরা আল হিজর ১৫:২৭)

জিনের সৃষ্টি সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন - "ফেরেশ্তাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা হতে এবং আদাম ('আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু হতে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে(অর্থাৎ মাটি) ।"
-(সহীহ মুসলিম; হাদিস নং : ২৯৯৬)

শয়তান সাধারণ কোন আগুনের তৈরি নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদিসে বলেছেন, শয়তান সৃষ্টি হয়েছে (مَّارِجٍ مِّنْ نَّار)মারিজ মিন নার থেকে। এখানে মারিজ (مارج)শব্দের অর্থ হলো মিশ্রিত, দোলায়মান, অস্থির, তীব্রভাবে জলন্ত শিখা।

এখানে جانঅর্থ জিন জাতি। مارج এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালে যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। এর অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা শয়তানকে বিশুদ্ধ, নিখুঁত, প্রখর প্রবাহমান আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। শয়তানের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কিন্তু শয়তান নিজেকে বিনীত রাখার পরিবর্তে আগুনের সৃষ্টি বলে অহমিকায় পতিত হয়েছে, যার ফলস্বরূপ নিজের ধ্বংসকে অনিবার্য করেছে।

ইবলিসের অহমিকা

ইবলিস জ্বীনদের অন্তর্গত হয়েও সে ফেরেশতাদের সাথে আকাশে স্থান পেয়েছিল। ইবাদতের ব্যাপারে সে ছিল একান্ত অনুগত। আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে তাকে সেজদা করতে বললেন।মাটির সৃষ্টি আদম আর সে আগুন থেকে সৃষ্ট। তাই সে নিজেকে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করল এবং অহংকার করলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন -

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ۖ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ۝

"আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর’। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা বাকারা:আয়াত ৩৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ۖ۫ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ۝

"আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি। তারপর ফেরেশতাদেরকে বলেছি, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর’। অতঃপর তারা সিজদা করেছে, ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি’? সে বলল, ‘আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে’।"(সূরা আরাফ আয়াত **:১১-১২**)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ.فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ. فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَۙ. اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ.قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ.قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌۙ۝

"আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, ‘আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’।অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও’।অতঃপর, ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল।ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল।তিনি বললেন, ‘হে ইবলীস, তোমার কী হল যে, তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না’?সে বলল, ‘আমি তো এমন নই যে, একজন মানুষকে আমি সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’।তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত’।" (সূরা হিজর :আয়াত ২৮ -৩৪)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا۝

"আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়!"-(সূরা কাহাফ :আয়াত ৫০)

اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ۝

ইবলীস ছাড়া, সে অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল।আল্লাহ বললেন, ‘হে ইবলীস, আমার দু’হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?’
(সূরা সোয়াদ :আয়াত 74-75)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে দেখা যায়, আল্লাহ তাআলা আদেশ করার সাথে সাথেই ফেরেশতাগণ আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করেছেন কিন্তু শয়তান অমান্য করে। অথচ ফেরেশতারা নুরের তৈরি। শয়তানের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হওয়ার বেশি হকদার।কিন্তু তারা অহংকার করেনি, বরং এ ব্যাপারে তারা তাদের রবের আনুগত্য করেছে।

এ ব্যাপারে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে সিজদাহ করেছিল আর এটা ছিল মূলত আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য (কারণ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন)।

হযরত কাতাদ (রঃ) বলেন যে, এই অহংকারের পাপই ছিল সর্বপ্রথম পাপ যা ইবলীস হতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ লাভ করবে না। এই অহংকার, কুফর এবং অবাধ্যতার কারণেই ইবলীসের গলদেশে অবিসম্পাতের গলাবন্ধ লেগে গেছে এবং মহান আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে তার দরবার হতে বিতাড়িত হয়েছে।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন," রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বনী আদম যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা দেয় তখন শায়তান কাঁদতে কাঁদতে দূরে সরে যায় আর বলেঃ আফসোস! বনী আদমকে সিজদা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সে সিজদা করছে। তাই তার প্রতিদান জান্নাত। আর আমাকে সিজদা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি তা অমান্য করেছি। তাই আমার প্রতিদান হলো জাহান্নাম।"
-(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১০৫২)

অহংকার পতনের মূল, যার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত ইবলিস। সে মানুষের মধ্যেও এই অহংকারের বীজ বপন করে চলছে। মানুষকে অন্তরকে অহমিকায় ভরিয়ে দিচ্ছে । তাই ইবলিসের এই আক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচাতে হলে অহংকার ত্যাগ করতে হবে, নিজেদেরকে বিনয়ী করতে হবে।

শয়তানের অবকাশ

ইবলিশ কে যখন বলা হলো আদমকে সেজদা করো, তখন সে সেজদা করল না বরং অহংকার করল এবং নিজেকে আদম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাত থেকে বের করে দিলেন এবং অধমদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এ ব্যাপারে কোরআনে উল্লেখ আছে -

قَالَ اَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ

"সে বলল, ‘সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে’।"-(আল আরাফ: আয়াত ১৪)

قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِیْۤ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ

"সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন যেদিন তারা পুনরুত্থিত হবে।"
(সোয়াদ আয়াত ৭৯)

ইবলিশ কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ চাইল যেন সে আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করলেন এবং বললেন,

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ

"তিনি বললেন, ‘নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত’।" -(আল আরাফ ০৭:১৫)

اِلٰی یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ.قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ.

"তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে-নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।’-(সোয়াদ ৮০ -৮১)

উপরের আলোচনা থেকে একটি শিক্ষনীয় বিষয় হচ্ছে মানুষ যখন ভুল করে তখন আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর শয়তান যখন ভুল তখন সে উদ্ধত্য প্রকাশ করে করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে।

শয়তানের ওয়াসওয়াসা

মানুষ শয়তানের ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, শয়তানকে মানুষ যেখানে প্রশ্রয় দেয় সেখানে সে মানুষকে অন্যায় অপকর্ম শিক্ষা দেয়, তারপর কেটে পড়ে।
শয়তান যে আমাদের কুমন্ত্রণা দেয় তা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ. الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاس.ۙ

"কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে।যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।" (সূরা নাস :আয়াত ৪-৫)

فَوَسْوَسَ اِلَیْهِ الشَّیْطٰنُ قَالَ یٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا یَبْلٰی

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, ‘হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?"সূরা তোহা:আয়াত ১২০)

وَاِمَّا یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"(সূরা আরাফ :আয়াত ২০০)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

"অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং সে বলল, ‘তোমাদের রব তোমাদেরকে কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’।"(সূরা আরাফ :আয়াত ২০)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ
وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

’’আর বল, ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’।আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।’’’(সূরা মুমিনুন ৯৭-৯৮)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।"-(সূরা হা-মীম সাজদাহ:আয়াত ৩৬)

সর্বপ্রথম শয়তান আমাদের পিতা-মাতা কে ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে জান্নাত থেকে বের করেছে এবং সকল মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেছে । আর এই সিলসিলাহ কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। শয়তান আমাদের বিভিন্ন প্রকারের ওয়াসওয়াসা দেয়। আল্লাহর ব্যাপারে, নামাজের ব্যাপারে, কখনো ওযুর ব্যাপারে, কখনো বাড়াবাড়িতে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে আমাদের বারবার দ্বিধায় ফেলে সে। আমাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে।ফলশ্রুতিতে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করি, কারো ব্যাপারে সন্দেহ করি, রাগান্বিত হয়, শিরকে লিপ্ত হয় । এক কথায় আল্লাহর দ্বীন থেকে সরে

যায়। শয়তান ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে অন্তরে ঢেলে দেয় এমন সব বিষয় যার ফলে মানুষ তার অনুসারী হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে এ বিষয়গুলো বলেছেন। আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।

শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত চলাচল করে ।এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীও ব্যাপারেও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।

উম্মুল মু'মিমীন সাফিয়্যাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই'তিকাফ অবস্থায় ছিলেন। এক রাতে আমি তাঁর সাথে দেখা করতে তাঁর নিকট গেলাম। কথাবার্তা শেষ করে আমি ফিরে আসার জন্য দাঁড়ালে তিনিও আমাকে এগিয়ে দিতে দাঁড়ালেন। তার (সাফিয়া (রাঃ)) বসবাসের স্থান ছিল উসামা ইবনু যায়িদ (রাঃ)-এর ঘর (সংলগ্ন)।এ সময় আনসার গোত্রের দুই ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে দেখে দ্রুত চলে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা থামো! ইনি (আমার স্ত্রী) সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই। তারা দু'জনে বললেন, "সুবহানাল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ শয়তান মানুষের মধ্যে রক্তের মত চলাচল করে। তাই আমার ভয় হচ্ছিল যে, সে তোমাদের দু'জনের মনে মন্দ কিছু নিক্ষেপ করবে।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৯৪)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃএকদা নবী (সাঃ) তাঁর কোন এক স্ত্রীর সাথে ছিলেন। তখন তাঁর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। নবী (সাঃ) তাকে ডেকে বলেনঃ হে অমুক! ইনি আমার স্ত্রী অমুক। সে বললো, আমি হয়তো কারো সম্পর্কে ধারণা-অনুমান করতে পারি, কিন্তু আপনার সম্পর্কে কখনো ধারণা-অনুমানে লিপ্ত হই না। তিনি বলেনঃ শয়তান রক্তপ্রবাহের মত মানুষের ভেতরে বিচরণ করে।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১৩০০)

শয়তান নামাজের মধ্যে আগমন করে এবং এটা ওটা মনে করায়। ফলে অনেক সময় রাকাত সংখ্যাও মানুষ ভুলে যায়।

উসমান বিন আবুল আস (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তায়েফের প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। (তথায়) সলাতের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসতে লাগলো। ফলে আমার মনে থাকতো না যে, আমি কত রাক‘আত নামায পড়েছি। আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হলাম। তিনি (আমাকে দেখে) বলেনঃ আবুল আসের পুত্র নাকি? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কেন এসেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সলাতের মধ্যে আমার সামনে কিছু বাধা আসে। ফলে আমি বলতে পারি না যে আমি কত রাক‘আত পড়েছি। ত্তিনি বলেনঃ এটা শয়তান। আমার নিকট এসো। আমি তাঁর নিকটে হাঁটু গেড়ে বসলাম। রাবী বলেন, তিনি নিজ হাতে আমার বুকে মৃদু আঘাত করলেন এবং আমার মুখে লালা দিয়ে তিনবার বলেনঃ আল্লাহর শত্রু! ভেগে যা। অতঃপর তিনি বলেনঃ যাও নিজের কাজে যোগ দাও। উসমান (রাঃ) বলেন, আমার জীবনের শপথ! এরপর থেকে শয়তান আমার অন্তরে আর তালগোল পাকাতে পারেনি।
-(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫৪৮)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন সালাতের জন্যে আযান দেয়া হয় তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হলে সামনে এগিয়ে আসে। আবার যখন ইকামাত দেয়া হয় তখন আবার পালাতে থাকে। ইকামাত শেষ হলে আবার সামনে আসে এবং মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকে আর বলতে থাকে ওটা ওটা মনে কর। এমন কি সে ব্যক্তি আর মনে রাখতে পারে না যে, সে কি তিন রাক’আত পড়ল না চার রাক’আত পড়ল। এরকম যদি কারো হয়ে যায়, সে মনে রাখতে পারে না তিন রাকা’আত পড়েছে না কি চার রাকা’আত তখন সে যেন দু’টি সাহু সিজদা করে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৮৫)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘ শয়তান সলাতে তোমাদের কারও নিকট উপস্থিত হয়ে ওযু আছে কি নেই এ নিয়ে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি কারো এমন হয় তাহলে যেন সে তার বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সলাত ছেড়ে না দেয়।’
(বুলুগুল মারাম, হাদিস নং ৮২)

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকট রাখবে। পরস্পর কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শাইত্বান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৬৭)

আবদুল আ’লা (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃআবদুল আ’লা (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘উসমান ইবনু আবুল আস (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললেন-হে আল্লাহর রসূল! শাইতান আমার, আমার সালাত ও কিরাআতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং সব কিছুতে গোলমাল বাধিয়ে দেয়। তখন রসুলূল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: এটা এক (প্রকারের) শাইতান-যার নাম ‘খিনযিব’। যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন (আঊযুবিল্লাহ পড়ে) তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থু থু ফেলবে। তিনি বলেন, তারপরে আমি তা করলাম আর আল্লাহ আমার হতে তা দূর করে দিলেন।
(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৫৬৩১)

আবদুল্লাহ বিন আম্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি দুটি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দুটি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দুটি অভ্যাস অনুশীলনকারীর সংখ্যা কম। প্রতি ওয়াক্ত সলাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবর এবং দশবার আলহামদু লিল্লাহ বলা। আমি রসূলুল্লাহ কে এগুলো তার হাতের আঙ্গুল দিয়ে গণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেন, তা মুখে পড়লে হয় একশত

পঞ্চাশ এবং মীযানে হয় এক হাজার পাঁচ শত। সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার একশতবার পড়লে তা তার মুখে হয় একশত এবং মীযানে হয় এক হাজার। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে প্রতিদিন দু হাজার পাঁচ শত গুনাহ করবে? তারা বলেন, কেউ এ দুটি অভ্যাস কেন অনুশীলন করবে না। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ কেন সলাতে দাড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে বলে, অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, এমনকি বান্দা (সলাত থেকে) বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বুঝতে পারে না (যে, সে কত রাকআত পড়ছে)। অনুরূপভাবে সে তার বিছানায় অবস্থানকালেও শয়তান সেখানে আসে এবং তাকে ঘুম পাড়াতে থাকে, অবশেষে সে ঘুমিয়ে যায়।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৯২৬)

শয়তান আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং ঈমান বিধ্বংসী কাজে লিপ্ত করে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমাদের প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৭৬)

রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। রাগের সময় মানুষ যদি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে রাগ চলে যাবে।

সুলাইমান ইব্নু সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দু’জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের এক জনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি এমন একটি দু’আ জানি, যদি এ লোকটি পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে “আ’উযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তান”- আমি শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। তবে তার রাগ চলে যাবে।

তখন তাকে বলল, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তুমি আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি?
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৮২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভাইকে অপর ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করেছে। কারণ শয়তান তার মনে কুমন্ত্রণা দিবে। ফলে সে তাকে হত্যা করে ফেলবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন তার অন্য কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র উঠিয়ে ইশারা না করে। কারণ সে জানে না হয়ত শয়তান তার হাতে ধাক্কা দিয়ে বসবে, ফলে (এক মুসলিমকে হত্যার কারণে) সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭০৭২)

শয়তান মানুষকে দ্বীন ইসলাম থেকে বাধা দেয়। তারপর যখন সে ইসলাম গ্রহণ করে হিজরত করতে চায়,তখন শয়তান হিজরত করতে তাকে নিষেধ করে। অতঃপর যখন শেষ শয়তানের কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করে হিজরত করে ফেলে এবং জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শয়তান তখন তাকে এই বলে কুমন্ত্রণা দেয় যে,তুমি যদি জিহাদে যাও তাহলে তুমি মারা যাবে, সম্পদ ভাগ হয়ে যাবে, তোমার স্ত্রীকে অন্য কেউ বিয়ে করে নিবে।

সাবরাতা ইব্ন আবূ ফাকিহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃআমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ শয়তান আদম-সন্তানের রাস্তাসমূহে বসে থাকে। সে ইসলামের পথে বসে (বাধা সৃষ্টি করতে গিয়ে) বলেঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আর তোমার ধর্ম ও তোমার বাপ দাদার ধর্ম এবং তোমার পিতার পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করবে? কিন্তু আদম সন্তান তার কথা অমান্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের রাস্তায় বসে বলেঃ তুমি হিজরত করবে, তোমার ভূমি ও আকাশ পরিত্যাগ করবে? মুহাজির তো একটি লম্বা রশিতে আবদ্ধ ঘোড়ার ন্যায় (নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপনে বাধ্য)। কিন্তু সে ব্যক্তি তার কথা অমান্য করে হিজরত করে। এরপর

শয়তান তার জিহাদের রাস্তায় বসে এবং বলেঃ তুমি কি জিহাদ করবে? এতো নিজেকে এবং নিজের ধন সম্পদকে ধ্বংস করা। তুমি যুদ্ধ করে নিহত হবে, তোমার স্ত্রী অন্যের বিবাহে যাবে, তোমার সম্পদ ভাগ হবে। সে ব্যক্তি তাকে অমান্য করে জিহাদে গমন করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে এরূপ করবে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান মহীয়ান আল্লাহ্‌র (ওয়াদা অনুযায়ী জান্নাত তার) জন্য 'অবধারিত'। আর যে ব্যক্তি শহীদ হয়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্‌র উপর অবধারিত। যদি সে ডুবে যায়, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্‌র উপর অবধারিত। আর যদি তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে তার গর্দান ভেঙ্গে দেয় বা মেরে ফেলে, তখনও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্‌র উপর অবধারিত।
(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৩৪)

শয়তান মানুষকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ইবাদত ও আমল করতে উদ্বুদ্ধ করে বিদয়াতে লিপ্ত করে।

আনাস ইব্‌নু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা 'ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ্‌ ক্ষমা ক'রে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য হতে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সলাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সবসময় সওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না। অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌কে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশি অনুগত; অথচ আমি সওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সলাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫০৬৩)

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে মর্যাদা দিয়েছে, যে সম্মান দিয়েছেন আমরা তার প্রতি সেরূপ ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, সম্মান জ্ঞাপন করব। অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি করব না।কেননা তা শয়তানের চক্রান্ত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ একদা কিছু লোক বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র! হে আমাদের সর্দার! হে আমাদের সর্দারের পুত্র!'
এ সব শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, অর্থাৎ, হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বল। আর অবশ্যই যেন শয়তান তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং আল্লাহর রসূল। আল্লাহর কসম! আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই স্থানের উর্ধ্বে উত্তোলন কর, যে স্থানে আল্লাহ আয্যা অজাল্ল আমাকে উত্তোলন করেছেন।
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৮৫)

আব্দুল্লাহ বিন শিখখীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
একদা আমি বানূ আমেরের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট গেলাম। আমরা তাঁকে বললাম, 'আপনি আমাদের সাইয়েদ (প্রভু)।' তিনি বললেন, "সাইয়েদ হলেন আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা।" আমরা বললাম, 'মর্যাদায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দানশীলতা ও শৌর্যে আমাদের সবার বড়।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের কথা বল অথবা তোমাদের কিছু কথা বল। আর শয়তান যেন অবশ্যই তোমাদেরকে দুঃসাহসিক বানিয়ে না দেয়। (আবূ দাঊদ, হাদিস নং৪৮০৮)

বাড়ির অন্দরমহলে থাকলে নারীরা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। কেননা বাইরে বের হলে শয়তান নারীদের পুরুষের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে।

আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মেয়ে মানুষ (সবটাই) লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে। সে নিজ বাড়ির অন্দর মহলে অবস্থান ক’রে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী থাকে।”
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৬৯৪)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ“মহিলারা গোপন জিনিস। কোন অসুবিধা ছাড়াই মহিলা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অতঃপর তাকে বলে, ‘তুমি যার পাশ বেয়েই অতিক্রম করবে, তাকেই মুগ্ধ করবে।’ মহিলা যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ?’ সে বলে, ‘আমি কোন রোগীকে দেখা করতে যাব, কোন মরা-ঘর যাব অথবা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব।’ অথচ মহিলা তার ঘরে থেকে নিজ রবের ইবাদত করার মতো ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।”
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৬৯৫)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতবদ্ধ হয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কেননা জামাতবদ্ধ না থাকলে শয়তান তাদের নিজের অনুসারী করে নেয়।

আবূ দার্দা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি যে, “যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক’রে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।”
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৬৮৪)

অহংকারের কারণে শয়তান 'শয়তান' হয়েছিল। শয়তান মানুষদেরকেও অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে।আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তা নিয়ে গর্ব করতে বলে, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে বলে । সব সময় মানুষের মনের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয় এসব কাজে করার জন্য।

হায়সাম ইবনে মালেক আত-তাই (র) থেকে বর্ণিতঃআমি নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)-কে মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, শয়তানের অনেক রকম জাল ও ফাঁদ আছে। শয়তানের জাল ও ফাঁদ হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে অহংকার করা, আল্লাহর দান সম্পর্কে গর্ব করা, আল্লাহর বান্দাগণের উপর অহংকার করা এবং আল্লাহর সত্তা ব্যতীত নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৫৫৫)

শয়তান স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট করে।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তোমাদের কারো স্ত্রী তার জন্য বিছানা পাতার পর শয়তান এসে তাতে খড়কুটা, নুড়িপাথর বা অন্য কিছু ছড়িয়ে দেয় যাতে সে তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়। সে (তার বিছানায়) এগুলো দেখতে পেলে যেন তার স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট না হয়। কারণ এটা শয়তানের কারসাজি।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২০৩)

শয়তানের কারণে উহুদ যুদ্ধের দিন মুসলিম মুসলিমের হাতেই শহীদ হয়েছিল। এসব কিছুই ছিল শয়তানের কাজ।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, উহুদের দিন যখন মুশরিকরা পরাজিত হলো, তখন ইব্‌লীস চিৎকার করে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমাদের পিছনের লোকদের থেকে সতর্ক হও। কাজেই সামনের লোকেরা পিছনের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে উভয় দলের মধ্যে নতুনভাবে লড়াই শুরু হল। হুযাইফাহ (রাঃ) হঠাৎ তার পিতা ইয়ামানকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি (হুযাইফাহ) বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! আমার পিতা! আমার পিতা! কিন্তু আল্লাহর কসম, তারা বিরত হয়নি। শেষ পর্যন্ত তারা

তাঁকে হত্যা করে ফেলল। তখন হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুক। 'উরওয়াহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহর সঙ্গে মিলত হওয়া পর্যন্ত হুযাইফাহ (রাঃ) দু'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকেন।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৯০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাকদীরে যা লিখে রেখেছেন তাই ঘটবে। কোন বিপদ আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'যদি, যদি না 'এই শব্দগুলো বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা এর মাধ্যমে শয়তানের পথ খুলে যায়। শয়তান বলে তুমি যদি এই কাজ না করতে, তাহলে এই মুসিবত তোমার উপর আরোপিত হতো না।শয়তান আমাদের মনে এসে কুমন্ত্রণা দেয় যে, যদি তুমি এই এই কাজ করতে, তাহলে তার ফলাফল এরূপ হতো।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, '(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)'। বরং বলো, 'আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে 'যদি-যদি না' (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানেরর কর্মদ্বার খুলে যায়।
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ১২৭)

শয়তান হালাল কে হারাম করে। অথচ আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য তা হালাল করেছেন।

ইয়ায বিন হিমার মুজাশেয়ী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃএকদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর খুতবায় বললেন, "শোনো! নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করেছেন যে, তিনি আমাকে আজকের দিন যা শিখিয়েছেন, তা হতে আমি তোমাদেরকে

তা শিক্ষা দিই, যা তোমাদের অজানা। (তিনি বলেছেন,) প্রত্যেক সেই সম্পদ যা আমি কোন বান্দাকে দান করেছি, তা তার জন্য হালাল। (সে নিজে তা হারাম করতে পারে না।) নিশ্চয় আমি আমার সকল বান্দাগণকে একনিষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান দল এসে তাদেরকে তাদের দ্বীন হতে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের জন্য তা হারাম করেছে, যা আমি তাদের জন্য হালাল করেছি এবং তাদেরকে আদেশ করেছে, যাতে তারা সেই জিনিসকে আমার সাথে শরীক করে, যার কোন প্রমাণ আমি অবতীর্ণ করিনি।"

(মুসলিম, হাদিস নং ৭৩৮৬)

শয়তানের ছোট ছোট ওয়াসওয়াসাও একসময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। তাই ছোট বড় সকল প্রকার ওয়াসওয়াসা থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে আশ্রয় প্রার্থনা

আল্লাহ তাআলা মানব জাতির জন্য শয়তানকে প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। শয়তান মানুষকে নানাভাবে ধোকার মাধ্যমে প্রতারিত করে এবং কুমন্ত্রণা দেয়। অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে। এর ফলে মানুষ শয়তানের প্রভাবে প্রভাবিত হয়।নানা অপরাধে জড়িত হয়ে যায় । এজন্য আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় শয়তানের নিকট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন -

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"(সূরা আরাফ :আয়াত ২০০) "

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ
وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

"আর বল, 'হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'।আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।'"(সূরা মুমিনুন ৯৭-৯৮)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।"-(সূরা হা-মীম সাজদাহ:আয়াত ৩৬)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ. مَلِكِ النَّاسِۙ. اِلٰهِ النَّاسِۙ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ. الَّذِیْ یُوَسْوِسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاس.ِ

"বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব,মানুষের অধিপতি,
মানুষের ইলাহ-এর কাছে।কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। যে দ্রুত আত্মগোপন করে।যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।জিন ও মানুষ থেকে।"(সূরা নাস:আয়াত ১-৬)

উপরোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, আমাদের পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান আমাদের প্ররোচিত করতেই থাকে।তাই আমাদের আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আমাদের শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন।নিম্নে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হলো:

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন,’’ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসান এবং হুসাইন (রাঃ)-এর জন্য নিম্নোক্ত দু’আ পড়ে পানাহ চাইতেন আর বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (‘আঃ) ইসমাঈল ও ইসহাক (‘আঃ)-এর জন্য দু’আ পড়ে পানাহ চাইতেন।

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّة". ٍ

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ঠ হতে পানাহ চাচ্ছি।’’
-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩৭১)

আবুল মালীহ (রহঃ) হতে এক ব্যক্তির থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি জন্তুযানে নবী (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পিছনে বসা ছিলাম। হঠাৎ তার সাওয়ারী হোঁচট খেলে আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হয়েছে। তিনি বললেন, একথা বলো যে, না শয়তান ধ্বংস হয়েছে। কেননা তুমি একথা বললে সে অহংকারে ঘরের মতো বড় আকৃতির হয়ে যাবে এবং সে বলবে, আমার ক্ষমতায় হয়েছে। অতএব বলো, আল্লাহর নামে। যখন তুমি আল্লাহ নামে বলবে শয়তান হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে মাছির মত হয়ে যাবে।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৮২)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ রাতে তোমরা মোরগের ডাক শোনলে আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করো। কারণ সে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পায়।আর রাতের বেলা তোমরা গাধার ডাক শোনতে পেলে শয়তান ের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো। কারণ সে একটি শয়তান কে দেখতে পেয়েছে।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২৪৮)

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাঃ) বলেনঃ রাতের বেলা তোমরা যখন কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দ এবং গাধার ডাক শোনতে পাও তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাও না। (রাতের বেলা) তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করো। কারণ আল্লাহর নাম স্মরণ করে বন্ধকৃত দরজা শয়তান খোলতে পারে না। তোমরা কলসিগুলোর মুখ ঢেকে দাও, মশকের (চামড়ার তৈরী পানির পাত্র) মুখ বেঁধে দাও এবং পাত্রগুলো উপুড় করে রেখে দাও।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২৪৬)

আবু রাশেদ আল-হিবরানী (র) থেকে বর্ণিতঃআমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যা শুনেছেন তা আমাকে বর্ণনা করে শুনান। তিনি আমার সামনে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পেশ করে বলেন, এটা নবী (সাঃ) আমাকে লিখিয়ে দিয়েছেন। আমি তাতে চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম যে, আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) নবী (সাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসার সুরে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকাল-সন্ধ্যায় আমার বলার জন্য আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বলেনঃ হে আবু বাকর! তুমি বলো, “হে আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞা তাবারানী, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার প্রবৃত্তির ক্ষতি থেকে, শয়তান ের অনিষ্ট ও তার অংশীবাদিতা থেকে, আমার নিজের অনিষ্ট করা থেকে এবং কোন মুসলমানের ক্ষতি করা থেকে”।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২১৬)

নবী (সাঃ)-এর সাহাবী সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ নবী (সাঃ)-এর সামনে দুই লোক পরস্পরকে গালি দিলো। তাদের একজন অতিমাত্রায় রাগান্বিত হয়ে গেলো, এমনকি তার চেহারা ফুলে বিকৃত হয়ে গেলো। তখন নবী (সাঃ) বলেনঃ আমি এমন একটি কথা জানি যা সে বললে তার ক্রোধ তিরোহিত হতো। একথা শুনে এক ব্যক্তি লোকটির কাছে গিয়ে নবী (সাঃ)-এর এ উক্তিটি তাকে অবহিত করলো এবং বললো, তুমি শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও অর্থাৎ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম পড়ো। প্রত্যুত্তরে সে বললো, আমার মধ্যে কি তুমি কোন খারাপ কিছু দেখতে পাচ্ছো? আমি কি পাগল? তুমি চলে যাও।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪৩৬)

যায়দ বিন আরকাম থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “এই প্রস্রাব-পায়খানার জায়গাসমূহে শয়তান জ্বিন উপস্থিত থাকে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সেখানে আসে, তখন সে যেন
আউযু বিল্লাহি মিনাল খবুষি অলখাবাইষ ‘" أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث ِ" বলে।”
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৫৪৪)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে,

بِسمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إلاَّ بالله ِ

(অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, ‘তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল।’ আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।”
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ২০৫)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ“তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, ‘এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?’ পরিশেষে সে তাকে বলে, ‘তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?’ সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আল্লাহর কাছে (

শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৭৬)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর কাছে আসে, তখন সে যেন বলে, بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذٰلِكَ أَوْ قُضِيَ وَلَدٌ لَمْ يَضُرَّه"

"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনিশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা"- আল্লাহর নামে শুরু করছি, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তান কে দূরে রাখ। এরপরে যদি তাদের দু'জনের মাঝে কিছু ফল দেয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয়, তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।
(বুলুগুল মারাম, হাদিস নং ১০২০)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃএক সাহাবী এসে অভিযোগ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার মনে এমন জঘন্য কল্পনা পায়, যা মুখে উচ্চারণ করার চাইতে কয়লা হয়ে যাওয়া তার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' তিনি বললেন, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তার (শয়তানের) চক্রান্তকে কুমন্ত্রণায় পরিণত ক'রে প্রতিহত করেছেন।" (আবূ দাঊদ,হাদিস নং ৫১১৪)

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দুয়া পড়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবো।তাহলে আমরা বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা পাবো ইনশাআল্লাহ।

সরল পথ থেকে বিচ্যুতির কৌশল

কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ পাওয়ার পর শয়তান শপথ করলো যে, সে মানুষদেরকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং নানা দিক থেকে আক্রমণ করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেন -

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ.ۙثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.ۙ

"সে বলল, ‘আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব।তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’।"
-(আল আরাফ ১৬-১৭)

অন্যত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন -

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ.ۙ

"সে বলল, ‘আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব।’" -(সোয়াদ আয়াত -৮২)

উপরোক্ত আয়াতে শয়তান মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করার শপথ করেছে । সে আক্রমণ করবে তার সম্মুখ দিক থেকে, পিছন থেকে, ডান এবং বাম দিক থেকে। অতঃপর সে মানুষদেরকে তাদের রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে দেবে না।
এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, শয়তান চতুর থেকে আক্রমণ করতে চাইলেও উপর দিক থেকে আক্রমণ করতে চায়নি।
এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস(রা)বলেন," শয়তান তাদেরকে উপর দিক থেকে আক্রমণের কথা বলেননি।কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা উপরে রয়েছেন "

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন-" হে আদম সন্তান, শয়তান তোমাদের কাছে সবদিক থেকে আসে। শুধুমাত্র উপরের দিক ব্যতীত। কারণ সে তোমাদের ও আল্লাহর রহমতের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে সক্ষম নয়। "

শয়তানের আগমনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "শয়তান আদম সন্তানের যাবতীয় পথে বসে পড়ে। তার ইসলামের পথে বসে পড়ে তাকে বলেঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আপন দ্বীন ও বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করবে? তারপর সে নাফরমানী করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের পথে বসে পড়ে তাকে বলতে থাকেঃ তুমি হিজরত করে তোমার ভূমি ও আকাশ ত্যাগ করবে? লম্বা পথে মুহাজিরের উদাহরণ তো হলো ঘোড়ার মত। কিন্তু সে তার নাফরমানী করে হিজরত করে। তারপর শয়তান তার জেহাদের পথে বসে বলতে থাকেঃ তুমি কি জিহাদ করবে এতে নিজের জান ও মালের ক্ষতির আশংকা, যুদ্ধ করবে এতে তুমি মারা পড়বে, তারপর তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যাবে, সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। তাতেও সে শয়তানের নাফরমানী করে জিহাদ করে।’ তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ “যে ব্যক্তি এতটুকু করতে পারবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর যথাযথ হয়ে পড়ে। আর যদি ডুবেও যায় তবুও আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা যদি তার সফর করার জন্তু থেকে পড়ে সে মারা যায় তবুও আল্লাহর উপর যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো।“ [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৮৩]

শয়তান সর্বোচ্চ চেষ্টা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে। সে যখন মানুষের নিকট আগমন করে তখন সে মানুষকে শিরকের প্রতি আহ্ববান করে, কখনো সে দুনিয়ার জীবনকে তাদের সামনে সুশোভিত করে, তাদের পাপ কাজগুলোকে শোভনীয় করে তোলে, পার্থিব জীবনকে তাদের নিকট অগ্রগণ্য করে, জান্নাত জাহান্নামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে, বিদয়াতে উদ্বুদ্ধ করে, অভাব অনটনের ভয় দেখায়, অশ্লীলতার আদেশ দেয় এবং সেই সকল কাজের আদেশ দেয় যা মানুষকে তাদের রব থেকে দূরে নিয়ে যায়। এভাবে শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে সরল পথ থেকে সরিয়ে নেই এবং মানুষকে তাদের রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ করে।তাই শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচতে আমাদের

আল্লাহর তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। যেভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা করতে শিখিয়েছেন।

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে এইভাবে আশ্রয় প্রার্থনা কর- "হে আল্লাহ! কোন দিক থেকেই সে যেন আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং প্রার্থনায় বলতেন- "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি, দ্বীনের জন্যেও দুনিয়ার জন্যেও এবং পরিবার ও ধন-সম্পদের জন্যেও। হে আল্লাহ! আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন, ভয় থেকে আমাকে নিরাপদে রাখুন। আর সামনের দিক থেকেও আমাকে রক্ষা করুন, পিছনের দিক থেকেও রক্ষা করুন এবং ডান দিক থেকেও আমাকে হিফাযত করুন, বাম দিক থেকেও আমাকে হিফাযত করুন এবং উপর দিক থেকেও রক্ষা করুন! আর শয়তান নীচের দিক থেকে আমার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে, এ থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"(তাফসির ইবনে কাসির)

সিরাতে মুস্তাকিম

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

"আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন "।(সূরা ফাতিহা :আয়াত ৬)

সিরাতে মুস্তাকিম কি? সিরাত মানে হচ্ছে পথ বা রাস্তা। আর মুস্তাকিম মানে সরল সোজা। অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিম মানে সরল সোজা পথ। এটা সেই পথ, যে পথে আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়া যাবে। আল্লাহ তায়ালার নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র পথ।কিভাবে আমরা সরল পথের অনুসারী হব তা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰسٓ. وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"ইয়া-সীন।বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।নিশ্চয় তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত।সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত।"(সূরা ইয়াসিন ১-৪)

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِى الْاَمْرِ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ ۗ اِنَّكَ لَعَلٰى هُدًى مُّسْتَقِيْمٍ

'আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ইবাদাতের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, তারা যার অনুসরণকারী। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক করতে না পারে। আর তুমি তোমার রবের দিকে আহবান কর। নিশ্চয় তুমি সরল পথেই রয়েছ।"(আল হাজ:আয়াত ৬-৭)

وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

"আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"(আল আনআম-১৫৩)

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا لَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

"বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।"(আল আরাফ -১৫৮)

এ ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, “যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করলেন। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হিদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।”
-(বুখারী ৭৯, মুসলিম ৬০৯৩)

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পথকে সরল পথ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাদিসেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, তাকে 'সরল পথ' দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।সুতরাং তিনি যে পথে আছেন তাই সত্যি কারের পথ। তিনি আমাদের হিদায়েদের পথ প্রদর্শন করেন। আর সেই পথেই রয়েছে মুক্তি। আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ এবং তার আনুগত্য করতে আদেশ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ যেভাবে করেছেন, যতটুকু করেছেন, যতক্ষণ করেছেন, সেই কাজ সেই ভাবে করাই হচ্ছে সুন্নাহ। অতিরিক্ত কিংবা কম-বেশি করলে তা হবে বাড়াবাড়ি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আদর্শ। তিনি আমাদের যেভাবে জীবন যাপন করতে আদেশ করেছেন, যেভাবে আমাদের দীন শিক্ষা দিয়েছেন সেই ভাবে অনুসরণ করার মধ্যে রয়েছে হিদায়াত। আর আল্লাহ শয়তানকে করেছেন মানুষের শত্রু ।তার অনুসরণ করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়। আর শয়তানের সাধনাই হলো মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করা, জাহান্নামের অধিবাসী করা।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَۙ.ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ.قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.ۡ

"সে বলল, ‘আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব।‘ ।তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’।।তিনি বললেন, ‘তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবই’।"
(আরাফ ১৬-১৮)

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ؕ

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।"(ফাতির:০৬)

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:তিনি বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্য স্বহস্তে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেন, “এটি আল্লাহর সরল পথ ।” অতঃপর ঐ রেখার ডাইনে ও বামে কতকগুলি রেখা টেনে বললেন, “এগুলি বিভিন্ন পথ । এই পথ গুলির প্রত্যেটির উপর একটি করে শয়তান আছে; যে ঐ পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।”অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলেন,
অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ । সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এ ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হও।(সূরা আনআম ১৫৩)।
-(আহমাদ ৪১৪২, মিশকাত ১/৫৯)

উপরের আয়াতসমূহ ও হাদিসের আলোকে আমরা বুঝতে পারলাম যে,আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেখানো পথই হচ্ছে সরল পথ ।যে পথে চললে মিলবে জান্নাত । আর শয়তান আমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ ।আমাদের উচিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা এবং শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করা ,যাতে আমরা তার কূটকৌশল থেকে বেঁচে থাকতে পারি ।আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন আমিন।

প্রকাশ্য শত্রু শয়তান

মানুষ সৃষ্টির পূর্বে শয়তান আল্লাহর একান্ত অনুগত ছিল। সে আল্লাহর ইবাদত করত। ফেরেশতাদের সাথে আকাশে থাকতো। আল্লাহ তাআলায় তাকে এই মর্যাদা দিয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। আদম আলাইহিস সালামকে সম্মানিত করার জন্য ফেরেশতাদের সেজদা করতে নির্দেশ দিলেন ।আদম আলাইহিস সালাম এর প্রতি তাদের সেজদা ছিল সম্মানসূচক সেজদা। আল্লাহ তাআলার এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত ইবলিশও ছিল । কিন্তু সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করল আর আদমকে তুচ্ছ মনে করল। সে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে শয়তানে পরিণত হলো। মানুষ এবং শয়তানের মধ্যে শত্রুতা শুরু থেকেই। আর এই শত্রুতা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকবে। কুমন্ত্রণার মাধ্যমে মানুষকে সর্বপ্রথম জান্নাত থেকে বের করেছে।আর তার চেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মানুষদেরকে প্ররোচনার মাধ্যমে ফাঁদে ফেলবে। আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যাবে। শয়তান যে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু এটা আল্লাহতালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতে বারবার উল্লেখ করেছেন । সাবধান করেছেন, যেন আমরা তার ফাঁদে না পড়ি।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।(সুরা বাকারা আয়াত ১৬৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।(সুরা বাকারা :আয়াত ২০৮)

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا۝

আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু।(সূরা ইসরা :আয়াত ৫৩)

قَالَ يٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝

সে বলল, ‘হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন’।(সূরা ইউসুফ :আয়াত ৫)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا۝

আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়!
(সূরা কাহাফ :আয়াত ৫০)

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝

অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল। তাই তারা যখন গাছটির ফল আস্বাদন করল, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজদেরকে ঢাকতে লাগল এবং তাদের রব তাদেরকে ডাকলেন যে, ‘আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু’?(সূরা আরাফ :আয়াত ২২)

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ۟

অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে স্খলিত করল। এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, ‘তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ’।(সূরা বাকারা:আয়াত ৩৬)

۟اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

“নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।"(সূরা ফাতির: আয়াত ৬)

۟اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِىْۤ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে বনী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, ‘তোমরা শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’?(সুরা ইয়াসিন: আয়াত ৬০)

۟وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই বাধা দিতে না পারে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।(সূরা যুখরুক:আয়াত ৬২)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শয়তান থেকে হেফাজত করুন। শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে তার মোকাবেলা করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

নবীগনের শত্রু

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলছেন, মানুষ ও জীন শয়তানরা হলো নবীগণের শত্রু। তারা এসে মানুষদের চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় প্রতারণার উদ্দেশ্যে। আল্লাহর রহমতে নবীগণ এই কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত।আল্লাহ রাসূলগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাই শয়তানরা যদি কখনো মিথ্যা রটায়, তাহলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ

"আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর।"(সূরা আনআম : আয়াত ১১২)

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, জ্বিনদের মধ্যেও শয়তান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। তারা নিজ নিজ দলভুক্তদেরকে পাপকার্য শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে রয়েছেন। আমি এসে তাঁর নিকট গিয়ে বসলাম। তিনি বললেনঃ হে আবূ যর (রাঃ)! তুমি জ্বিন শয়তান এবং মানুষের শয়তানদের থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আমি বললামঃ মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয়? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।
(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫৫০৭)

ইকরামা (রঃ) বলেন যে, মানবীয় শয়তান হচ্ছে তারাই যারা মানুষকে পাপকার্যের পরামর্শ দান করে এবং জ্বিনদের মধ্যকার শয়তানরা জ্বিনদেরকে পথভ্রষ্ট করে থাকে। সুতরাং প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাথীকে বলে- “আমি তো আমার সঙ্গীকে পথভ্রষ্ট করেছি,

তুমিও এভাবে তোমার সঙ্গীকে পথভ্রষ্ট কর।” এইভাবে তারা একে অপরকে পাপকার্যের শিক্ষা দান করতে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার যেমন বিরোধিতাকারী ও শত্রু রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবীদেরও বিরোধিতাকারী ও শত্রুতাকারী ছিল। সুতরাং তুমি তাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হয়ো না। মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে আরও বলেনঃ তোমার পূর্ববর্তী নবীরা এমনই ছিল যে, লোকেরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অবিশ্বাস করতো এবং বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিতো, তথাপি তার ধৈর্যধারণ করতো। হে রাসূল (সঃ)! এই লোকগুলো তোমাকে যা কিছু বলছে, তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদেরকেও এসব কথাই বলা হয়েছিল। জেনে রেখো যে, আল্লাহ যেমন ক্ষমতাশীল তেমনই কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। আল্লাহ পাক বলেনঃ এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে মানুষ ও জ্বিনের শয়তানদেরকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি। তাদের শত্রুরা হচ্ছে মানুষ ও জ্বিনদের মধ্যকার শয়তানগণ। আর শয়তান এমন সবকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর থাকে না। ঐ রাসূলদের শত্রুতা ঐ শয়তানরা ছাড়া আর কে-ই বা করতে পারে যারা তাদেরই জাতি ও শ্রেণীভুক্ত? (তাফসীর ইবনে কাসীর)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। তারাও নবী-রাসূলগণ যা নিয়ে আসত, তার বিরুদ্ধে লেগে যেত। অতএব, আপনি এতে মনঃক্ষুন্ন হবেন না। [সা'দী]।

একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নবুয়াত প্রাপ্ত হওয়ার ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে। ওহি আসার ঘটনা শুনে ওয়ারাকাহ বুঝতে পারেন যে, তিনিই আল্লাহর রাসূল।তখন ওয়ারাকাহ আফসোস করে বলেন,'আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম, যেদিন তুমার দেশের লোকেরা যখন তুমাকে বহিষ্কার করবে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান।তিনি বলেন, ' তারা কি আমাকে বহিষ্কার করবে?' তখন ওয়ারাকা বলেন,' তোমার পূর্বে যারাই এরূপ (ওহি) নিয়ে এসেছে, তার সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে।'

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, 'পাঠ করুন'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ["আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।] তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না'। সে দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু"- (সূরা আলাক্ব ৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্তু খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা হ ইব্নু

নাওফাল ইব্নু ‘আবদুল আসাদ ইব্নু ‘আবদুল ‘উযযাহ’র নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ‘ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। যিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, ‘হে চাচাত ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন’। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাতিজা! তুমি কী দেখ?’ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকা হ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা (‘আঃ)- এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস ! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে’। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, [‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’] তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ (‘আঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩)

নবীগণের সঙ্গে এইরূপ আচরণ বেশিরভাগ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা শয়তান,তারা করতো। তাদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য ছিল মানুষদেরকে হেদায়েত থেকে দূরে রাখা এবং নবীগণকে কষ্ট দেওয়া।আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আপনার পূর্বে যারা নবী ছিলেন, শয়তান তাদেরও কষ্ট দিয়েছে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে,তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে। তাই তারা যদি আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে, আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তাহলে আপনি তাতে কষ্ট পাবেন না। কেননা তারা তো পূর্ব থেকেই নবীগণের শত্রু।

আদম আলাইহিস সালাম ও শয়তান

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ۝

"আর আমি বললাম, ‘হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।অতঃপর শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে স্খলিত করল। এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, ‘তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ’।"
(সুরা বাকারা :আয়াত ৩৫ - ৩৬)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۛ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى۝

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, ‘হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?’অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেল। তখন তাদের উভয়ের সতর তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল।"
(সূরা তহা আয়াত :১২০ -১২১)

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَآ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۟ وَنَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ۝

‘"আর হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর। অতঃপর তোমরা আহার কর যেখান থেকে চাও এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা উভয়ে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে’।অতঃপর শয়তান তাদেরকে প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং সে বলল, ‘তোমাদের রব তোমাদেরকে কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে’।আর সে তাদের নিকট শপথ করল যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামীদের একজন’।অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল। তাই তারা যখন গাছটির ফল আস্বাদন করল, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজদেরকে ঢাকতে লাগল এবং তাদের রব তাদেরকে ডাকলেন যে, ‘আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে নিশ্চয় শয়তান তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু’?"(সূরা আরাফ :আয়াত ১৯-২২)

ফেরেশতাদের দ্বারা সম্মানিত করার পর আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে বললেন, 'তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো'। তাদের যেখান থেকে খুশি আহারের করার অনুমতি দিলেন, স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে বললেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য একটি গাছকে নিষিদ্ধ করলেন এবং বললেন তোমরা এই গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। এই গাছটি ছিল আদম আলাইহিস সালাম এর জন্য পরীক্ষা। শয়তান আদম আলাইহিস সালামকে ধোকা দেওয়ার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সে আদম আলাইহিস সালামকে বলল যে, আমি তোমাদের একজন কল্যাণকামী, শুভাকাঙ্ক্ষী। আমি কি তোমাকে একটি গাছের কথা বলব না?যার ফলে তুমি চিরঞ্জীব হবে,ফেরেশতা হয়ে যাবে ।' অতঃপর শয়তানের ধোকায় আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম সেই গাছ থেকে ফল খেয়ে ফেলল । আল্লাহর আদেশ অমান্য করার ফলে তাদের সতর অনাবৃত হয়ে গেল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে তাদের আবৃত করতে লাগলো । আর শয়তান তার উদ্দেশ্যে সফল হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ডাকলেন এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, পূর্বেই আল্লাহ বলেছিলেন যে, শয়তান তাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন।শয়তানের

প্ররোচনায় পড়ে আদম আলাইহিস সালাম ও তার স্ত্রী হাওয়া আলাইহিস সালাম জান্নাত হারালেন।

আমরাও আদম সন্তান।শয়তান সবসময় আমাদের পিতা-মাতার মত আমাদের ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদেরকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَاۗ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۗءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ(ۧ

“হে বানী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ধোঁকায় না ফেলে- যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম-হাওয়া) সে জান্নাত হতে বহিষ্কার করেছিল, তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি।” (সূরা আ‘রাফ ৭:২৭)

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি গুণ হচ্ছে মানুষ ভুল করে এবং ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা চায়। আদম আলাইহিস সালামও এর ব্যতিক্রম করেননি। যখন তিনি তার নিজের ভুল বুঝতে পালেন, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তা কবুল করলেন। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে,

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۖ وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ۝

"তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব’।"(সূরা আরাফ :আয়াত ২৩)

فَتَلَقّٰٓى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ۝

"অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবূলকারী, অতি দয়ালু।"
-(সূরা বাকারা : আয়াত ৩৭)

ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰىۡ

"এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, অতঃপর তার তাওবা কবূল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন"।
-(সূরা তোহা :আয়াত ১২২)

এখান থেকে একটি বড় শিক্ষা হল, আমরাও আদম আলাইহিস সালাম এর মত ভুল করি। আদম আলাইহিস সালাম যেভাবে তার রবের নিকট ক্ষমা চেয়েছে আমরা আমাদের রবের নিকট ক্ষমা চাইবো। কেননা আমাদের রব অতি দয়ালু, ক্ষমাশীল। কুরআনে তিনি বলেন,

اَلَمۡ يَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقۡبَلُ التَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهٖ وَيَاۡخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيۡمُ

তারা কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং সদাকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।"
-(সূরা তওবা : আয়াত ১০৪)

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তার পিতা

আজর ছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর পিতা।তিনি ছিলেন একজন মুশরিক। তিনি মূর্তি পূজা করতেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাকে মূর্তির অসারতা সম্পর্কে অবগত করেন।তিনি তার পিতাকে সম্বোধন করে বলেন, হে আমার পিতা, আপনি শয়তানের অনুসরণ করবেন না। কেননা শয়তান আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য। আর শয়তানের অনুসরণ করলে আপনি তার সঙ্গী হবেন। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আপনার উপর আজাব আসবে। এই ঘটনাটি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করে বলেন,

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۘ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْـًٔا. يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يٰٓاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ ۘ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا. يٰٓاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا

‘আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় সে ছিল পরম সত্যবাদী, নবী।যখন সে তার পিতাকে বলল, ‘হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে’?হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব’।হে আমার পিতা, তুমি শয়তানের ইবাদাত করো না। নিশ্চয় শয়তান হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য’।হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে।’(সূরা মারইয়াম আয়াত :৪১-৪৫)

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতাকে সত্যের পথে ডেকেছেন কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা তার কথা শোনেনি। বরং সে শয়তানের অনুসরণই বেছে নিয়েছে ।ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কর্তিক সতর্কতার বিষয়টি কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে-

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّىْٓ اَرٰىكَ وَقَوْمَكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

“আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, ‘তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে তোমার কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি’।”(সূরা আনআম :আয়াত ৭৪)

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ. قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ. قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

“যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলল, ‘এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর পূজায় তোমরা রত রয়েছ’?তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা করতে দেখেছি’।সে বলল, ‘তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে’।”(সূরা আম্বিয়া :আয়াত ৫২-৫৪)

قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

‘সে (ইবরাহীম) বলল, ‘তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না’?ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে! ‘তবুও কি তোমরা বুঝবে না’?(সূরা আম্বিয়া :আয়াত ৬৬-৬৭)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ. اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ. قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ

“সে বলল, ‘যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায়?’অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে’?তারা বলল, ‘বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত’।ইবরাহীম বলল, ‘তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, তোমরা যাদের পূজা কর’।”(সূরা শুয়ারা: আয়াত ৭২-৭৫)

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَۚ. اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ۝

‘যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, ‘তোমরা কিসের ইবাদত কর’?তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা উপাস্যগুলোকে চাও’?(সূরা সফফাত :আয়াত ৮৫-৮৬)

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতা এবং কওমকে মূর্তি ও তাদের মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে অবগত করেছেন। কিন্তু তার পিতা ও কওম ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথাকে মূল্যায়ন করেনি । এক পর্যায়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা তাকে বলেছিল যে, তাকে সে পাথর মেরে হত্যা করবে, যদি তিনি এসব বিষয় থেকে বিরত না হোন। এ ব্যাপার আল্লাহ তাআলা বলেন -

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا۝

সে বলল, ‘হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও’।(সূরা মারিয়াম :আয়াত ৪৬)

ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতা এবং কওমকে ঈমানের পথে আনতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। একবার তিনি মূর্তিগুলোকে ভেঙে মূর্তির অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু তারপরও তার পিতা ও জাতি শয়তানের দেখানো পথ ধরে হেঁটেছে।তারা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করেছে। অবশেষে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর পিতা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আজরের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার পিতার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ ۖ اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا۝

ইবরাহীম বলল, ‘তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল’।(সূরা মারিয়াম :আয়াত ৪৭)

আল্লাহ তাআলা সূরা তওবায় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকরতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তী আয়াতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন জানতে পারলেন যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যাবে না। তখন তিনি তার পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। কেননা তার পিতা ছিল আল্লাহর শত্রু।নিশ্চিত জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ

নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয় তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয় সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয় ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল।(সূরা তওবা :আয়াত ১৩-১৪)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, "ইবরাহীম (আঃ) তার পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর যখন তিনি অবহিত হলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু ছিল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব যখন মারা যায়, তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত (সূরা তওবা:আয়াত ১৩) নাযিল করেন। ক্ষমা প্রার্থনার পথ বন্ধ করে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মায়ের কবর জিয়ারতের জন্য অনুমতি চান, কবর জিয়ারতের অনুমতি তাকে প্রদান করা হয়। কিন্তু তার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি।নিম্নে হাদিস গুলো উল্লেখ করা হলো :

মুসাইয়্যাব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আবূ ত্বলিবের মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কাছে গেলেন। এ সময় আবূ জাহ্ল এবং ‘আবদুল্লাহ ইবনু আবূ উমাইয়াহ্ও সেখানে বসা ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে চাচা! আপনি পড়–ন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট এটা দলীল হিসেবে পেশ করব। এ কথা শুনে আবূ জাহল ও ‘আবদুল্লাহ ইবনু উমাইয়াহ বলল, হে আবূ ত্বলিব! তুমি কি ‘আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করে দিবে? নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহ্র তরফ থেকে যতক্ষণ আমাকে নিষেধ না করা হবে ততক্ষণ ক্ষমা চাইতে থাকব। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় “নাবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয় যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৬৭৫)

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের ক্ববরের নিকট এসে কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীরাও কাঁদলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি আমার মহান প্রভুর নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চেয়েছি; কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। অতঃপর ক্ববর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে আমাকে তার অনুমতি দেয়া হয়। সুতরাং তোমরা ক্ববর যিয়ারত করো। কারণ তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩২৩৪)

হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিন ইব্রাহিম এবং তার পিতার সাক্ষাতের ব্যাপারে বলেছেন। আজর ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের নিকট অনুরোধ করবে। তখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট আবেদন করবেন। কিন্তু তার আবেদন গৃহীত হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কাফিরের জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন। তাই আজর একটি রক্তমাখা জানোয়ারে পরিণত হবে এবং তার চারপা ধরে জাহান্নাম নিক্ষেপ করা হবে।

আবু হুরায়রা (র)থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কেয়ামতের দিন ইবরাহীম (‘আঃ) তার পিতা আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমন্ডলে কালি এবং ধূলাবালি থাকবে। তখন ইবরাহীম (‘আঃ) তাকে বলবেন, আমি পৃথিবীতে আপনাকে বলিনি যে, আমার অবাধ্যতা করবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ আর তোমার অবাধ্যতা করব না। অতঃপর ইবরাহীম (‘আঃ) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা রহম হতে বঞ্চিত হবার চেয়ে বেশী অপমান আমার জন্য আর কী হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম! তোমার পদতলে কী? তখন তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার জায়গায় সর্বাঙ্গে রক্তমাখা একটি জানোয়ার পড়ে রয়েছে। এর চার পা বেঁধে জাহান্নামে ছুঁড়ে ফেলা হবে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৩৫০)

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপদেশ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ.
قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ۭ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, ‘হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়’।সে বলল, ‘হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন’।"
(সূরা ইউসুফ :আয়াত ৪-৫)

ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা ছিলেন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তিনি ছোট্ট ইউসুফকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। কিন্তু তার ভাইয়েরা তার প্রতি তার পিতার ভালোবাসাকে সহ্য করতো না। বরং তারা হিংসা করত। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন ছোট ছিলেন তখন তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, ১১ টি নক্ষত্র, সূর্য, চাঁদ তাকে সেজদা করছে। তিনি এই স্বপ্নের কথা তার পিতা কে বললেন। তার পিতা বুঝতে পারলেন যে, শীঘ্রই মহান আল্লাহ তাআলা তাকে মর্যাদার আসনে উপবিষ্ট করাবেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে এই স্বপ্নের ব্যাপারে তার ভাইদের জানাতে নিষেধ করলেন। কেননা ভাইয়েরা তার এই স্বপ্নের কথা শুনে তার প্রতি হিংসা করবে,শত্রুতা পোষণ করবে । এই শত্রুতার বীজ শয়তানই তাদের অন্তরে বপন করবে । তাদেরকে প্ররোচিত করতে থাকবে।কারণ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। ফলশ্রুতিতে তারা ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। পরবর্তীতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের আশঙ্কায় সত্যি হয়।

একে অন্যের প্রতি হিংসা,প্রতিহিংসার মাধ্যমে শয়তান আমাদের আমল কে নষ্ট করে,পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করে। তাই আমরা অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করব না এবং নিজেদের নিয়ামত গুলোকে যথাসম্ভব গোপন রাখবো।

ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন," নিয়ামতকে গোপন রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না ওটা উত্তমরূপে লাভ করা যায় এবং প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ “প্রয়োজনসমূহ পুরো করার ব্যাপারে ওগুলি গোপন করার মাধ্যমে সাহায্য নাও, কেননা যে ব্যক্তি কোন নিয়ামত লাভ করে তার প্রতি হিংসা করা হয়ে থাকে।”

ইউসুফ আলাইহিস সালামের স্মরণ থেকে বিস্মৃতি

পূর্বে আমরা দেখেছি, শয়তান ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের মধ্যে তার প্রতি হিংসা সৃষ্টি করেছিল । ফলে ভাইয়েরা হিংসার কারনে তাকে কূপে নিক্ষেপ করে। অন্ধকার কূপ থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে একটি যাত্রীদল উদ্ধার করে মিশরে বিক্রি করে দেয়। মিশরের আজিজ তাকে ক্রয় করে এবং নিজ প্রাসাদে নিয়ে যায়। সেখানেই ইউসুফ আলাইহিস সালাম বড় হয়। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বড় হওয়ার পর আজিজ পত্নী তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইউসুফ রাজি হননি। এসবের পরিবর্তে তিনি কারাগারকেই উত্তম মনে করেন।কারাগারে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর সাথে দুজন লোক প্রবেশ করে। দুইজনই তাদের স্বপ্নের কথা ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর কাছে প্রকাশ করে এবং তার ব্যাখ্যা জানতে চায়। তাদের একজন বলল," আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি মদ নিংড়াচ্ছি।আর অপরজন বলল, আমি দেখেছি," আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি আর তা থেকে পাখি খাচ্ছে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করেন। এ সম্পর্কিত আয়াতটি নিম্নরূপ :

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ۚ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ ؕ قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ ؕ. وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنْسٰىهُ الشَّيْطٰنُ ذِكْرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ ؕ ۝

"হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে মদপান করাবে। আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, অতঃপর পাখি তার মাথা থেকে আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে।আর তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে ধারণা করল তাকে বলল, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে'। কিন্তু শয়তান তাকে স্বীয় মনিবের নিকট উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে দিল। ফলে সে কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করল।"(সূরা ইউসুফ :আয়াত ৪১-৪২)

ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, তোমাদের একজন মুক্তি পাবে এবং নিজ মনিবকে মদ পান করাবে। আর অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে অতঃপর পাখি তার মাথা থেকে খাবে।যে লোকটি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে বললেন, তুমি তোমার মনিবের নিকট আমার কথা উল্লেখ করবে। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের নিকট ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম আরোও কয়েক বছর কারাগারেই রইলেন।

শয়তান আমাদের জীবনের ভালো কাজগুলোও ভুলিয়ে দেয়। অন্যদিকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। ফলে ভালো কাজগুলো আর সঠিক সময়ে করা হয়ে ওঠেনা। তাই শয়তান থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। আল্লাহ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ

ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আরোও কয়েক বছর কারাগারের মধ্যেই অতিবাহিত করতে হলো।সাকি(মদ পরিবেশনকারী) তার মনিবের নিকট তার কথা বলতে ভুলে গেল। মূলত শয়তানই তাকে তা ভুলিয়ে দিয়েছিল। একদিন আজিজ স্বপ্নে দেখলেন, সাতটি জীর্ণশীর্ণ গরু সাতটি মোটাতাজা গরুকে খাচ্ছে, আর সাতটি সবুজ শীষ, সাতটি শুকনো শীষ। মিশরের আজিজ এই স্বপ্ন দেখে কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তার সভাসদদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা কোন উত্তর দিতে পারল না। তারা বলল, ঘুমন্ত ব্যক্তি তো অনেক কিছুই দেখে, এটা কিছুই না,অলিক স্বপ্ন। সাকি তখন আজিজের কাছেই ছিল। তিনি এই ঘটনা শুনলেন ।দীর্ঘ সময় পর তার ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ হলো।তিনি আজিজকে অবগত করলেন যে, তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাকে জানাবেন। অতঃপর সে ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট কারাগারে গেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি হবে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবগত করলেন এবং এর সমাধানের পথ বাতলে দিলেন।তিনি বললেন যে,সাত বছর অনেক আবাদ হবে এবং পরবর্তী সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। এরপরে অনুগ্রহ নেমে আসবে, ফলে মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে।সাত বছর যে শস্য উৎপাদন হবে তার মধ্য থেকে যতটুকু তারা খাবে তা বাদে বাকিটুকু শীষসহ সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর যখন দুর্ভিক্ষ আসবে তখন মানুষ সেই মজুদ অংশ থেকে খাবে সামান্য কিছু ব্যাতিত।যখন দুর্ভিক্ষ শেষ হবে তা দিয়ে ফসল উৎপাদনের জন্য । দুর্ভিক্ষের সাত বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর অনেক বৃষ্টিপাত হবে, প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে, তখন তোমরা আঙ্গুর থেকে রস বের করবে, জয়তুন থেকে তেল বের করবে, চতুষ্পদ জন্তুর দুধ দোহান করবে। মিশরের আজিজ এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলেন,এবং তিনি বুঝতে পারলেন এটি সঠিক ব্যাখ্যা। তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ডেকে পাঠালেন।কিন্তু ইউসুফ আলাইহি সালাম আসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।তিনি বললেন যে, তিনি তদন্ত চান, যে কারণে তিনি জেলে এসেছেন।অতঃপর সত্য প্রকাশিত হলো। অপরাধীরা অপরাধ স্বীকার করে নিল। আজিজ জানতে পারলো যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন নির্দোষ। মিশরবাসীও তা জানলো। আজিজ তাকে তার কাছে নিয়ে আসলো এবং বললো ,আজ তুমি আমাদের

নিকট মর্যাদাবান ও আস্থাভাজন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের আজিজকে বললেন, আপনি আমাকে খাদ্য ভান্ডারের দায়িত্ব দিন। আমি এই দায়িত্ব যথাযথ পালন করব। মিশরে আজিজ তাকে খাদ্য ভান্ডারের দায়িত্ব দিল। সাত বছর অনেক ফসলাদি উৎপন্ন হল এবং পরবর্তী সাত বছরে দুর্ভিক্ষ নেমে আসলো। দুর্ভিক্ষের সময় ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জানতে পারল মিশরে একজন দয়ালু লোক আছেন যার কাছে গেলে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে । তখন তিনি তার ছেলেদেরকে মিশরে পাঠালেন। ইউসুফের ভাইয়েরা মিশরে ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট আসলো এবং খাদ্যশস্য চাইলো। ইউসুফ আলাইহিস তাদের চিনতে পারলেন কিন্তু ভাইয়েরা তাকে চিনতে পারল না। তিনি তাদের খাদ্যসামগ্রী দিলেন ।ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাই বেনইয়ামিনের ব্যাপারে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এবং পরবর্তী সময় তাকে সাথে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে বললেন।তিনি আরো বলেন, যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আসো, তাহলে তুমরা আমার নিকট আসবে না এবং কোনো রসদও পাবে না।ভাইয়েরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট ফিরে গেল। বেনিয়ামিনকে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তারা বলল, তারা বেনইয়ামিনের হেফাজত করবে। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, তোমরা কি তাকে সেই ভাবে হেফাজত করবে যেভাবে ইউসুফকে হেফাজত করেছিলেন!অতঃপর তারা তাদের খাদ্য সামগ্রী আসবাবপত্রগুলো খুলল এবং তারা দেখল তাদের পণ্য মূল্য ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা তাদের পিতাকে তা অবগত করল এবং তার নিকট অনুরোধ করল যেন তাদের ভাইকে তাদের সাথে পাঠানো হয়। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত বেনইয়ামিনকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলো যে, অবশ্যই তোমরা তাকে হেফাজত করবে। তবে যদি তোমরা অপারগ হও তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। তখন তারা আল্লাহর নামে শপথ করল। যাওয়ার সময় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার সন্তানদের উপদেশ দিলেন যেন তারা এক দরজা দিয়ে মিশরে প্রবেশ না করে বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। যাতে মানুষের কুনজর থেকে তারা বাঁচতে পারে। ছেলেরা তার পিতার উপদেশ পালন করে। ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন দেখলেন পরবর্তী সময়ে তার ভাইরা বেনইয়ামিনকে সাথে নিয়ে এসেছে।তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বেনইয়ামিনকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনিই হচ্ছে তার ভাই, ইউসুফ। তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইকে কে নিজের কাছে রাখতে চাইলেন। কিন্তু কিভাবে তিনি তার

ভাইকে নিজের কাছে রাখবেন কোন কারন ছাড়াই। তাই তিনি একটি কৌশল করলেন। তিনি তার পানপাত্র টি বেনইয়ামিনের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিলেন।যখন ভাইরা ফিরে যাচ্ছিল, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করল যে, নিশ্চয়ই তোমরা চুরি করেছ। ভাইয়েরা বলল,তোমরা কি হারিয়েছো? তারা বললো, আমরা বাদশার পানপাত্র হারিয়েছি। আর যে তা খুঁজে এনে দেবে তার জন্য রয়েছে এক উট বোঝাই রসদ। ভাইয়েরা বলল, আমরা চুরি করতে এখানে আসিনি।আর আমরা চোরও নই। আপনারা আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছেন।তারা বলল, যদি চুরি করে থাকো তাহলে তার শাস্তি বা প্রতিদান কি হবে? তারা উত্তর দিল, যার নিকট সেই চুরির বস্তুটি পাওয়া যাবে সেই হবে তার প্রতিদান। পরবর্তীতে পানপাত্রটি খোঁজা হলে তা বেনিয়ামিনের আসবাবপত্রের মধ্যে পাওয়া গেল। ফলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম বেনইয়ামিন কে রেখে দিলেন।তখন তার ভাইয়েরা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম মনে মনে তাদেরকে তিরস্কার করলেন কিন্তু কিছুই বললেন না। ভাইয়েরা তাদের পিতার কথা চিন্তা করল,তারা তার নিকট আল্লাহর নামে শপথ করে এসেছে। অতঃপর তারা বেনইয়ামিন এর পরিবর্তে অপর একজন ভাইকে আটকে রাখতে অনুরোধ করলো । কিন্তু তারা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।তাদের মধ্য থেকে বড় ভাই কানয়ানে ফিরে যেতে অস্বীকার করলো। ফলে বড় ভাই মিশরে রয়ে গেল এবং তার ভাইদের বলল, তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং গিয়ে বল -আপনার ছেলে চুরি করেছে। আর আমরা গায়েবের ব্যাপারে অবগত নই।ঘটনা অবগত হওয়ার পর ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাদের বললেন, তোমরা নতুন গল্প তৈরি করেছ। তাই সুন্দর ধৈর্য ধারণই আমার জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তাদের উভয়কে আমার নিকট ফিরিয়ে আনবেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর জন্য কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।বেনইয়ামিনকে হারিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যথাও নতুন করে পুনরায় জাগ্রত হলো। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তার কথা স্মরণ করলেন। তখন তারা তাকে বলল, আপনি ইউসুফকে স্মরণ করতে থাকবেন যতক্ষণ না আপনি মৃত্যুবরণ করেন। । তাদের পিতা তাদেরকে আবার মিশরে পাঠালেন বেনইয়ামিন ও ইউসুফ আলাইহিস সালামকে খোঁজার জন্য।ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আল্লাহর উপরে ভরসা করলেন কেননা কাফের ছাড়া আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে কেউ নিরাশ হয় না। ইউসুফ আলাইহিস সালামের নিকট তার ভাইরা ফিরে এলো। তারা

তাদের দুঃখের কথা, তাদের ভাই হারিয়ে যাওয়ার কথা, তাদের পিতার বার্ধক্যের কথা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জানালো। ইউসুফ আলাইহিস সালামও ব্যতীত হলেন। অতঃপর তিনি তাদের বললেন যে, তোমাদের কি মনে আছে তোমরা তোমাদের ভাই ইউসুফের সাথে কি করেছিলে? তখন তাদের বুঝতে বাকি রইলো না তিনিই হচ্ছেন ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তিনি তার ভাইদেরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন তাদের অপরাধের কথা। তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করল।ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের একটি কাপড় দিলেন এবং বললেন, এটা তার পিতার চোখের উপর রাখতে ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। কাফেলাটি মিশর থেকে কানয়ানের পথ ধরল । তখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন,আমি ইউসুফের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এমন কথা শুনে তার পরিবারের লোকজন বলল, আপনি এখনো পুরনো ভ্রান্তির মধ্যে পতিত আছেন। ।ছেলেরা কানয়ানে ফিরে এলো ।ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার পিতার জন্য যে কাপড়ের টুকরা পাঠিয়েছিল তার চোখ ভালো হওয়ার জন্য,তারা তাদের পিতার চোখের উপর তা রাখল। ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আমি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।ছেলেরা তার পিতার নিকট আবেদন করল যেন তিনি আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন । তারা সমস্ত পরিবারকে নিয়ে মিশরে ফিরে আসলো। ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার পিতা মাতাকে সিংহাসনে বসালেন এবং সকলেই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সেজদা করল।ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার পিতাকে বললেন, এটাই হলো আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও তার ভাইদের মধ্যে শয়তান যে ষড়যন্ত্রের বীজ বপন করেছিল আল্লাহ তায়ালা তা দূর করে দিলেন এবং শয়তানকে পরাভূত করলেন।শয়তান তাদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পরেও আল্লাহ তাদের তাদেরকে একত্রিত করে দিলেন।ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۡ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۭ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاۗءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, ‘হে আমার পিতা, এই হল আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয় তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়’।(সূরা ইউসুফ :আয়াত ১০০)

ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর কাজের প্রশংসা করে বলেনঃ যদি ইউসুফের মত আমি এত বছর জেল খাটতাম, তারপর আমার কাছে বের হওয়ার আহ্বান আসত তাহলে আমি সে ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতাম। [বুখারীঃ ৬৯৯২, মুসলিমঃ ১৫১] এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলতঃ নিজেকে নম্রভাবে পেশ করে ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এর চেয়ে বেশী কষ্টের শি'আবে আবী তালেবে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও আপোষ করেননি।(তাফসির আবু বকর জাকারিয়া)

আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম দূতকে উত্তর দিলেন, তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ্ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না? এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ ‘আলাইহিস্ সালাম এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন,

আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি; অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ 'আলাইহিস্ সালাম আযীযের গৃহে লালিত-পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। [কুরতুবী]

অতঃপর হযরত ইউসুফ (আঃ) বলেনঃ "আমার উপর আল্লাহ পাকের এটা কম বড় অনুগ্রহ নয় যে, শয়তান আমার ও আমার ভ্রাতাদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে আনয়ন করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা-ই নিপুণতার সাথে করে থাকেন। তিনি ঐ কাজের যথাযোগ্য উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। আর ওটাকে তিনি অতি সহজ করে দেন। বান্দার কিসে কল্যান রয়েছে তা তিনি খুব ভাল রূপেই জানেন। নিজের কাজে, কথায়, ফায়সালায় ও উদ্দেশ্যে তিনি অতি নিপুন।"(তাফসীর ইবনে কাসীর)

"হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেন। সেই সময় তাঁর পিতা-মাতা এবং এগারোটি ভাই সবাই তাঁর সামনে সিজদায় পড়ে যান। তখন তিনি পিতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ "আব্বাজান! দেখুন, এতো দিনে আমার পূর্বের সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হলো। এই হচ্ছে এগারোটি তারকা এবং এই হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র যা আমার সামনে সিজদায় পতিত রয়েছে। তাদের শরীয়তে এটা বৈধ ছিল যে, বড়দেরকে তারা সালামের সাথে সিজদা করতেন। এমন কি হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সমস্ত নবীর উম্মতদের জন্যে এটা জায়েয ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মুহাম্মদিয়াতে (সঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা নিজের পবিত্র সত্ত্বা ছাড়া অন্য কারো জন্যে সিজদাকে বৈধ করেন নাই। বরং তিনি ওটা একমাত্র নিজের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন। হযরত কাতাদা' (রঃ) প্রভৃতি গুরুজনের উক্তির সারমর্ম এটাই।"(তাফসীর ইবনে কাসীর)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমি যদি কাউকে অন্য কোন লোকের প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১১৫৯)

ক্বায়িস ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি (কুফার) আল-হীরা শহরে এসে দেখি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সিজদা করছে। আমি ভাবলাম, (তাহলে তো) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ই সিজদার অধিক হকদার। অতঃপর আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে এসে বলি যে, আমি আল-হীরা শহরে গিয়ে দেখে এসেছি, সেখানকার লোকেরা তাদের নেতাকে সিজদা করে। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনিই তো এর অধিক হকদার যে, আমরা আপনাকে সিজদা করি? তিনি বললেনঃ যদি (মৃত্যুর পর) তুমি আমার ক্বরের পাশ দিয়ে যাও তখন কি তুমি সেটাকে সিজদা করবে? আমি বললাম, না। তিনি বললেনঃ সাবধান! তোমরা এরূপ করবে না। আমি যদি কোন মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে। কেননা আল্লাহ্‌ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১৪০)

আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আলাইহিস সালাম কে সম্মানিত করেছেন। শয়তানের চক্রান্তকে ধুলায় ধূসরিত করেছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামও তার পরিবারের পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহ দান করেছিলেন তিনি তার শুকরিয়া আদায় করেছেন।আমরাও আল্লাহর নিকট ইউসুফ আলাইহিস সালামের শিখানো দোয়া করব। আল্লাহ যেন আমাদের মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করেন এবং নেককারদের সাথে যুক্ত করেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে তার দোয়া উল্লেখ করেছেন,

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ۝

'হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন'।(সূরা ইউসুফ :আয়াত ১০১)

সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও শয়তান

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّاب

সুলাইমান বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল।(সূরা সোয়াদ : আয়াত ৩৫)

সুলাইমান আলাইহিস সালাম ছিলেন দাউদ আলাইহিস সালামের ছেলে। সুলাইমান আলাইহিস সালামের দোয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে এমন একটি রাজত্ব দান করেছিলেন যা আর কাউকে দান করেননি।আল্লাহ তাআলা বাতাস, পশু, পাখি,পিপীলিকা ও জিনদেরকে সুলাইমান আলাইহিস সালামের অনুগত করেছিলেন।সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে তিনি তামা নরম করতে পারতেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম ব্যতীত কারো প্রতি জিনদর এত বেশি অনুগত করা হয়নি। সুলাইমান আলাইহিস সালাম জিন শয়তানদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাতেন। এখানে শয়তান বলতে ইবলিশ নয়,জিন শয়তানদেরকে বোঝানো হয়েছে। শয়তানদের মধ্যে কতক ডুবুরির কাজ করতো,এরা গভীর সমুদ্র থেকে মনি মুক্তা আহরণ করে আনতো। কেউ কেউ প্রাসাদ নির্মাণ করত। আর যারা অবাধ্য হত তাদের শেকলে বন্দী করে রাখতেন। অনেক কাজ তিনি দ্রুত সময়ের মধ্যে জ্বীনদের দিয়ে সম্পাদন করাতেন।
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖٓ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ۭ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ.وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ

"আর আমি সুলায়মানের জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম প্রবল হাওয়াকে, যা তার নির্দেশে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি বরকত রেখেছি। আর আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম।আর শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্য

ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়া অন্যান্য কাজও করত। আর আমিই তাদের জন্য হিফাযতকারী ছিলাম।"(সূরা আম্বিয়া:আয়াত ৮১-৮২)

ۙ وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍۙ. وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَاد

"আর (অনুগত করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শয়তান [জিন] সমূহকেও।আর শেকলে আবদ্ধ আরও অনেককে।"(সূরা সোয়াদ : আয়াত ৩৭-৩৮)

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْر ۙ

"তারা তৈরী করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউযের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। ‘হে দাঊদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমল করে যাও এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ’।"(সূরা সাবা : আয়াত ১৩)

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ وَاِنِّىْ عَلَيْهِ لَقَوِىٌّ اَمِيْن ۙ

"এক শক্তিশালী জিন বলল, ‘আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।"(সূরা নামাল : আয়াত ৩৯)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একটি অবাধ্য জ্বিন এক রাতে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আমার নিকট আসল। আল্লাহ্ আমাকে তার উপর ক্ষমতা প্রদান করলেন। আমি তাকে ধরলাম এবং মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার ইচ্ছে করলাম, যাতে তোমরা সবাই স্বচক্ষে তাকে দেখতে পাও। তখনই আমার ভাই সুলাইমান (‘আঃ)-এর এ দু’আটি আমার মনে পড়লো। হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে না জোটে- (সোয়াদ ৩৫)। অতঃপর আমি জ্বিনটিকে ব্যর্থ এবং লাঞ্ছিত করে ছেড়ে দিলাম। জ্বিন কিংবা মানুষের অত্যন্ত পিশাচ ব্যক্তিকে ইফ্‌রীত বলা হয়। ইফ্‌রীত ও ইফ্‌রীয়াতুন যিব্‌নিয়াতুন-এর মত এক বচন, যার বহু বচন যাবানিয়াতুন।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪২৩)

আবুদ্ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, (একদিন) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করতে দাঁড়ালে আমরা শুনতে পেলাম, তিনি বলেছেনঃ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ “ [অর্থাৎ- আমি তোমার (অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) (আমরা শুনলাম) এরপর তিনি বলছেনঃأُلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ((অর্থাৎ-আমি তাকে লা’নাত করছি যেমন আল্লাহ লা’নাত করেছিলেন)। তিনি এ কথাগুলো তিনবার বললেন। এ সময় (যে সময় তিনি লা’নাত করছিলেন) তিনি হাত বাড়ালেন যেন কিছু ধরতে যাচ্ছেন। সলাত শেষ করলে আমরা তাঁকে বললামঃ হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! (আজ) আমরা সলাতের মধ্যে আপনাকে এমন কিছু কথা বলতে শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কোন দিন বলতে শুনিনি। আর আমরা দেখলাম যে আপনি হাতও বাড়িয়ে দিলেন। (এর কারন কি?) তিনি বললেনঃ আল্লাহর দুশমন ইবলীশ আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করার জন্য দগদগে অগ্নি-শিখা নিয়ে এসেছিল। তাই আমি তিনবারঃ (আরবি) বললাম। এরপর তিনবার (আরবি) বললাম। এ কথাটিও আমি তিনবার বললাম। কিন্তু তবু সে পিছু হটল না। অবশেষে আমি তাকে পাকড়াও করতে ইচ্ছা করলাম | আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আমাদের ভাই নবী সুলায়মান যদি দু’আ না করে থাকতেন তাহলে সে সকাল পর্যন্ত বাঁধা থাকত। আর সকালবেলা মাদীনাবাসীদের ছেলে সন্তানেরা তাকে নিয়ে আনন্দ করত বা মজা করে খেলত। (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১০৯৮)

শয়তান সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর প্রচার করেছে যে সুলাইমান আলাইহি সালাম জাদু দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করতেন। এই অভিযোগ খন্ডন করে আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।"(সূরা বাকারা :আয়াত ১০২)

সাঈদ বিন জুবাইর বলেন, শয়তানদের হাতে যেসব জাদু ছিল সুলাইমান (আঃ) সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের থেকে নিয়ে তার সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখতেন। শয়তানরা সেখানে যেতে সমর্থ হত না। মানুষের নিকট এটা প্রকাশ পেয়ে গেলে। তখন শয়তান বলল: তোমরা কি জান, সুলাইমান কিসের দ্বারা এ রাজ্য পরিচালনা করে? তারা বলল হ্যাঁ, তা হল যা তার সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে। মানুষ তা বের করল এবং তার ওপর আমল শুরু করল। হিজাজবাসী বলল: সুলাইমান এ জাদুর দ্বারা রাজ্য পরিচালনা করত। তখন সুলাইমান (আঃ)-কে জাদুর অপবাদ থেকে মুক্ত করে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াত নাযিল করেন।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

শয়তান সুলায়মান আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে মানুষদেরকে ধোকা দিয়েছিল । কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সুলাইমান আলাইহিস সালামের ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন। তাকে সম্মানিত করেছেন। জাদু শয়তানের কাজ। আর সুলায়মান আলাইহিস সালামের ক্ষমতা আল্লাহ প্রদত্ত মুজিজা। যার মাধ্যমে তিনি জ্বীন শয়তানদেরও নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং প্রয়োজনে শাস্তি দিয়েছেন। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করিয়েছেন। আল্লাহ সকল ক্ষমতার অধিকারী। সর্বোত্তম দাতা।

মূসা আলাইহিস সালাম ও শয়তান

ফেরাউন একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হতে একটি আগুন এসে মিশরের ঘরবাড়ি ও মূল অধিবাসী কিবতিদের জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বনী ইসরাঈলদের কিছু হচ্ছে না । এই স্বপ্ন দেখে ফেরাউন ভীতচকিত অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠল। দেশের বড় বড় জ্যোতিষী ও জাদুকরদের সমবেত করলো। তাদের সম্মুখে স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করলো এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলো। তারা তাকে জানালো যে, অতিসত্বর বনী ইসরাইলের মধ্য হতে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যার হাতে মিশরীয়দের ধ্বংস নেমে আসবে। ফেরাউন স্বপ্নের ব্যাখ্যা শুনে বুঝতে পারলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে একজন পুত্র সন্তান আসবে যার মাধ্যমে তার সম্রাজ্য ধ্বংস হবে। তাই ফেরাউন নির্দেশ দিলো,বনি ইসরাইলের নবজাতক পুত্রদের হত্যা করার জন্য। একদল ধাত্রী এবং সৈন্য নিয়ে নিয়োগ করলো যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবতী মহিলাদের তালিকা করতো এবং তাদের যখন সন্তান জন্মদানের সময় আসত। তারা তাদের নিয়ে আসতো। সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা দেখতো তারা সেটা ছেলে নাকি মেয়ে! যদি ছেলে হতো তাহলে নবজাতককে তার মায়ের সামনেই তাকে হত্যা করত। মেয়ে হলে তাদেরকে ছেড়ে দিত। এভাবে অনেক মা সন্তান হারা হয়ে গেলেন। বনি ইসরাইলে কান্নার রোল পড়ে গেল। বনী ইসরাঈলরা ছিল নির্যাতিত নিপীড়িত জাতি। তারা ফেরাউনের সম্রাজ্যে কর্মজীবী এবং শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো। এভাবে একের পর এক পুত্র সন্তান হত্যার ঘটনা সংঘটিত হলে লোকেরা অভিযোগ করতে লাগলো যে, কর্মী সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই ফেরাউন একটি নতুন নিয়ম জারি করল।সে এক বছর পুত্র সন্তানদের হত্যা করল আরেক বছর ছেড়ে দিল। যে বছর হারুন আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করে সে সময়টাতে নবজাতক পুত্র সন্তানদের হত্যা করা হয়নি। এরপর যখন মূসা আলাইহিস সালামের মা মুসাকে গর্ভে ধারণ করলেন সেই বছরটি ছিল পুত্র সন্তানদের হত্যার বছর। মুসা আলাইহিস সালামের মা তার গর্ভধারণের বিষয়টি এমনভাবে গোপন করলেন যে কেউ তা জানতে পারল না। অতঃপর যখন মুসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহণ করেন, তখন তার মা বিচলিত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তাআলা তার মায়ের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন।আল্লাহ তাআলা তাকে ইলহাম প্রদান করলেন । মুসা আলাইহিস সালামের বাড়িটি ছিল নীলনদের নিকটেই। তাই তিনি সন্তানকে দুধ পান করাতেন তারপর সিন্দুকে ভরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নদীতে

ছেড়ে আসতেন । এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলো। অতঃপর যেদিন ফেরাউনের সৈন্যদের নিকট ধরা পড়ার বিষয়টি প্রবল হল। তিনি তাকে নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। মাতার আদেশে মুসা আলাইহিস সালামের বড় বোন সিন্দুক টি অনুসরণ করতে লাগল নদীর কিনারা ধরে। সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে ফেরাউনের ঘাটে গিয়ে ভিড়লো। দাসীরা তা দেখতে পেয়ে আসিয়া আলাইহিস সালামের নিকট নিয়ে গেল। তিনি সিন্দুকটি খুলে দেখতে পেলেন তার ভিতরে ফুটফুটে নবজাতক মুসা আলাইহিস সালাম। কিন্তু ফেরাউন তাকে বনি ইসরাঈলের সন্তান ভেবে হত্যা করতে চাইলো। আসিয়া আলাইহিস সালাম তাকে তা করতে দিলেন না। তাদের কোন সন্তান ছিল না।আসিয়া আলাইহিস সালাম তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে চাইলেন। ফেরাউনও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা মুসা আলাইহিস সালামের চেহারার মধ্যে মমতা,নূর ঢেলে দিয়েছিলেন। অতঃপর আছিয়া আলাইহিস সালাম মুসা আলাইহিস সালাম এর জন্য একজন ধাত্রী নিয়োগের আদেশ দিলেন। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালাম কোন ধাত্রীর দুধ পান করলেন না। দূর থেকে মূসা আলাইহিস সালামের বড় বোন এইসব কিছু প্রত্যক্ষ করছিল। তখন তিনি তাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের এমন এক পরিবারের সন্ধান দিতে পারি যার দুধ সে পান করবে। অতঃপর সে মূসা আলাইহিস সালামের মাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে আসলো।মুসা আলাইহিস সালাম তার মায়ের দুধ পান করলেন।তার মায়ের অন্তরও প্রশান্ত হলো।আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামের মায়ের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। যে সন্তানের ভয়ে মূসা আলাইহিস সালামের পিতা মাতা আতঙ্কিত ছিল, তাকে তারই শত্রুর ঘরে সুন্দরভাবে প্রতিপালিত হতে দেখে তারা খুশি হলেন । ফেরাউন চক্রান্ত করেছিল আর আল্লাহও কৌশল করলেন। আর আল্লাহ হলেন সর্বোত্তম কৌশলী।মুসা আলাইহিস সালাম শান শওকতের মধ্যে বড় হতে লাগলেন। ফেরাউনের স্ত্রী ও তাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দান করলেন। তখন মুসা আলাইহিস সালাম প্রত্যক্ষ করলেন যে, ফেরাউন রাজ্যে তার একটি একক রাজনৈতিক কর্তৃত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে এবং বনী ইসরাঈলদেরকে দুর্বল করে রেখেছে। বনী ইসরাইলের শিশুদেরকে সে হত্যা করছে এবং বনি ইসরাইলদের মধ্যে দিন দিন কষ্ট হাহাকার বেড়েই চলেছে। এমতবস্থায়, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলেন এবং বনি ইসরাইলদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। একদিন মুসা আলাইহিস সালাম শহরে দুপুরের সময়

বেড়াতে বের হলেন। শহরের অধিবাসীরা তখন বিশ্রাম নিচ্ছিল, নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। এমন সময় দুই ব্যক্তিকে তিনি লড়তে দেখলেন। একজন ছিল কিবতি বংশের অন্যজন বনি ইসরাঈলের।ইসরাঈলী তাঁর নিকট এসে কিবতীর অত্যাচারের অভিযোগ করল , যার ফলে তাঁর ক্রোধ এসে যায়।তাই তিনি কিবতি বংশের লোকটিকে একটি ঘুষি মারেন।এতেই লোকটি মারা গেল। মুসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা অনেক শক্তিশালী করেছিলেন। কিন্তু লোকটিকে হত্যা করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। মূসা আলাইহিস সালাম তখন বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু।অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন ।আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই ঘটনাটি উল্লেখ করে বলেন,

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۖ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ

"আর সে শহরে প্রবেশ করল, যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। তখন সেখানে সে দু'জন লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত অবস্থায় পেল। একজন তার নিজের দলের এবং অপরজন তার শত্রুদলের। তখন তার নিজের দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। অতঃপর মূসা তাকে ঘুষি মারল ফলে সে তাকে মেরে ফেলল। মূসা বলল, 'এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে পথভ্রষ্টকারী প্রকাশ্য শত্রু'।"(সূরা কাসাস:আয়াত ১৫)

কিবতী লোকটিকে হত্যা করা শয়তানের কারসাজী ছিল। কারণ, যে স্থানে মুসলিম এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি যা অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচারণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। [ফাতহুল কাদীর] সারকথা এই যে, কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্তু মূসা আলাইহিসসালাম তাকে প্রাণে মারার ইচ্ছা করেননি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার যুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন।

এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। [ফাতহুল কাদীর] মুসা আলাইহিসসালাম অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কারসাজী আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।(তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া)

শয়তান মুসা আলাইহিস সালামকে আবারো ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে করে। মুসা আলাইহিস সালাম একবার বনি ইসরাইলদের মধ্যে বক্তৃতা করছিলেন। এমন সময় একজন তাকে প্রশ্ন করলেন,হে মুসা, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। আল্লাহ তাআলা তাকে সতর্ক করলেন। কেননা তিনি ইলমকে আল্লাহর দিকে সোপার্দ করেননি। আল্লাহ তায়ালা ওহি প্রেরণ করলেন যে, একজন ব্যক্তি আছে যে তার থেকেও জ্ঞানী। এ কথা শুনে মুসা আলাইহিস সালাম তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন। তিনি আল্লাহকে বললেন, কিভাবে তার সাক্ষাৎ পাবো? আল্লাহ বললেন, তোমরা একটি মাছ নিয়ে যাও, যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে সেখানেই তোমরা তাকে পাবে। অতঃপর মুসা আলাইহিস সালাম তার সাথে সাক্ষাতের জন্য ইউশা ইবনু নুনকে সাথে নিয়ে চললো। তারা একটি থলিতে মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তারা একটি পাথরের ওপর শুয়ে বিশ্রাম নিলো আর সেখানেই মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে সুরঙ্গ করে চলে গেল। ইউশা ইবনু নুন তা দেখলেন। তিনি তাতে আশ্চর্যান্বিত হলেন। বাকিদিন এবং রাতভর তারা পথ চললেন। পরের দিন মূসা আলাইহিস সালাম ক্লান্তি অনুভব করলেন ও ক্ষুধার্ত হলেন। তিনি ইউশা ইবনু নুনকে খাবার নিয়ে আসতে বললেন । তখন ইউশা ইবনু নুন তাকে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যখন আমরা পাথরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম তখন মাছটি সমুদ্রের মধ্যে রাস্তা করে চলে গিয়েছে। শয়তান আমাকে তা স্মরণ করতে ভুলিয়ে দিয়েছে। অতঃপর তারা পদচিহ্ন ধরে সেই জায়গায় ফিরে গেল। সেখানে এক ব্যক্তি পাথরের উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। তিনিই ছিলেন তাদের প্রত্যাশিত ব্যক্তি, খিজির আলাইহিস সালাম।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۚ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا

সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যখন আমরা পাথরটিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটি হারিয়ে ফেলি। আর আমাকে তা স্মরণ করতে ভুলিয়েছে কেবল শয়তান এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে'।(সূরা কাহাফ:আয়াত ৬৩)

শয়তান ইউশা ইবনু নুনকে মাছের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন,ফলে তিনি মুসা আলাইহিস সালামকে তা জানাতে পারেননি। তাই খিজির আলাইহিস সালামের সাক্ষাৎ পেতে তাদের কিছুটা বিলম্ব হয়েছে। এই ঘটনাটি একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মূসা ('আঃ) একদা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তিনি বললেন, 'আমি সবচেয়ে জ্ঞানী।' মহান আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে দিলেন। কেননা তিনি 'ইলমকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ করেন নি। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিকট এ ওয়াহী প্রেরণ করলেনঃ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার বান্দাদের মধ্যে এক বান্দা রয়েছে, যে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনি বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে তার সাক্ষাৎ পাব?' তখন তাঁকে বলা হল, থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নাও। অতঃপর যেখানে সেটি হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। অতঃপর তিনি ইউশা 'ইব্নু নূনকে সাথে নিয়ে যাত্রা করলেন। তাঁরা থলের মধ্যে একটি মাছ নিলেন। পথিমধ্যে তাঁরা একটি বড় পাথরের নিকট এসে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। তারপর মাছটি থলে হতে বেরিয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের মত পথ করে সমুদ্রে চলে গেল। এ ব্যাপারটি মূসা ('আঃ) ও তাঁর খাদিম এর জন্য ছিল আশ্চর্যের বিষয়। অতঃপর তাঁরা তাদের বাকী দিন ও রাতভর চলতে থাকলেন। পরে ভোরবেলা মূসা তাঁর খাদিমকে বললেন, 'আমাদের নাস্তা নিয়ে এস, আমরা আমাদের এ সফরে খুবই ক্লান্ত, আর মূসা ('আঃ) কে যে স্থানের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে স্থান অতিক্রম করার পূর্বে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। তারপর

তাঁর সাথী তাঁকে বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন পাথরের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম?' মূসা ('আঃ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই খোঁজ করছিলাম।' অতঃপর তাঁরা পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। তাঁরা সেই পাথরের নিকট পৌঁছে দেখতে গেলেন, এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা ('আঃ) তাঁকে সালাম দিলেন। তখন খাযির বললেন, এ দেশে সালাম কোথা হতে আসল! তিনি বললেন, 'আমি মূসা।' খাযির প্রশ্ন করলেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা ('আঃ)?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য আমি কি আপনাকে অনুসরণ করতে পারি?' খাযির বললেন, "তুমি কিছুতেই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা ('আঃ)! আল্লাহর 'ইলমের মধ্যে আমি এমন এক 'ইলম নিয়ে আছি যা তিনি কেবল আমাকেই শিখিয়েছেন, যা তুমি জান না। আর তুমি এমন 'ইলমের অধিকারী, যা আল্লাহ তোমাকেই শিখিয়েছেন, তা আমি জানি না।" 'মূসা ('আঃ) বললেন, "আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার আদেশ অমান্য করব না। অতঃপর তাঁরা দু'জন সমুদ্র তীর দিয়ে চলতে লাগলেন, তাদের কোন নৌকা ছিল না। ইতোমধ্যে তাদের নিকট দিয়ে একটি নৌকা যাচ্ছিল। তাঁরা নৌকাওয়ালাদের সাথে তাদের তুলে নেয়ার কথা বললেন। তারা খাযিরকে চিনতে পারল এবং ভাড়া ব্যতিরেকে তাঁদের নৌকায় তুলে নিল। তখন একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে একবার কি দু'বার সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। খাযির বললেনঃ 'হে মুসা ('আঃ) ! আমার এবং তোমার জ্ঞান (সব মিলেও) আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম।' অতঃপর খাযির নৌকার তক্তাগুলোর মধ্য থেকে একটি খুলে ফেললেন। মূসা ('আঃ) বললেন, এরা আমাদের বিনা ভাড়ায় আরোহণ করিয়েছে, আর আপনি আরোহীদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন?' খাযির বললেন, "আমি কি বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না?" মূসা ('আঃ) বললেন, 'আমার ত্রুটির জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অধিক কঠোর হবেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, এটা মূসা ('আঃ) এর প্রথমবারের ভুল। অতঃপর তাঁরা দু'জন (নৌকা থেকে নেমে) চলতে লাগলেন। (পথে) একটি বলক অন্যান্য বালকের সাথে খেলা করছিল। খিযির তার মাথার উপর দিক দিয়ে ধরলেন এবং হাত দিয়ে তার মাথা ছিন্ন করে ফেললেন। মূসা ('আঃ) বললেন, 'আপনি হত্যার অপরাধ ছাড়াই একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন?' খিযির

বললেন “আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সঙ্গে কখনো ধৈর্য ধরতে পারবে না?” “তারপর আবারো চলতে লাগলেন; চলতে চলতে তারা এক গ্রামের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের নিকট খাদ্য চাইলেন কিন্তু তারা তাঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর সেখানে তাঁরা ধ্বসে যাওয়ার উপক্রম এমন একটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। খাযির তাঁর হাত দিয়ে সেটি দাঁড় করে দিলেন। মূসা (‘আঃ) বললেন, “আপনি ইচ্ছে করলে এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন, ‘এখানেই তোমার আর আমার মধ্যে সম্পর্কের অবসান।” (সূরা কাহফঃ ৭৭-৭৮) ; নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তা’আলা মূসার উপর রহম করুন। আমাদের কতই না মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো যদি তিনি সবর করতেন, তাহলে আমাদের নিকট তাঁদের আরো ঘটনাবলী বর্ণনা করা হতো।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১২২)

আইয়ুব আলাইহিস সালামের যন্ত্রনা ও কষ্ট

আল্লাহ তায়ালা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন।কিন্তু তিনি আল্লাহ নিকট কোন অভিযোগ করেননি বরং তিনি তার কষ্ট ও দুঃখের বিষয়টি শয়তানের দিকে ধাবিত করেছেন । পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ۝

"আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, ‘শয়তান তো আমাকে কষ্ট ও আযাবের ছোঁয়া দিয়েছে’।"(সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৪১)

শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে’ অর্থাৎ আইয়ুব (আঃ) দীর্ঘ দিন অসুস্থ্য ও কষ্ট ভোগ করার বিষয়টি শয়তানের দিকে সম্বন্ধ করেছেন, আল্লাহ তা‘আলার দিকে নয়। এটা তিনি করেছেন আল্লাহ তা‘আলার প্রতি শিষ্টাচারের দিকে লক্ষ্য রেখে। কেননা শয়তান নাবীদের ওপর কোন ক্ষমতা রাখে না। এমনকি কোন নেক্কার বান্দাকেও শয়তান পথভ্রষ্ট করতে পারে না, তবে সে ধোঁকা দিতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে, যা আল্লাহ তা‘আলার হুকুম ব্যতীত কার্যকর হয় না।(তাফসীর ফাতহুল মাজীদ)

দীর্ঘদিন কষ্টের মধ্যে থাকার পর আইয়ুব আলাইহিস সালাম তার রব কে আহবান করে বলেছেন, তিনি দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হয়েছেন। আর আল্লাহর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।আইয়ুব আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছেন যেন আল্লাহ তার দুঃখ কষ্ট দূর করে দেন। আল্লাহ তায়ালা তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তার দুঃখ কষ্ট দূর করেছেন।তিনি আয়ুব আলাইহিস সালামকে তার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত করতে বললেন । আঘাতের ফলে তার জন্য ঝরনা নির্গত হয় । আইয়ুব আলাইহিস সালাম তা থেকে পানি পান করলেন এবং গোসলের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করলেন । অতঃপর আল্লাহ তার পরিবার পরিজনকে তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন দ্বিগুণ করে। এটা ছিল তার প্রতি আল্লাহর রহমত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَۚ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَیْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِیْنَ۝

"আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার রবকে আহবান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ।"(সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৩-৮৪)

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِی الْاَلْبَابِ۝

[আমি বললাম], 'তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর, এ হচ্ছে গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়'।আর আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সাথে তাদের অনুরূপ অনেককে।(সূরা সোয়াদ :আয়াত ৪২-৪৩)

প্রত্যেক নবী-রাসূলগণকে আল্লাহতালা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন এবং সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু আইয়ুব আলাইহিস সালামের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে তার ধৈর্যশীল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ।সূরা ছোয়াদে আল্লাহ বলেন,

اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ

'নিশ্চয় আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা'।(সূরা সোয়াদ :আয়াত ৪৪)

আইয়ুব আলাইহিস সালাম শুধু ধৈর্যশীল ছিলেন না,বরং আল্লাহ তাকে উত্তম বান্দা হিসেবেও আখ্যায়িত করেছেন। আইয়ুব আলাইহিস সালাম যখন কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে হয়েছিলেন তখনও আল্লাহর প্রতি শিষ্টাচার বজায় রেখেছেন। তার বিপদের বিষয়টি, কষ্টের বিষয়টি শয়তানের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অনুগ্রহ দান করেছেন। তাকে সুস্থতার নিয়ামত ও দ্বিগুণ পরিবার-পরিজন প্রদান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বোত্তম আরোগ্যদাতা ও রিজিকদাতা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও শয়তান

আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, ' শয়তানের প্ররোচনা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আমার নিকট আশ্রয় চাও। তোমার পূর্বে নবীগণের সাথেও শয়তান এরূপ আচরণে করেছে। শয়তান যদি তোমাকে কোন কিছু ভুলিয়ে দেয় তাহলে যখনই আল্লাহর কথা স্মরণ হবে তখন আল্লাহর দিকে ফিরে এসো।'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন এবং রাসুলের মাধ্যমে তার উম্মতের সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

"আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"(সূরা আরাফ: আয়াত ২০০)

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য

তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।(সূরা নাহাল আয়াত ৬৩-৬৪)

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।(সূরা আনআম : আয়াত ৬৮)

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ. وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

আর বল, ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’।আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।’(সূরা মুমিনুন, আয়াত ৯৭-৯৮)

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।" (সূরা ফুসসিলাত : আয়াত ৩৬)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

"বল, ‘আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে,তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়,
আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে,
আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে’।" (সূরা ফালাক :আয়াত ১-৫)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ. مَلِكِ النَّاسِۙ. اِلٰهِ النَّاسِۙ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ۙ الْخَنَّاسِ. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۠ۙ۬ۙ

বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব,মানুষের অধিপতি,মানুষের ইলাহ-এর কাছে,কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে।যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।জিন ও মানুষ থেকে।(সূরা নাস :আয়াত ১-৬)

প্রত্যেক আদম শয়তানের সাথে শয়তান থাকে কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চেয়েছেন। আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন ।

একদা রাত্রি বেলায় আয়েশা (রাঃ) সতীনদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন,“আয়েশা! তোমাকে তোমার শয়তান ধরেছে।” আয়েশা বললেন, ‘আপনার কি শয়তান নেই?’ তিনি বললেন, এমন কোন আদম-সন্তান (আদমী বা মানুষ) নেই, যার শয়তান নেই। আয়েশা বললেন, ‘আর আপনি হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “আর আমিও। তবে আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দুআ করেছি, তাই আমি নিরাপদ থাকি।”
(হাদিস সম্ভার, হাদিস নং ৬৯)

শয়তান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূপ ধারণ করতে পারে না।তাই কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখে তাহলে সে সত্যিই তাকে দেখেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে যেন আমাকেই দেখল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।
(শামায়েলে তিরমিযি, হাদিস নং ৩১৩)

শয়তান যেখানে উপস্থিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে অবস্থান করেন না।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে বসা ছিলেন। এ সময় এক লোক আবূ বাকর (রাঃ) কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু আবূ বাকর (রাঃ) কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। অতঃপর পুনরায় সে আবূ বাকর (রাঃ) কে গালি দিলো এবং কষ্ট দিলো, কিন্তু তিনি কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার সে আবূ বাকর (রাঃ) কে গালি এবং কষ্ট দিলে এবার তিনি তার প্রতিশোধ নিলেন। আবূ বাকর (রাঃ) যখন প্রতিশোধ নিলেন তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উঠে দাঁড়ালেন। আবূ বাকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহি ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আসমান হতে একজন ফেরেশতা নেমে ছিলেন এবং তোমার পক্ষ হয়ে জবাব দিচ্ছিলেন। কিন্তু যখন তুমি তার প্রতিশোধ নিলে তখন শয়তান এখানে উপস্থিত হয়েছে। শয়তান এখানে উপস্থিত হওয়ায় আমি আর বসতে পারি না।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৮৯৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানের অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছে। কেননা শয়তান মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে।

মুতাররিফ (র) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমার পিতা বললেন, আমি আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (সাঃ)-এর কাছে গেলাম। লোকেরা (রাসূলকে) বললো, আপনি আমাদের সাইয়েদ (নেতাবারানী)। তিনি বললেনঃ সাইয়েদ তো হচ্ছেন আল্লাহ। লোকেরা বললো, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড়। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমরা নিজেদের কথা বলো এবং শয়তান যেন তোমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করতে পারে ।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ২১০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুকালে শয়তানের প্রভাব থেকে আশ্রয় চেয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন।

আবুল ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ দু’আ করতেনঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ হতে আশ্রয় চাই, আশ্রয় চাই গহ্বরে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ হতে, আমি আপনার নিকট হতে আশ্রয় চাই পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ হতে এবং অতি বার্ধক্য হতে। আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শাইত্বানের প্রভাব হতে, আমি আশ্রয় চাই আপনার পথে জিহাদ থেকে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা হতে এবং আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই বিষাক্ত প্রানীর দংশনে মৃত্যুবরণ হতে। ”
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৫৫২)

সালাতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাতে সলাতের জন্য দন্ডায়মান হলে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর এ দু‘আ পড়তেনঃ “সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা‘আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।” অতঃপর তিনবার “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” ও তিনবার “আল্লাহু আকবার কাবীরান” বলার পর “আ‘উযু বিল্লাহিস সামি‘ইল-‘আলীমি মিনাশ-শাইত্বানির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি” বলতেন। তারপর ক্বিরাআত পাঠ করতেন।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৭৭৫)

আল্লাহ তাআলা নবীজিকে শয়তানের ওপর ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ গত রাতে একটা অবাধ্য জ্বিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। যেন সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছা

করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোর বেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান ('আঃ)–এর এই উক্তি আমার স্মরণ হলো, "হে প্রভু! আমাকে এমন রাজত্ব দান কর, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়"- (সূরা সোয়াদ ৩৮/৩৫)। (বর্ণনাকারী) রাওহ্ (রহঃ) বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই শয়তানটিকে অপমানিত করে ছেড়ে দিলেন।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৬১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা শয়তানের প্ররোচনা ও আধিপত্য থেকে রক্ষা করেছেন।শয়তানের উপর নবীজির কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন।নবীজির মাধ্যমে আমাদেরকে শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় শিখিয়েছেন। আমরাও সর্বাবস্থায় রাসূলের শেখানো পদ্ধতি ও পন্থায় আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করব।

বদর যুদ্ধে সুরাকাহ ইবনু মালিক

বদরের যুদ্ধে ইবলিশ শয়তান নিজে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল।সে সুরাকাহ ইবনু মালিকের রূপ ধারণ করেছিল। সে কুরাইশদের বলল, 'আজকে তুমরা বিজয়ী হবে এবং আমি তোমাদের সাথেই আছি।' কিন্তু যখন মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, তখন মুসলিমদের সাহায্যে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের পাঠালেন। তখন শয়তান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করল।পলায়নরত অবস্থায় মুশরিকরা তাকে প্রশ্ন করল,' কেন আপনি আমাদের থেকে পলায়ন করছেন? আপনি তো আমাদেরকে কথা দিয়েছিলেন।' তখন সে তাদেরকে বললো, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। আমি যা দেখছি তোমরা তা দেখছো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ কঠিন আজব দাতা।'

সফিউর রহমান মুবারকপুরী তার সিরাত গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতুম' এ এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "সর্বাত্মক প্রস্তুতি সহকারে মক্কা সেনাবাহিনী যখন অগ্রগমনে উদ্যত এমতাবস্তায় কুরাইশদের মনে পড়ে গেল বনু বাকর গোত্রের কথা। বনু বাকর গোত্রের সঙ্গে তখন তারা ছিল যুদ্ধরত। এ কারণে তাদের আশঙ্কা হলো যে,হয়তো বনু বাকর পিছনে থেকে তাদের আক্রমণ করবে এবং ফলে দু' জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে তাদের নিপতিত হতে হবে। এ ধারণা তাদেরকে যুদ্ধের সংকল্প থেকে বিরত রাখার মতো মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। কিন্তু এমন সময় অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তান বনু কিনানাহ গোত্রের নেতা সুরাকাহ ইবনু মালিক ইবনু জু'শুম মুদলিজির রূপ ধরে প্রকাশিত হলো এবং বলল, আমিও তোমাদের বন্ধু আমি তোমাদের নিকট এ বিষয়ে জামিন হচ্ছে যে, 'বনু কিনানাহ তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না কিংবা কোন অশোভনীয় কাজও করবে না। সুরাকাহ ইবনু মালিকরূপী অভিশপ্ত ইবলিশ শয়তান বনু কিনানাহর ব্যাপারে জামিন হওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় কুরাইশগণ আশঙ্কামুক্ত হয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল।ইবলিশ তাদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রেই ছিল, সে মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়নি । কিন্তু যখন সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাগণের ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল তখন সে পেছনে ফিরে পলায়ন করতে লাগলো। কিন্তু হারিস বিন হিশাম তাকে আটকে রাখল। তার বিশ্বাস ছিল যে, সে প্রকৃতই সুরাকাহ। কিন্তু ইবলিশ তার বুকে এত জোরে ঘুষি মারল যে, সে মাটিতে পড়ে গেল।

ইবলিশ সেখান থেকে পলায়ন করলো। মুশরিকগণ বলতে লাগলো, সুরাকাহ কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বল নি যে, তুমি আমাদের সাহায্য করবে এবং কখনোই আমাদের থেকে পৃথক হবে না'। একথা শোনার পর ইবলিশ বলল,' আমি যা দেখছি, তোমরা তা দেখছ না। আল্লাহকে আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে। তিনি কঠিন শাস্তির মালিক। এরপর সে পলায়ন করে সমুদ্রের ভিতরে যেতে থাকলো।" (আর রাহিকুল মাখতুম)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّىْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّىْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"আর যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলসমূহ সুশোভিত করল এবং বলল, ‘আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের উপর কোন বিজয়ী নেই এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী’। অতঃপর যখন দু’দল একে অপরকে দেখল, তখন সে পিছু হটল এবং বলল, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠিন আযাবদাতা’।"(সূরা আনফাল : আয়াত ৪৮)

উরওয়া ইবনে যুবাইর (রাঃ) বলেন যে, যখন কুরায়েশরা মক্কা থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করে তখন তাদের বানু বকরের যুদ্ধের কথা স্মরণ হয়ে যায় যে, হয়তো তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তারা মক্কার উপর আক্রমণ করে বসবে। কাজেই তারা তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে উদ্যত হয়েছিল । ঐ সময়েই অভিশপ্ত ইবলীস সুরাকার রূপ ধারণ করে তাদের কাছে আসে। ঐ সুরাকা ছিল বানু কিনানা গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক। এই সুরাকার রূপ ধারণকারী শয়তান করায়েশদেরকে বলতে শুরু করলোঃ “আমার কওমের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তোমরা তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে এবং মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার জন্যে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যাও।” এ কথা বলে সেও তাদের সাথে চললো। প্রতিটি মনজিলেই কুরায়েশরা সুরাকারূপী শয়তানকে দেখতে পাচ্ছিল। তাদের সবারই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সুরাকা স্বয়ং তাদের সাথে থাকবে। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। তখন সেই বিতাড়িত শয়তান পলায়ন

করলো। হারিস ইবনে হিশাম অথবা উমাইর ইবনে অহাব তাকে যেতে দেখে চেঁচিয়ে বললোঃ “হে সুরাকা! তুমি কোথায় পালিয়ে যাচ্ছ?” সুরাকারূপী শয়তান তাকে মৃত্যু ও জাহান্নামের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়েই গেল। কেননা, সে আল্লাহর সৈনিক ফেরেশতাদেরকে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আসতে দেখেছিল। পালাবার সময় সে স্পষ্টভাবে বলে গেলঃ “তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না।” ঐ কথায় নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী ছিল। তারপর সে বললোঃ “আমি আল্লাহকে ভয় করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।" সে জিবরাঈল (আঃ)-কে ফেরেশতাদের সাথে অবতীর্ণ হতে দেখে বুঝতেই পেরেছিল যে, তাদের সাথে মুকাবিলা করার শক্তি তার নিজেরও নেই এবং মুশরিকদেরও নেই। সে যে আল্লাহকে ভয় করার কথা বলেছিল তাতে সে মিথ্যাবাদী ছিল। ওটা ছিল শুধু তার মুখের কথা। প্রকৃতপক্ষে তার মুকাবিলা করার শক্তিই ছিল না।এটাই হচ্ছে আল্লাহর এই শত্রুর অভ্যাস যে, সে মানুষকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করে এবং সত্যের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করে দেয়। অতঃপর সে গা ঢাকা দেয়।(তাফসির ইবনে কাসির)

বদর যুদ্ধে শয়তানের অপমানিত হওয়ার ঘটনাটি হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে। তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ্ ইবনু কারীয (র) থেকে বর্ণিতঃ"রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আরাফাতের দিন হতে বেশি আর কোনদিন শয়তানকে লাঞ্ছিত, অপমানিত এবং রাগান্বিত হতে দেখা যায়নি। কারণ এই দিন সে আল্লাহ্ তা’আলার অপার রহমত নাযিল হতে এবং বড় বড় গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যেতে দেখতে পায়। বদর যুদ্ধের দিনও তার ঐ অবস্থা হতে দেখা গিয়েছিল। কেউ জিজ্ঞেস করল বদরের দিন সে কি দেখেছিল? রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ঐ দিন সে জিবরাঈল (আ)-কে ফেরেশতা বাহিনীকে কাতারবন্দী করতে দেখেছিল।”(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদিস নং ৯৪০)

বদর যুদ্ধে শয়তান সুরাকার রূপ ধরে প্রকাশ্যে কুরাইশদের কুমন্ত্রণা দিতে এসেছিল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আগ্রহ যেন তারই প্রবল ছিল। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করে সে তার আসল স্বভাব প্রকাশ করে পালিয়ে গেল।সেই মুশরিকদের কুমন্ত্রণা দিয়ে প্ররোচিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে এনেছিল। অতঃপর যখন তারা বিপদে পতিত

হলো, যুদ্ধক্ষেত্রে হার নিশ্চিত হল। তখন শয়তান নিজেকে মুক্ত করে নিলো,সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন পরে পালিয়ে গেল।

উহুদ যুদ্ধে শয়তান

উহুদ যুদ্ধের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের নেতৃত্বে ৫০ জনের সমন্বয়ে একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। এই তীরন্দাজ বাহিনীকে তিনি 'জাবালে আইনাইন' বর্তমানে 'জাবালে রুমাত' নামক পর্বতের মাঝে যে গিরিপথ রয়েছে সেখানে কুরাইশদের মোকাবেলায় নিযুক্ত করেন। যাতে কুরাইশরা পেছন দিক থেকে মুসলমানদের আক্রমণ করতে না পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আদেশ করেছেন যেন তারা কিছুতেই তাদের অবস্থান ত্যাগ না করে। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধে জয়লাভ করেন অথবা পরাজিত হন কোন অবস্থাতেই তীরন্দাজ বাহিনী যেন সেখান থেকে সরে না আসে। মুসনাদে আহমাদে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরন্দাজের অধিনায়ককে বললেন," তীরের মাধ্যমে ঘোড়ার বাহিনীকে আমাদের থেকে দূরে রাখবে। তারা যেন পেছন থেকে কোনক্রমেই আমাদেরকে আক্রমণ করতে না পারে। সাবধান, আমাদের জয় পরাজয় জয় হোক না কেন তোমাদের দিক থেকে যেন আক্রমণ না হয়। তোমরা আমাদের পেছন দিক রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখো যে আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও যে আমরা গনিমতের মাল একত্রিত করছি তখনও তোমরা আমাদের সাথে আসবে না।
বুখারীতে এসেছে, রাসুল সাঃ বলেছেন," তোমরা যদি দেখো যে আমাদের মাথার উপর পাখির ছো মারছে। তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা ছাড়বে না যে পর্যন্ত আমি তোমাদের কোন সংবাদ না পাঠাই। আর যদি দেখতে পাও যে আমরা শত্রুকে পরাজিত করেছি এবং তাদেরকে পদদলিত করছি তবুও তোমরা নিজেদের জায়গা থেকে সরবে না যে পর্যন্ত আমি তোমাদের কোন সংবাদ না পাঠাই।"
এরপর উহুদ যুদ্ধ শুরু হয়। বীর বিক্রমে মুসলিমরা কুরাইশ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে যায়। যুদ্ধে কুরাইশদের অবস্থা শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। যখন তাদের পরাজয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন মুশরিক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে শুরু করে। এই

মুহূর্তে তীরন্দাজ বাহিনীরা যখন মুশরিক বাহিনীকে পলায়ন করতে দেখে তখন তারা গনিমত সংগ্রহের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং গনিমত সংগ্রহ করতে শুরু করে। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) তাদেরকে বাধা দেয়, রাসুলের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু তারা বলে যে,' আমাদের জয় হয়েছে। সুতরাং আমরা এখন কেন বসে থাকবো?' কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু নয়জন তীরন্দাজ কে নিয়ে রাসুলের নির্দেশ পালন করে যান। এবং পরবর্তীতে খালিদ বিন ওয়ালিদ (তখন পর্যন্ত তিনি মুসলিম হননি) সুযোগ পেয়ে গিরিপথ দিয়ে হামলা করে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সহযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করে। হঠাৎ পেছন থেকে আক্রমণের ফলে মুসলিম বাহিনীও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।আচমকা এই ঘটনা ঘটায় অনেকেই যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে, কেউ মদিনায় প্রবেশ করে, কেউ পাহাড়ের উপর উঠে আশ্রয় নেয় আবার কেউ কেউ মুশরিকদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। যখন এভাবে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় তখন মুসলিমরা একে অন্যকে চিনতে সক্ষম হয় না। ফলে অনেক মুসলিম সাহাবী মুসলিমের হাতেই নিহত হয়। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, উহূদ যুদ্ধে মুশরিকরা যখন পরাস্ত হল তখন অভিশপ্ত ইবলিস চীৎকার করে বলল, হে আল্লাহর বান্দারা! তোমাদের পেছনে আরেকটি দল আসছে। তখন অগ্রসেনারা পেছনে ফিরলে তাদের ও পশ্চাদভাগের মধ্যে পরস্পর সংঘর্ষ হল। হুযাইফাহ (রাঃ) দেখতে পেলেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামন (রাঃ)-এর সম্মুখীন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা! (ইনি তো) আমার পিতা। বর্ণনাকারী ('আয়িশাহ) বলেন, আল্লাহর কসম! এতে তাঁরা তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হল না। তখন হুযাইফাহ (রাঃ) বললেন, আল্লাহ আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিন। (বর্ণনাকারী) 'উরওয়াহ (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর সঙ্গে মিলনের পূর্ব পর্যন্ত হুযাইফাহ (রাঃ)-এর মনে এ ঘটনার অনুতাপ বাকী ছিল।(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪০৬৫)

আল্লাহ তায়ালা সূরা আলে ইমরানে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মুসলিমদের পলায়নের উদ্দেশ্য ছিল না কিন্তু বিক্ষিপ্ত আক্রমণের ফলে তারা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল।শয়তানই মূলত তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল।কিন্তু মুসলিমদের এই পদস্থলনকে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ۝

"নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল, শয়তানই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৫)

এখন আল্লাহ পাক খাটি মুসলমানদের পদস্খলনের বর্ণনা দিচ্ছেন যা মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাদের দ্বারা সাধিত হয়েছিল। শয়তানই তাদের এ পদস্খলন ঘটিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল তাদের কর্মেরই ফল। তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অবাধ্যও হতো না এবং তাদের পদগুলো টলমলও করতো না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমার যোগ্য মনে করতঃ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের কাজই হচ্ছে ক্ষমা করে দেয়া।(ইবনে কাসির)

বিভিন্ন জাতিকে ধোকা প্রদান

আল্লাহ তায়ালা পূর্বে অনেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের প্রতি ক্ষুধা,দরিদ্রতা এবং বিভিন্ন রোগ দিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহকে ডাকে। নমনীয় হয়ে নতি স্বীকার করে। কিন্তু তারা মূলত বিনীত হয়নি, তারা যে কাজ করত শয়তান তাদের নিকট শোভনীয় করে তুলল। ফলে তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।অতঃপর আল্লাহতালা তাদের উপর নিয়ামতের দরজা খুলে দিলেন।দুনিয়ার সান শওকত আর বিলাসিতার মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। ফলে তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তখন হঠাৎ আল্লাহ তায়ালার আজাব তাদের পাকড়াও করে। ফলে তারা হতাশ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذْنٰهُمْ بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ. فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ ؕ حَتّٰٓى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ۝

"আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে।সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা উৎফুল্ল হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল।"(সূরা আনআম : আয়াত ৪২-৪৪)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ "যার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যায় সে এ কথা চিন্তাই করে না যে, এটাও আল্লাহ পাকের একটা পরীক্ষামূলক নীতি, পক্ষান্তরে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় সেও এটা চিন্তা করে না যে, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কা'বার প্রভুর শপথ! যখন আল্লাহ তা'আলা পাপীকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিতে ডুবিয়ে দেন।

কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা কোন কওমকে ততক্ষণ পর্যন্ত পাকড়াও করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সুখ সাগরে নিমগ্ন না হয়েছে। প্রতারিত হয়ো না। ফাসিক ও পাপী লোকেরাই প্রতারিত হয়ে থাকে।

ইবনুল আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ "যখন তোমরা কাউকে দেখতে পাও যে, সে আল্লাহর নাফরমানী করছে, অথচ আল্লাহ তাকে পার্থিব সুখ-সম্পদে ডুবিয়ে রেখেছেন তখন তুমি বিশ্বাস করে নাও যে, এটা ছিল আল্লাহ পাকের তাকে ঢিল দেয়ার সময় এবং তা এখন শেষ হতে চলেছে।" অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কওমকে অবশিষ্ট রাখার এবং তাদেরকে উন্নতি প্রদানের ইচ্ছে করেন তখন তাদেরকে পবিত্র থাকার এবং মধ্যমপন্থা অবলম্বী হওয়ার তাওফীক দান করে থাকেন। পক্ষান্তরে যে কওমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার তিনি ইচ্ছে করেন। তাদের উপর তিনি খিয়ানতের দরযা খুলে দেন এবং যখন সে গর্বিত হয়ে পড়ে তখন হঠাৎ তাকে পাকড়াও করেন। ফলে সে নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। অতঃপর ঐ কওমের মূল শিকড় কেটে ফেলা হয়। আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহরই জন্যে।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। নূহ আলাইহিস সালাম-এর গোটা জাতিকে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপর্যপুরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামূদ জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লুত 'আলাইহিস সালাম-এর কওমের সম্পূর্ণ বস্তি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে বাহর মাইয়্যেত" বা মৃত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে নাযিল হয়েছে, যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।(তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া)

পূর্ববর্তী জাতির নিকট যখন আল্লাহ কোন রাসূল প্রেরণ করেছেন তখন তারা রাসূলকে অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করেছে। আর তাদের বিরুদ্ধচারণ শয়তান তাদের নিকট সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে।তারাও শয়তানকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছে। তাই তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

"আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।!"(সূরা নাহাল : আয়াত ৬৩)

আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবীকে (সঃ) সান্ত্বনার সুরে বলছেনঃ “হে মুহাম্মদ (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি উম্মত বর্গের নিকট রাসূলদেরকে পাঠিয়েছিলাম, তাদের সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। সুতরাং তোমাকেও যে এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। এই অবিশ্বাসকারীরা শয়তানের শিষ্য। শয়তানী কুমন্ত্রণার কারণে তাদের খারাপ কাজগুলি তাদের কাছে শোভনীয় হচ্ছে। তাদের বন্ধু হচ্ছে শয়তান। সে কিন্তু তাদের কোনই উপকার করবে না। সে সব সময় তাদেরকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পগার পার হয়ে যাবে।(ইবনে কাসির)

যখন কাফির-মুশরিকরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মিথ্যাবাদী, জাদুকর ও পাগল ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করতে লাগল তখন আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: আমি (আল্লাহ তা‘আলার শপথ) করে বলছি; তোমার পূর্বে বিভিন্ন জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তারা মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিল, কিন্তু শয়তান তাদের কাছে খারাপ আমলগুলো সুশোভিত করে তুলে ধরেছিল, ফলে তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং মক্কার কাফির-মুশরিকসহ পৃথিবীতে যত কাফির আগমন করবে সকলের নিকটই শয়তান খারাপ আমলকে চাকচিক্যময় করে তুলে ধরেছে ও ধরবে, ফলে তারা ঈমান আনতে পারেনি এবং পারবেও না। সুতরাং আজ দুনিয়াতে শয়তান তাদের অভিভাবক,

তারা শয়তানের অনুসরণ করছে, তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।(আল ফাতহুল মাজিদ)

আল্লাহ তাআলা আদ ও সামুদকে ধ্বংস করেছেন। যদিও তারা জ্ঞানসম্পন্ন বিচক্ষণ ছিল। কিন্তু শয়তানের অনুসরণ তাদের সঠিক প্রাপ্ত হতে দেয়নি। আর শয়তান তাদের নিকট তাদেরকে কুকর্মকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দেখিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরো বলছেন যে, তিনি ফেরাউন, কারুন ও হামানকে ধ্বংস করেছেন তাদের অহংকারের কারণে ।তাদের নিকট সত্য উন্মোচিত হওয়ার পরেও, তারা তা গ্রহণ করেনি।ফলে আজব তাদের গ্রাস করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعَادًا وَّثَمُوْدَاۡ وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَۙ. وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ ۫ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ وَمَا كَانُوْا سٰبِقِيْنَ۬ۚ

আর ‘আদ ও সামূদকে (আমি ধ্বংস করেছিলাম), তাদের আবাসভূমির কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। আর শয়তান তাদের কাজ তাদের চোখে শোভিত করে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, যদিও তারা ছিল বিদগ্ধ।আর কারূন, ফির‘আউন ও হামানকে (আমি ধ্বংস করেছি) এবং অবশ্যই তাদের কাছে মূসা গিয়েছিল প্রমানাদিসহ। অতঃপর তারা যমীনে অহংকার করেছিল; এতদ্সত্ত্বেও তারা (আমার আযাব) এড়াতে পারেনি।(সুরা আনকাবুত : আয়াত ৩৮-৩৯)

আ’দেরা ছিল হযরত হূদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়। তারা আহকাফে বাস করতো। ওটা ছিল ইয়ামনের শহরগুলোর মধ্যে একটি শহর। এটা হারামাউতের নিকটবর্তী ছিল।

সামূদীরা ছিল হযরত সালেহ (আঃ)-এর কওমের লোক। তারা হিজরে বসবাস করতো, যা ওয়াদীকুরার নিকটে ছিল। আরববাসীরা এই দুই সম্প্রদায়ের বাসভূমি সম্পর্কে ছিল পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

কারূন ছিল একজন সম্পদশালী লোক, যার পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডারের চাবি একদল শক্তিশালী লোককে উঠাতে হতো ।

ফিরাউন ছিল মিসরের বাদশাহ্। আর হামান ছিল তার প্রধানমন্ত্রী। তার যুগেই হযরত মূসা (আঃ)-কে নবীরূপে তার নিকট প্রেরণ করা হয়। ফিরাউন ও হামান উভয়েই কিবতী কাফির। যখন তাদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা চরমে পৌছে, তারা আল্লাহর একত্ববাদকে অস্বীকার করে বসে, রাসূলদেরকে (আঃ) কষ্ট দেয় এবং তাদেরকে অবিশ্বাস করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। আ'দ সম্প্রদায়ের উপর তিনি প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। তারা তাদের শক্তির বড়ই গর্ব করতো। কেউ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এটা তারা বিশ্বাসই করতো না। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা যমীন হতে পাথর উঠিয়ে উঠিয়ে তাদের উপর বর্ষণ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ বায়ু এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করে যে, তাদেরকে একেবারে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান হতে উল্টো মুখে নীচে নিক্ষেপ করে। মাথার ভরে পড়ে তাদের মাথা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় এবং তাদের এমন অবস্থা হয় যে, যেন খেজুরের গাছ, যার কাণ্ড পৃথক হয়ে গেছে।

সামূদ সম্প্রদায়ের উপরও আল্লাহর হুজ্জত পূর্ণ হয়। তাদেরকে নিদর্শন দেয়া হয়। তাদের দাবী ও চাহিদামত পাথরের মধ্য থেকে তাদের চোখের সামনে উষ্ট্রী বের হয়ে আসে। কিন্তু তথাপি তাদের ভাগ্যে ঈমান আসেনি। বরং হঠকারিতায় তারা বাড়তেই থাকে। নবী হযরত সালেহ (আঃ)-কে ভয় প্রদর্শন করতে ও ধমক দিতে থাকে। ঈমানদারদেরকে তারা বলতে শুরু করেঃ "তোমরা আমাদের শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও, অন্যথায় আমরা তোমাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করে ফেলবো।" ফলে তাদেরকে এক গুরুগম্ভীর শব্দ দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়।

কারূন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা প্রকাশ করে। সে মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করতঃ ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যমীনে সে গর্বভরে চলতে থাকে এবং ধনের গর্বে গর্বিত হয় ও ফুলে ওঠে। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার দলবল ও প্রাসাদসহ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করেন। আজ পর্যন্ত সে প্রোথিত হতেই আছে।

ফিরাউন, হামান এবং তাদের দলবলকে সকাল সকালই একই সাথে একই মুহূর্তে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয়। তাদের মধ্যে এমন একজনও বাঁচেনি যে তাদের নাম নিতে পারে। আল্লাহ পাক এসব কিছু যে করেছিলেন তা তাদের প্রতি তাঁর যুলুম ছিল না। বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই ফল।(তাফসির ইবনে কাসির)

সুলাইমান আলাইহিস সালামের একটি পাখি ছিল হুদহুদ। সে একবার খবর নিয়ে আসে যে নিকটেই একটি কওম বাস করে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যকে সিজদাহ করে। এখানে, সাবা সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। সাবার রানী বিলকিস এবং তার জাতি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করত, সূর্যকে সিজদাহ করত।শয়তান তাদের নিকট এই কাজ সৌন্দর্যমন্ডিত করেছিল। তাদের সৎ পথ থেকে বিরত রেখেছিল। যার ফলে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন। শয়তান তাদের নিকট তাদের কর্মকে শোভিত করলেও যখন তাদের নিকট হেদায়েত আসলো তখন তারা আল্লাহর আনুগত্য করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۙ۝

‘আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য সৌন্দর্যমন্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না’।(সূরা নামাল : আয়াত ২৪)

পাখীদের এই অনুভব শক্তি রয়েছে যে, গায়বের খবর নবীরা জানতেন না। যেমন, হুদহুদ পাখী নবী সুলাইমান (আঃ)-কে বলল, আমি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এনেছি, যা আপনার জানা নেই। অনুরূপ পাখীরা আল্লাহর একত্ববাদের বুঝশক্তিও রাখে। সেই জন্যই এখানে হুদহুদ বিস্ময়ের সাথে বলেছিল, এই রাণী ও তার প্রজারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সূর্যের পূজা করে এবং তারা শয়তানের অনুসরণ করে; যে তাদের জন্য সূর্য-পূজাকে সুশোভন করেছে।(আহসানুল বায়ান)

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে কাফিরের আলোচনা হলেও নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এমন এক সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা বলেছেন যারা হচ্ছে মুনাফিক। মুনাফিকরা প্রকাশ্যে লোক দেখায় যে তারা মুসলিমদের সাথে রয়েছে কিন্তু যখন তারা গোপনে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়। তখন তারা বলে, আমরা তোমাদের সাথেই আছি। এভাবে তারা মুসলিমদের ধোকা দেয় আর নিজেদেরকে চালাক মনে করে। মূলত তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দেয়। আর শয়তান তাদের এই চালাকিকে চমৎকারভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করছে। শয়তান তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারিত করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمْلٰى لَهُمْ

"নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২৫)

আল্লাহ পাক বলেনঃ “যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হলো মুনাফিকদের অবস্থা। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ করে থাকে। কাফিরদের সাথে মিলেজুলে থাকার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের আনুকূল্য করে তাদেরকে বলেঃ “তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো।”
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াফিহাল।” অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে হাত মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন থাকছে। তিনি তো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা সমানভাবেই জানেন। চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শুনে থাকেন। তাঁর জ্ঞানের কোন শেষ নেই।(ইবনে কাসির)

প্রত্যেক কওম কে ধোকা দেওয়ার জন্য শয়তান একটা পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি অবলম্বন করেছে। শয়তান তাদের নিকট এসে তাদের কাজগুলোকে সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে, সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। মানুষেরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। ফলে তারা যে কাজ করছে সেটাই সঠিক বলে জ্ঞান করত। এতে করে যখন তাদের নিকট সত্য এসেছে তারা তা উপলব্ধি করলেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অহংকার করেছে।আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছেন। ফলশ্রুতিতে আখেরাতে কঠিন আজব তাদের ঘিরে ধরবে।

গোপন পরামর্শ

ইহুদিদের সাথে নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুক্তি হয়। এরপর থেকেই ইহুদিরা যেখানেই কোন মুসলিমকে দেখতো তারা গোপন পরামর্শ শুরু করতো। মুসলিমকে দেখে তারা কানাকানি করতো, ইশারা ইঙ্গিতে পরামর্শ করত। কোন মুসলমান যদি একাকি অবস্থান করত, তাহলে তাদের এই গোপন পরামর্শ দেখে ভাবতো,তারা হয়তো তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করছে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এই অবস্থায় মুসলিমরা তাদের নিকট যেতে ভয় পেত। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এই কর্ম সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি তাদেরকে এ থেকে চরমভাবে নিষেধ করলেন।কিন্তু এরপরও তারা এই কাজ করে গেল। মূলত শয়তানই তাদেরকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করত। ফলে তারা এরূপ আচরণ করতো মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অনুমতি ব্যতীত শয়তান মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে না। তাই মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা। শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি পেরেশান করে তাহলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

"গোপন পরামর্শ তো হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যে কৃত শয়তানের কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।"(সূরা মুজাদালাহ : আয়াত ১০)

শয়তানের প্ররোচনায় ইহুদিরা মুমিনদের কষ্ট দেওয়ার জন্য এই কাজ করত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তাদের যেমন এই কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তেমনি মুসলিমদেরও অপরজনের উপস্থিতিতে গোপন পরামর্শ করতেও নিষেধ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের কথা বলার আদব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ কোথাও তোমরা তিনজনে থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু’জনে কানে-কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই।"

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬২৯০)

কুরআন পাঠে আউযুবিল্লাহ পড়া

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে বলেন,

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

"সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ চাও।" (সূরা নাহাল: আয়াত ৯৮)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআন পাঠের সময় বিতাড়িত শয়তানের নিকট থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।তাই আমরা কুরআন পাঠের শুরুতে "أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم" পড়বো।

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন -"যার উপর শয়তান জয়যুক্ত হয় সে ধ্বংস হয়ে যায়। শয়তান মানুষকে দেখতে পায়। কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না বলে কুরআনুল কারীমের শিক্ষা হল -তোমরা তার অনিষ্ট হতে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর যিনি শয়তানকে দেখতে পান কিন্তু সে তাকে দেখতে পায় না।" -(তাফসীর ইবনে কাসীর)

ঈমান ও শয়তান

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমাদের প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এ স্তরে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৭৬)

শয়তান আমাদের অন্তরে আল্লাহর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করে। অনেক সময় শয়তান এ ব্যাপারে সফল হয়েও যায়। ফলে অনেকেই ঈমানহারা হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে এমন কথা বলে যে ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা আল্লাহর সাথে শরীক করে ,আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

"নিশ্চয় সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জান না।"(সুরা বাকারা আয়াত ১৬৯)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ؕ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

"আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব’ ।"(সূরা ইব্রাহীম :আয়াত ২২)

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ؕ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

"আর তারা বলে, ‘গোনা-কয়েকদিন ছাড়া আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না’। বল, ‘তোমরা কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছ, ফলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না? নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না’?"(সূরা বাকারা :আয়াত ৮০)

وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَاللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

"আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না'?"(সূরা আরাফ :আয়াত ২৮)

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

"বল,'আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উাপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না'।"(সূরা আরাফ আয়াত ৩৩)

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ الْغَنِىُّ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

"তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র মহান। তিনি অমুখাপেক্ষী। আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না?"(সূরা ইউনুস :আয়াত ৬৮)

قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ ؕ۝

"বল, 'নিশ্চয় যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না'।"(সূরা ইউনুস: আয়াত ৬৯)

وَلٰكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ ؕ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ۝

"কিন্তু যারা কুফরী করেছে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে। আর তাদের অধিকাংশই বুঝে না। "(সূরা মায়িদাহ:আয়াত ১০৩)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى اللّٰهِ ؕ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ

"অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা তাদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশত হত্যা করেছে না জেনে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদস্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে যে রিযক দিয়েছেন তা হারাম করেছে। অবশ্যই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি।"(সূরা আনআম: আয়াত ১৪০)

শয়তানের প্ররচনায় পড়ে ঈমান হারানেওয়ালারা আল্লাহ সম্পর্কে নানা অপ্রীতিকর কথা বলে। সে সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই।তারা মূলত শয়তানের অনুসরণকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ

মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।(সূরা হাজ্জ :আয়াত ৩)

যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে আর মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা এটার উপর সক্ষম নন এবং তার আদেশ নিষেধ অমান্য করে ও নবীদের (আঃ) আনুগত্য পরিত্যাগ করে হঠকারী এবং উদ্ধত মানব ও দানবের আনুগত্য করে, এখানে আল্লাহ তাআলা তাদেরই নিন্দে করছেন। তিনি বলেনঃ যত বিদআতী ও পথভ্রষ্ট লোক রয়েছে তারা সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বাতিল ও মিথ্যার আনুগত্যে লেগে পড়ে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাতকে ছেড়ে দেয় এবং পথভ্রষ্ট লোকদের আনুগত্য করে ও তাদের মনগড়া মতবাদের উপর আমল করে থাকে। এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তারা অজ্ঞানতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের কাছে কোন সঠিক জ্ঞান নেই। তারা অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের। তারা এদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং এদেরকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও শাস্তির দিকে। এই আয়াতটি

নযর ইবনু হারিসের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এই নরাধম বলেছিলঃ " আচ্ছা বলতো, আল্লাহ তাআলা সোনার তৈরী, না রূপার তৈরী, না তামার তৈরী?" তার এই প্রশ্নের কারণে আকাশ কেঁপে ওঠে এবং ঐ খবীছের মাথার উপরিভাগ উড়ে যায়। একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একজন ইয়াহুদী এরূপই প্রশ্ন করেছিল। ফলে তৎক্ষণাৎ আসমানী গর্জনে সে ধ্বংস হয়ে যায়।(তাফসীর ইবনে কাসির)

যারা কুফরি করে আল্লাহ তাদের অবস্থা বর্ণনা করছেন।তাদের আমল তাদের কোন কাজে আসবে না। তা যেন মরুভূমির মরীচিকা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۢ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـــًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ۭ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ۝۳۹

আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।(সূরা নূর :আয়াত ৩৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন ইয়াহূদীদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "দুনিয়ায় তোমরা কার উপাসনা করতে?" উত্তরে তারা বলবেঃ "আমরা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) উযায়ের (আঃ)-এর উপাসনা করতাম।" তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, আল্লাহর কোন পুত্র নেই। তারপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবেঃ "আচ্ছা, এখন তোমরা কি চাও?" তারা জবাবে বলবেঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা খুবই পিপাসার্ত। সুতরাং আমাদেরকে পানি পান করিয়ে দিন!" তখন তাদেরকে বলা হবেঃ "তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না (ঐ যে পানি দেখা যায়, সেখানে যাও কেন)?" অতঃপর দূর থেকে তারা জাহান্নামকে তেমনই দেখবে যেমন দুনিয়ায় মরীচিকা দেখা যায়। সুতরাং তারা পানি মনে করে ওদিকে দৌড় দেবে এবং সেখানে পৌছলেই তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।(তাফসির ইবনে কাসির)

মুমিনরা আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।(সুরা বাকারা: আয়াত ২৮৫)

শয়তানের ধোকা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধোঁকা ঈমানের ধোকা। আমরা আল্লাহর নিকট শয়তানের কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং তিনি যে বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ দিয়েছে সেগুলোর প্রতিও।

সালাত ও শয়তান

শয়তান মানুষকে পাপ কাজে নিয়োজিত করেই ক্ষান্ত হয় না। বরং সে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সালাত। কিন্তু শয়তান সালাতে ব্যাঘাত ঘটায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন -

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

-"শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?"(আল মায়দাহ:৯১)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা শয়তানের কৌশল আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিভাবে শয়তান মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং সালাত থেকে দূরে রাখে।তিনি আমাদের সতর্ক করছেনএই বলে যে "তোমরা কি বিরত হবে না? "।অর্থাৎ শয়তান থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে এবং শয়তানের কার্যকলাপ ব্যর্থ করে আমাদের সালাতে মনোযোগী হতে হবে।

সালাত সম্পর্কে রাসূল (সা) আমাদের বিভিন্ন হাদিসে বিভিন্নভাবে সতর্ক করেছেন। কখনো শয়তান আমাদের সালাতে অমনোযোগী করে তোলে , কখনো আমাদের সালাতের অংশ কেড়ে নেয়, সালাত কে নষ্ট করার চেষ্টা করে, কাতারের মধ্যেও প্রবেশ করে।এক কথায় বিভিন্নভাবে শয়তান আমাদের সালাত থেকে দূরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে রাসূল সা. আমাদের সতর্ক করেছেন।নিম্নের হাদিসসমূহে এই ব্যাপারগুলো ব্যক্ত হয়েছে-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ ফিরিয়ে পালায় যাতে আযান শুনতে না পায় আর তার পশ্চাদ-বায়ু সশব্দে নির্গত হতে

থাকে। আযান শেষ হয়ে গেলে সে এগিয়ে আসে। আবার সালাতের জন্য ইক্বামাত দেওয়া হলে সে পিঠ ফিরিয়ে পালায়। ইক্বামাত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমনকি সে সালাত আদায়রত ব্যক্তির মনে ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং বলতে থাকে, অমুক অমুক বিষয় স্মরন কর, যা তার স্মরণে ছিলনা। এভাবে সে ব্যক্তি কত রাক'আত সালাত আদায় করেছে তা স্মরন করতে পারে না। তাই তোমাদের কেউ তিন রাক'আত বা চার রাক'আত সালাত আদায় করেছে, তা মনে রাখতে না পারলে বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করবে।"
-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১২৩১)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত :" আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ' শয়তান সলাতে তোমাদের কারও নিকট উপস্থিত হয়ে ওযু আছে কি নেই এ নিয়ে মনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। যদি কারো এমন হয় তাহলে যেন সে তার বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সলাত ছেড়ে না দেয়।'"
-(বুলুগুল মারাম, হাদিস নং ৮২)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "নবী (সাঃ) বলেনঃ কোন মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। অভ্যাস দুটি আয়ত্ত করা খুবই সহজ। তবে খুব কম লোকই তদনুযায়ী আমল করে থাকে। বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই দুটি অভ্যাস কি কি? তিনি বলেনঃ প্রতি নামাযের পূর্বে তোমাদের কেউ দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদু লিল্লাহ এবং দশবার সুবহানাল্লাহ বলবে। তাতে (পাঁচ ওয়াক্তে) মৌখিক উচ্চারণে এক শত পঞ্চাশবার এবং মীযানে দেড় হাজার বার হবে। আমি নবী (সাঃ)-কে (নামাযের পর) তার হাতে সেগুলো গুণে গুণে পড়তে দেখেছি। আবার সে শয্যা গ্রহণকালে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পড়লে তা মৌখিক উচ্চারণে এক শতবার এবং মীযানে এক হাজারবার হবে। তোমাদের মধ্যে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচ শত গুনাহে লিপ্ত হয়? (তাতে এতোগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হয়)। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সে কিভাবে এরূপ আমল না করে থাকতে পারে? তিনি বলেনঃ তোমাদের কেউ নামাযে রত থাকাকালে তার নিকট শয়তান এসে তাকে এই এই প্রয়োজনের কথা স্মরণ করাতে থাকে। অতএব সে যেন তা স্মরণ না করে।"

-(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২২৮)

উসমান ইবনু আবুল ‘আস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার সলাত ও কিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে আমার মনে সন্দেহ-সংশয় তৈরি করে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ঐটা একটা শয়তান যাকে ‘ খানযাব ’ বা ‘খিনযাব’ বলা হয়। যখন তোমার (মনে) তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তা হতে তুমি আল্লাহ তা’আলার নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বামদিকে তিনবার থু থু ফেলবে। [‘উসমান (রাঃ) বলেন] আমি [রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশ অনুযায়ী] এরূপ করলে আল্লাহ তা’আলা আমার নিকট হতে শয়তান দূর করে দেন।"
-(সহীহ মুসলিম :২২০৩)

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ "রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন তোমরা (সালাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকট রাখবে। পরস্পর কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শাইত্বান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।"
-(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৬৬৭)

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেনঃ এটা একধরনের ছিনতাই, যার মাধ্যমে শয়তান বান্দার সালাত হতে অংশ বিশেষ অংশ ছিনিয়ে নেয়।"
-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭৫১)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত "নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার সালাত আদায় করার পর বললেনঃ শয়তান আমার সামনে এসে আমার সালাত বিনষ্ট করার জন্য আমার উপর আক্রমণ করল। তখন আল্লাহ্‌ আমাকে তার উপর ক্ষমতা

দান করলেন, আমি তাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে গলা চেপে ধরলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, তাকে কোন স্তম্ভের সাথে বেঁধে রাখি। যাতে তোমরা সকাল বেলা উঠে তাকে দেখতে পাও। তখন সুলাইমান 'আলাইহিস সালাম -এর এ দু'আ আমার মনে পড়ে গেল, رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا "হে রব! আমাকে এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়"। তখন আল্লাহ্ তাকে (শয়তানকে) অপমানিত করে দূর করে দিলেন। "

-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১২১০)

সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার রবের নিকটবর্তী হয়। তার রবের প্রিয় বান্দা হয়।শয়তান সালাত থেকে দূরে রাখতে বদ্ধপরিকর। এজন্য সালাতে আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হতে হবেএবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। ইনশাল্লাহ তাহলেই শয়তান দূর হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের সালাত পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারব।

শিরক

মহাবিশ্ব জগতের রব আল্লাহ। তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। তিনি মহান, অতুলনীয়। অথচ শয়তানের ধোকায় পড়ে মানুষ আল্লাহর সাথে শরিক করে। আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করে যা থেকে তিনি অনেক অনেক ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে।(সূরা জুমার :আয়াত ৬৭)

শিরক শব্দের অর্থ অংশীদারিত্ব, সমকক্ষ করা, অংশের স্থির করা, অংশীবাদ ইত্যাদি। শিরক মানে হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

শিরক দুই প্রকার। যথা :
১/শিরকে আকবার(বড় শিরক)
২/শিরকে আজগার(ছোট শিরক)

শিরকে আকবর বলা হয় আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে শরিক করা। যার ফলে বান্দা মুসলিম মিল্লাতের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়।কিন্তু শিরকে আজগারের মাধ্যমে বান্দা মুসলিম মিল্লাতের গণ্ডি থেকে বের হয় না। তবে একত্ববাদের আকিদায় ত্রুটি এবং কমতির সৃষ্টি হয়।যেমন: আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা, রিয়া।

সর্বপ্রথম শিরক শুরু হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের কওমের মধ্যে।পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۚ

“আর তারা বলে, ‘তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়া‘ঊক ও নাসরকে’।”(সূরা নূহ: আয়াত ২৩)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে কায়েস (রঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো ছিলেন আল্লাহর ইবাদতকারী, দ্বীনদার, আল্লাহওয়ালা ও সৎ। তাঁরা হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর ছিলেন সত্য অনুসারী, যাদের অনুসরণ অন্য লোকেরাও করতো। যখন তাঁরা মারা গেলেন তখন তাদের অনুসারীরা পরস্পর বলাবলি করলোঃ যদি আমরা এঁদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে নিই তবে ইবাদতে আমাদের ভালভাবে মন বসবে এবং এদের প্রতিমূর্তি দেখে আমাদের ইবাদতের আগ্রহ বদ্ধি পাবে। সুতরাং তারা তাই করলো। অতঃপর যখন এ লোকগুলোও মারা গেল এবং তাদের বংশধরদের আগমন ঘটলো তখন শয়তান তাদের কাছে এসে বললোঃ “তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো ঐ বুযুর্গ ব্যক্তির পূজা করতো এবং তাদের কাছে বৃষ্টি ইত্যাদির জন্যে প্রার্থনা করতো। সুতরাং তোমরাও তাই করো!' তারা তখন নিয়মিতভাবে ঐ মহান ব্যক্তিদের প্রতিমূর্তিগুলোর পূজা শুরু করে দিলো।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

সমস্ত গোনা আল্লাহতালা ক্ষমা করে দেন কিন্তু শিরকের গুনাহ তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। পূর্বে আমরা দেখেছি শয়তান মানুষকে ঈমানের পথ থেকে সরিয়ে নেয় বিভিন্ন কুমন্ত্রনার মাধ্যমে প্ররোচিত করে। মানুষকে শিরকে লিপ্ত করে। বিভিন্ন মূর্তি পূজায় উদ্বুদ্ধ করে। কারণ শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়।আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা অবস্থায় যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ।

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

"আর স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, ‘প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয় শিরক হল বড় যুলম'।"(সূরা লোকমান: আয়াত ১৩)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا۝

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে।"(সূরা নিসা :আয়াত ৪৮)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۭ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۭ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ۝

অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ’। আর মাসীহ বলেছে, ‘হে বনী ইসরাঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর’। নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।(সূরা মায়িদাহ: আয়াত ৭২)

শিরক সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে বলেন,

আবূ বক্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর সঙ্গে শির্‌ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখ! মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন।(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৬৫৪)

আবদুল্লাহ্ (ইব্নু মাস'ঊদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ''যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি''- (সূরা আন্'আম ৬/৮২); এ আয়াত নাযিল হলে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে যুল্ম করেনি?' তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেনঃ ''নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে অধিকতর যুল্ম''-(সূরা লুকমান ৩১/১৩)
-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২)

আবদুল্লাহ (ইবনু মাস'ঊদ) (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, কোন্ গুনাহ আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র জন্য অংশীদার দাঁড় করান। অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি বললাম, এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম, তারপর কোন্ গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন, তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে যে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে। আমি আরয করলাম, এরপর কোন্টি? তিনি উত্তর দিলেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা।
-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪৭৭)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃআনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কাবীরাহ গুনাহ (বড় পাপ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। (বুখারী পর্ব ৫২ : /১০ হাঃ ২৬৫৩)
-(আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং ৫৫)

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, যখন অবতীর্ণ হল : ''যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি---'' (সূরা আল-আন'আম ৮২) , তখন মুসলিমদের নিকট তা খুবই কঠিন মনে হল। তাই তারা রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের উপর যুলুম করেনি? রাসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ বিষয়টি আসলে তা নয়। এখানে 'যুলুম অর্থ হল শিরক '। তোমরা কি শুনোনি যা

লোক্বমান তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন : “হে পুত্র ! আল্লাহ তা’আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না। নিশ্চয় শিরক অতি বড় যুলু। "(সূরা লোকমান :আয়াত ১৩)। -(সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৪৬২৯)

আবূ সা‘ঈদ ইবনু আবী ফাযালাহ আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি : আল্লাহ তা‘আলা যখন ক্বিয়ামত দিবসে, যে দিনের আগমন প্রসঙ্গে কোন সন্দেহ নেই, মানুষদেরকে একত্র করবেন, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে : আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি কাজ করতে এর মধ্যে কাউকে শারীক করেছে, সে যেন গাইরুল্লাহর নিকট নিজের সাওয়াব চেয়ে নেয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা শারীকদের শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩১৫৪)

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃআমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে আসলেন, আমরা তখন মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করবো না, যা আমার মতে তোমাদের জন্য মসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ংকর? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেনঃ গুপ্ত শিরক । মানুষ নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে নামায পড়ে।(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২০৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে শিরকের বিভিন্ন ধরণ উল্লেখ করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের পথ বলে দিয়েছেন।নিম্নের হাদিস গুলো লক্ষণীয় :

সা’দ ইবনু উবাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃইবনু উমার (রাঃ) একজন লোককে বলতে শুনলেন, না, কাবার শপথ! ইবনু উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা‘আলার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি বলতে শুনেছিঃ আল্লাহ তা‘আলার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যে লোক শপথ করল সে যেন কুফরী করল অথবা শিরক করল।

-(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ১৫৩৫)

যায়নাব (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃএক বৃদ্ধা আমাদের এখানে আসতো এবং সে চর্মপ্রদাহের ঝাড়ফুঁক করতো। আমাদের একটি লম্বা পা-বিশিষ্ট খাট ছিল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) ঘরে প্রবেশের সময় সশব্দে কাশি দিতেন। একদিন তিনি আমার নিকট প্রবেশ করলেন। সে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে একটু আড়াল হলো। তিনি এসে আমার পাশে বসলেন এবং আমাকে স্পর্শ করলে এক গাছি সুতার স্পর্শ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, চর্মপ্রদাহের জন্য সূতা পড়া বেঁধেছি। তিনি সেটা আমার গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহর পরিবার শিরক মুক্ত হলো। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছিঃ “মন্ত্র, রক্ষাকবচ, গিটযুক্ত মন্ত্রপূত সূতা হলো শিরকের অন্তর্ভুক্ত”। আমি বললাম, আমি একদিন বাইরে যাচ্ছিলাম, তখন অমুক লোক আমাকে দেখে ফেললো। আমার যে চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়লো তা দিয়ে পানি ঝরতে লাগলো। আমি তার মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে তা থেকে পানি ঝরা বন্ধ হল এবং মন্ত্র পড়া বন্ধ করলেই আবার পানি পড়তে লাগলো। তিনি বলেন, এটা শয়তানের কাজ। তুমি শয়তানের আনুগত্য করলে সে তোমাকে রেহাই দেয় এবং তার আনুগত্য না করলে সে তোমার চোখে তার আঙ্গুলের খোঁচা মারে। কিন্তু তুমি যদি তাই করতে, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছিলেন, তবে তা তোমার জন্য উপকারী হতো এবং আরোগ্য লাভেও অধিক সহায়ক হতো। তুমি নিম্নোক্ত দুআ’ পড়ে পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তোমার চোখে ছিটিয়ে দাওঃ

أَذْهِبِ الْبَاسْ رَبَّ النَّاسْ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

-(হে মানুষের প্রভু! কষ্ট দুর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্যদান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা যায় না, এমনভাবে আরোগ্য দান করো যা কোন রোগকে ছাড়ে না)।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৫৩০)

আল্লাহ নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতীত শয়তানের কবল থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। নিম্নে সেই সকল হাদিস গুলো উল্লেখ করা হলো যেখানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিরক থেকে মুক্তির জন্য দোয়া শিখিয়েছেন :

ফরওয়াহ ইবনু নাওফাল (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি বিছানাগত হওয়াকালে বলতে পারি। তিনি বললেনঃ তুমি "কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন" সূরাটি তিলাওয়াত কর। কারণ তা শিরক হতে মুক্তির ঘোষণা।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৪০৩)

আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাঃ)] থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন, একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে একটি দু‘আ বলে দিন যা আমি সকাল-সন্ধ্যায় পড়তে পারি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি পড়বে, ‘

قُلِ اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَه أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ

-(অর্থাৎ- হে আল্লাহ! যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে আমার মনের মন্দ হতে, শয়তানের মন্দ ও তাঁর শির্ক হতে আশ্রয় চাই।)

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তুমি এ দু‘আ সকালে-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় পড়বে।”
(মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস নং ২৩৯০)

মাকিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ আমি আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে নবী (সাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেনঃ হে আবু বাকর! নিশ্চয় শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবু বাকর (রাঃ) বলেন, কারো আল্লাহর সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী (সাঃ) বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না?, তুমি যা বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেনঃ তুমি বলো,
' ُاللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ'
“হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই”।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৭২১)

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۝

"যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযকস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।"(সূরা বাকারা :আয়াত ২২)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি করা অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, তিনি আমাদের জন্য জমিনকে বিছানা, আসমানকে ছাদ করেছেন। আমাদের জন্য রহমতের বৃষ্টি আসমান থেকে বর্ষণ করেন এবং এর মাধ্যমে ভূমি থেকে ফলফলাদি আমাদের জন্য রিজিকস্বরূপ উৎপন্ন করেন। যা খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।তিনি আমাদেরকে অংশীদার নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন। এত দয়া, এত অনুগ্রহ, এত রহমতের পরেও যদি আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করি তাহলে আমরা তো ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা শির্ক ছাড়া সমস্ত

গুনাই যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ অসীম দয়ালু, ক্ষমাশীল।নিম্নোক্ত হাদিসে কুরসিতে আল্লাহ তায়ালার সেই মহানুভবতা ব্যক্ত হয়েছে :

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আমি বলতে শুনেছি : বারাকাতময় আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ হে আদম সন্তান! যতক্ষণ আমাকে তুমি ডাকতে থাকবে এবং আমার হতে (ক্ষমা পাওয়ার) আশায় থাকবে, তোমার গুনাহ যত অধিক হোক, তোমাকে আমি ক্ষমা করব, এত কোন পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্‌র পরিমাণ যদি আসমানের কিনারা বা মেঘমালা পর্যন্তও পৌছে যায়, তারপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, এতে আমি পরওয়া করব না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিসাণ গুনাহ নিয়েও আমার নিকট আস এবং আমার সঙ্গে কাউকে অংশীদার না করে থাক, তাহলে তোমার কাছে আমিও পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে হাযির হব।
-(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩৫৪০)

এছাড়াও এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক হাদিস গুলো নিম্নরুপ:

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রত্যেক নবীর জন্য একটি করে দু‘আ আছে যা কবুল করা হয়। আর প্রত্যেক নবী তাঁর দু‘আর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছেন আর আমি আমার দু‘আ আমার উম্মাতের শাফা‘আতের জন্য জমা রেখেছি। অতএব আমার উম্মাতের মধ্যে যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মারা যাবে তারা আমার শাফাআতপ্রাপ্ত হবে।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪৩০৭)

‘আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটি কথা বললেন, আর আমি একটি বললাম। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে। আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র

সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান না করা অবস্থায় মারা যায়? (তিনি বললেন) সে জান্নাতে যাবে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৪৯৭)

আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, জিবরীল (আঃ) আমার নিকট এসে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনার উম্মাতের যে কেউ শিরক না করে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি (আবূ যার) বললাম, যদিও সে ব্যভিচার করে এবং যদিও সে চুরি করে। তিনি বললেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে।
(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৭৩)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছি : যদি কোন মুসলিম মারা যায় আর আল্লাহর সাথে শিরক করেনি এমন চল্লিশ জন মুসলিম যদি তার জানাযায় (সলাতের জন্য) দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর জন্য শাফা‘আত করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা গ্রহণ করেন।
(বুলুগুল মারাম, হাদিস নং ৫৫৯)

শিরক মারাত্মক গুনাহ।।শয়তান মানুষকে শিরকের দিকে প্ররোচিত করতেই থাকে।শয়তান পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে আমাদের ভিতর শিরক ঢুকিয়ে দেয়। আমাদের রব তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা আমাদের জানিয়েছেন, আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন যদি আমরা শির্ক মুক্ত থাকি। আল্লাহর নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দোয়া পড়ে আশ্রয় চাইবো। রাতে ঘুমানোর পূর্বে সুরা কাফিরুন পাঠ করব। ফলে আমরা শিরক থেকে মুক্ত থাকতে পারবো ইনশাআল্লাহ। সর্বোপরি আমরা আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানা চায়।

সুদ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

"যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না। "
(সূরা বাকারা :আয়াত ২৭৫-২৭৬)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে, যারা সুদ খায় তারা কবর থেকে এমন ভাবে উঠবে যেন শয়তান তাদের স্পর্শ করে উন্মাদ, পাগল বানিয়ে দিয়েছে। শয়তান মানুষদেরকে বলে যে বেচাকেনা আসলে তো সুদের মতোই। আল্লাহ বেচাকেনা কে হালাল করেছে আর সুদকে হারাম করেছে। আর তা'আলা যা হারাম করেছে এটা জানার পরেও যে সুদের দিকে ফিরে যাবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নামের অধিবাসী করবেন। সেখানে সে চিরস্থায়ী থাকবে। আল্লাহ কুফুরিকারীকে ভালবাসেন না।সুদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আয়াতে এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি উপকারী বস্তু হালাল করেন আর ক্ষতিকর বস্তুকে হারাম করেন। কিন্তু শয়তান মানুষদেরকে অর্থনৈতিক লোভে ফেলে সুদের বৈধতা প্রদান করে ধোকা দেয়।

সুদ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতগুলো নিম্নরুপ:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ۝

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও।কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুলম করবে না এবং তোমাদের যুলম করা হবে না।"(সুরা বাকারা আয়াত ২৭৮-২৭৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰٓوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ۝

"হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।"(সূরা আল ইমরান আয়াত ১৩০)

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا. وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا۝

"সুতরাং ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে।আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব।"(সূরা নিসা :আয়াত ১৬০:১৬১)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ۝

"আর তোমরা যে সূদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।"(সূরা রুম :আয়াত ৩৯)

আল্লাহ তায়ালা সুদকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন ।সুদের সাথে জড়িতদের সাথে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ।আপাতদৃষ্টিতে সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু আল্লাহতালার কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। আল্লাহ আদেশ দিয়েছে যাকাত প্রদান করতে। এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং পবিত্র হয় ।ইহুদিদের উপর আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করেছিলেন কিন্তু ইহুদিরা সুদ গ্রহণ করেছে এবং অবৈধ ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য প্রস্তুত করেছন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আল্লাহ তায়ালার সুদকে ধ্বংস করে দেবেন কিন্তু দানকে বাকি রাখবেন।

হাদিসেও সুদের ভয়াবহ পরিণতির কথা বলা হয়েছে।নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, দু’ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানে লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হল সুদ খোর। "(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২০৮৫)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিতঃ"তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সাঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারন ব্যতিরেকে

তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া। "(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৬৬)

আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"তিনি বলেনঃ যে জেনে শুনে সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের চুক্তি লেখে, যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নিজ চুলে অন্যের চুল যোজনা করে, যে অন্যকে যোজনা করে দেয়, যে সাদকা দিতে অস্বীকার করে, যে হিজরতের পর মুরতাদ হয়ে মরুতে বসবাস করে, এরা সকলে কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর মুখে অভিশাপপ্রাপ্ত। "(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫১০২)

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদ খোর, সুদ দাতা, এর লেখক, সাদকা দানে অস্বীকারীর উপর অভিসম্পাত করেছেন। আর তিনি বিলাপ করে কাঁদতে নিষেধ করেছেন। "(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫১০৩)

আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হতে তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণিতঃ" তিনি ('আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদ খোর, সুদ দাতা, সুদ ের সাক্ষী ও এর দলীল লেখক সবাইকে অভিশম্পাত করেছেন।"
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৩৩৩)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ" তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, সুদ ের গুনাহর সত্তরতি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা।"
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৭৪)

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ"নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি সুদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই। "(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২২৭৯)

আয়াতসমূহ ও হাদিসের আলোকে বলা যায়, সুদ ভয়াবহ একটা বিষয় । বর্তমান সময়ে এর প্রসার ব্যাপক। তাই শয়তানের ধোকায় না পড়ে আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট সুদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। সুদমুক্ত জীবন গড়া এবং হালাল পথে রোজগার করা।

জাদু

যাদু এমন এক বিষয়কে বলা হয়, যার উপকরণ নিতান্ত গোপন ও সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। যাদু এমন সব গোপনীয় কাজের মাধ্যমে অর্জিত হয়, যা দৃষ্টির অগোচরে থাকে। যাদুর মধ্যে মন্ত্রপাঠ, ঝাড়ফুক, বাণী উচ্চারণ, ঔষধপত্র ও ধুম্রজাল - এসব কিছুর সমাহার থাকে। যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। ফলে মানুষ কখনো এর মাধ্যমে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কখনো নিহতও হয় এবং এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাও সৃষ্টি করা যায়। তবে এর প্রতিক্রিয়া তাকদীরের নির্ধারিত হুকুম ও আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমেই হয়ে থাকে। এটা পুরোপুরি শয়তানী কাজ। এ প্রকার কাজ শির্কের অন্তর্ভুক্ত। দু'টি কারণে যাদু শির্কের অন্তর্ভুক্ত। (১) এতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা হয় এবং তাদের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা হয়। (২) এতে গায়েবী ইলম ও তাতে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক হবার দাবী করা হয়। আবার কখনো কখনো যাদুকরকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বাস করা হয়। এ সবগুলোই মূলতঃ ভ্রষ্টতা ও কুফরী। তাই কুরআনুল কারীমে যাদুকে সরাসরি কুফরী-কর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।(তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া)

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۭ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۭ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۭ وَمَا هُمْ بِضَاۗرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۭ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۭ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۭ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۭ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

“আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, ‘আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।”(সূরা বাকারা : আয়াত ১০২)

বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতা ততক্ষণ পর্যন্ত জাদু শিখাতনা যতক্ষণ না তারা বলতো, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরি করো না’।
মূলত শয়তান ও তার অনুসারীরা কুফরি করে।আর শয়তানের অনুসারীরা তাদের কাছ থেকে জাদু শিখেছে।এরপর এর দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। যারা জাদু করে তাদের আখেরাতের কোন অংশ থাকবে না। জাদুর মাধ্যমে কোন ব্যক্তির ক্ষতি সম্ভব নয় আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত।

সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিসের একটি হচ্ছে জাদু।
আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্‌র সাঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারন ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মু’মিনাদের অপবাদ দেয়া।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৬৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আর তা হল আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করা ও যাদু করা।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৬৪)

জাদু শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত। আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর স্ত্রী যাইনাব (রাঃ) ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) সূত্র থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ জাদু , তাবীয ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি (যাইনাব) বলেন, আমি বললাম, আপনি এসব কি বলেন? আল্লাহর কসম! আমার চোখ হতে পানি পড়তো, আমি অমুক ইয়াহুদী কর্তৃক ঝাড়ফুঁক করাতাম। সে আমাকে ঝাড়ফুঁক করলে পানি পড়া বন্ধ হয়ে যেতো। ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, এগুলো শয়তানের কাজ। সে নিজ হাতে চোখে যন্ত্রণা দেয়, যখন সে ঝাড়ফুঁক দেয় তখন সে বিরত থাকে। এর চেয়ে বরং তোমার জন্য এরূপ বললেই যথেষ্ট হতো, যেরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেনঃ “হে মানব জাতির রব! যন্ত্রণা দূর করে দিন, আরোগ্য দান করুন, আপনিই আরোগ্যদাতা, আপনার দেয়া নিরাময়ই যথার্থ নিরাময়, যার পরে আর কোন রোগ বাকী থাকে না”।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৮৮৩)

শয়তানের নিকট উত্তম কাজ হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো।আর এটা করা হয় জাদুর মাধ্যমে ।
জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ইবলীস (শায়ত্বন (শয়তান)) সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিতনাহ্‌ (ফিতনা)-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শায়ত্বন (শয়তান)ই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শায়ত্বন (শয়তান) মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিতনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিতনাহ্‌ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি দম্পতির মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে

দিয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, শায়ত্বন (শয়তান) এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায় আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছো। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবির (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, ''অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে''। (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৮১৩)

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করা হয়েছিল। এই ঘটনাটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

লাবীদ ইবনু আ'সাম নামক ইহুদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করেছিল।এরফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করতেন তিনি কোন কাজ করেছেন কিন্তু বাস্তবে তিনি তা করেননি। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলে।আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিলেন যে তাকে যাদু করা হয়েছে, জাদুর জিনিস কোথায় আছে এবং তা নষ্ট করার উপায় বলে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়ে জাদু নষ্ট করলেন এবং জাদু থেকে মুক্ত হলেন।

আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেনঃ যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনু আ'সাম নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে যাদু করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মনে হতো যেন তিনি একটি কাজ করেছেন, অথচ তা তিনি করেননি। একদিন বা একরাত্রি তিনি আমার কাছে ছিলেন। তিনি বার বার দু'আ করতে থাকেন। তারপর তিনি বলেনঃ হে 'আয়িশাহ! তুমি কি বুঝতে পেরেছ যে, আমি আল্লাহর কাছে যা জানতে চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। স্বপ্নে দেখি) আমার নিকট দু'জন লোক আসেন। তাদের একজন আমার মাথার কাছে এবং অপরজন দু'পায়ের কাছে বসেন। একজন তাঁর সঙ্গীকে বলেনঃ এ লোকটির কী ব্যথা? তিনি বলেনঃ যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন বলেনঃ কে যাদু করেছে? দ্বিতীয় জন বলেন, লাবীদ বিন আ'সাম। প্রথম জন জিজ্ঞেস করেনঃ কিসের মধ্যে? দ্বিতীয় জন উত্তর দেনঃ চিরুনী, মাথা আঁচড়ানোর সময় উঠা চুল এবং এক পুং খেজুর গাছের 'জুব'-এর মধ্যে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সহাবী সাথে নিয়ে সেখানে যান। পরে ফিরে এসে বলেনঃ হে 'আয়িশাহ! সে কূপের পানি মেহদীর পানির মত লাল এবং তার পাড়ের খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার মত। আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এ কথা প্রকাশ করে দিবেন না?

তিনি বললেনঃ আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন, আমি মানুষকে এমন বিষয়ে প্ররোচিত করতে পছন্দ করি না, যাতে অকল্যাণ রয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে সেগুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৬৩)

জাদুর জিনিস নষ্ট করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফালাক এবং নাস পড়েছিলেন। যার ফলে জাদু সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরোগ্য লাভ করেন। সূরা ফালাক এবং নাসের গুরুত্ব অপরিহার্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত সূরা ফালাক এবং নাসের আমল নিজে করতেন এবং অপরকে করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃপ্রতি রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা ইখ্লাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫০১৭)

আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জ্বিন ও মানুষের কু-দৃষ্টি হতে আশ্রয় চাইতেন। তারপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হলে তিনি এ সূরা দুটি গ্রহণ করেন এবং বাকীগুলো পরিত্যাগ করেন।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২০৫৮)

ইবরাহীম ইবনু মূসা (রাঃ) 'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ
নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে রোগে ওফাত পান সেই রোগের সময়ে তিনি নিজ দেহে 'মু'আব্বিযাত' পড়ে ফুঁক দিতেন। অতঃপর যখন রোগের তীব্রতা বেড়ে গেল, তখন আমি সেগুলো পড়ে ফুঁক দিতাম। আর আমি তাঁর নিজের হাত তাঁর দেহের উপর বুলিয়ে দিতাম। কেননা, তাঁর হাতে বারাকাত ছিল। রাবী বলেনঃ আমি যুহরীকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কীভাবে ফুঁক দিতেন? তিনি বললেনঃ তিনি তাঁর দু'হাতের উপর ফুঁক দিতেন, অতঃপর সেই দু'হাত দিয়ে আপন মুখমণ্ডল বুলিয়ে নিতেন।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৩৫)

উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পর সূরা আন্-নাস ও সূরা আল-ফালাক্ব পাঠের আদেশ করেছেন।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৯০৩)

আজুয়া খেজুর বিষ ও জাদু থেকে রক্ষা করে।
সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সকালবেলায় সাতটি আজ্ওয়া (মদীনায় উৎপন্ন উৎকৃষ্ট খুরমা) খেজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ বা যাদু তার কোন ক্ষতি করবে না।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৬৯)

জাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করা সম্ভব। কিন্তু যদি আমরা আল্লাহর নিকট জাদু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি তাহলে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। এর জন্য সকাল-সন্ধ্যার দুয়া, রাতে ঘুমানোর পূর্বে আমলগুলো নিয়মিত করা আবশ্যক। এতে করে জাদুর প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরপরও যদি কেউ জাদুতে আক্রান্ত হয়ে যায় রুকইয়াহ করার মাধ্যমে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমিন।

জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড

আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। পূর্বে জিন, শয়তানেরা গোপনে প্রথম আসমানের নিকটবর্তী হতো এবং ফেরেশতাদের আলোচনা থেকে তারা ভবিষ্যতে পৃথিবীতে কি কি ঘটবে সে সম্পর্কে জানত।সেই শোনা কথাগুলো জ্যোতিষী, জাদুকর ও গণকদের নিকট বর্ণনা করত। কিন্তু যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটলো। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হলেন। আল্লাহ তাআলা জিন, শয়তানদের এই পথ রুদ্ধ করে দিলেন। আসমানে পাহারাদার নিযুক্ত করলেন, যাতে তারা শয়তানের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে । ফলে জিনরা আর আগের মত সংবাদ শুনতে পায় না।যখনই তারা গোপনে কোন সংবাদ শোনার জন্য আসমানে যায় এবং কোন তথ্য শুনে ফেলে, জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পিছু ধাওয়া করে।পরবর্তীতে তারা এই কথার সাথে শত শত মিথ্যা কথা যুক্ত করে গণক, জ্যোতিষী এবং জাদুকরদের নিকট বলে। যেহেতু এরমধ্যে কিছু কিছু কথা সত্য ছিল,তাই তা বাস্তবে প্রকাশ পায় । কাতাদা (র.) বলেন, ”গ্রহ নক্ষত্র কে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। শয়তানদের জন্য বিতাড়করূপে, মানবকুলের জন্য আলোকবর্তিকারূপে, এবং নিকটতম আকাশের জন্য শোভা সৌন্দর্যরূপে। (কুরতুবী) "

আল্লাহ তাআলা ঊর্ধ্ব জগতকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফাজত করেছেন। তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড যা ফেরেশতাগণ নিক্ষেপ করে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍۙ. اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ۠

"আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে।তবে যে গোপনে শোনে, তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়।"(সূরা আল হিজর আয়াত ১৭-১৮)

اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ِۨلْكَوَاكِبِۚ.وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍۚ. لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍۖ. دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌۙ. اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ۝

"নিশ্চয় আমি কাছের আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছি।আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে হিফাযত করেছি।তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শুনতে পারে না, কারণ প্রত্যেক দিক থেকে তাদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় (উল্কাপিন্ড)।তাড়ানোর জন্য, আর তাদের জন্য আছে অব্যাহত আযাব।তবে কেউ সন্তর্পণে কিছু শুনে নিলে তাকে পিছু তাড়া করে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড।"(সূরা সাফফাত: আয়াত ৬-১০)

وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًاۙ. وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًاۙ۝

"আর নিশ্চয় আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং উল্কাপিন্ড দ্বারা পরিপূর্ণ'।আর আমরা তো সংবাদ শোনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে বসতাম, কিন্তু এখন যে শুনতে চাইবে, সে তার জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড পাবে'।"(সূরা জিন:আয়াত ৮-৯)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ۝

"আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শয়তানদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব।"(সূরা মূলক:আয়াত ৫)

'ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালতের পূর্বে জ্বিনেরা আকাশের উপর গিয়ে কোন জায়গায় বসে পড়তো এবং কান লাগিয়ে এবং একটার সঙ্গে শতটা মিথ্যা মিলিয়ে দিয়ে নিজেদের লোকদেরকে বলতো। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে পয়গম্বর রূপে পাঠানো হলো এবং তার উপর কুরআন কারীম নাযিল হতে শুরু হলো তখন আকাশের উপর কঠোর প্রহরী বসিয়ে দেয়া হলো ঐ শয়তানদের পূর্বের মত সেখানে বসে পড়ার আর সুযোগ রইলো না। যাতে কুরআন

কারীম ও গণকদের কথার মধ্যে মিশ্রণ না ঘটে যায় এবং সত্যের সন্ধানীদের কোন অসুবিধা না হয়।" (তাফসির ইবনে কাসীর)'

এ সম্পর্কে হাদিসেও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন যে, ফেরেশতামণ্ডলী মেঘমালার আড়ালে অবতরণ করেন এবং আকাশের ফায়সালাসমূহ আলোচনা করেন। তখন শয়তানেরা তা চুরি করে শোনার চেষ্টা করে এবং তার কিছু শোনেও ফেলে। অতঃপর তারা সেটা গণকের নিকট পৌছে দেয় এবং তারা তার সেই শোনা কথার সঙ্গে নিজেদের আরো শত মিথ্যা মিলিয়ে বলে থাকে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২১০)

‘ইকরিমাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা‘আলা যখন আকাশে কোন ফায়সালা করেন তখন মালায়িকাহ আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি অতি নম্রভাবে তাদের ডানা ঝাড়তে থাকে; যেন মসৃণ পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। যখন তাদের মনের ভয়-ভীতি দূর হয় তারা (একে অপরকে) জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেছেন? তারা বলেন, তিনি যা বলেছেন, সত্যই বলেছেন। তিনি মহান উচ্চ। যে সময়ে লুকোচুরিকারী (শায়ত্বন) তা শোনে, আর লুকোচুরিকারী এরূপ একের ওপর এক। সুফ্ইয়ান তাঁর হাত উপরে উঠিয়ে আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে দেখান। তারপর শয়তান কথাগুলো শুনে নেয় এবং প্রথমজন তার নিচের জনকে এবং সে তার নিচের জনকে জানিয়ে দেয়। এমনিভাবে এ খবর দুনিয়ার জাদুকর ও জ্যোতিষের কাছে পৌঁছে দেয়। কোন কোন সময় কথা পৌঁছানোর আগে তার উপর অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হয় আবার অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে সে কথা পৌঁছিয়ে দেয় এবং এর সাথে শত মিথ্যা মিশিয়ে বলে। এরপর লোকেরা বলাবলি করে সে কি অমুক দিন অমুক অমুক কথা আমাদের বলেনি? এবং সেই কথা যা আসমান থেকে শুনে এসেছে তার জন্য সব কথা সত্য বলে মনে করে। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৪৮০০)

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর এক দল সাহাবীর সঙ্গে বসা ছিলেন। এমন সময় একটি উল্কা পতিত হল এবং আলোকিত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ এরূপ উলকাপাত হতে দেখলে তোমরা জাহিলী যুগে কি বলতে? তারা বলল, আমরা বলতাম, কোন মহান লোকের মৃত্যু হবে অথবা কোন মহান লোকের জন্ম হবে (এটা তারই আলামাত)। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ কোন লোকের মৃত্যু অথবা জন্মগ্রহণের আলামাত হিসেবে এটা পতিত হয় না, বরং মহা বারাকাতময় ও মহিমান্বিত নামের অধিকারী আমাদের প্রতিপালক যখন কোন আদেশ জারী করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন। তারপর তাদের নিকটতম আসমানের অধিবাসীরা তাসবীহ পড়তে থাকে, তারপর তাদের নিকটতম আসমানের অধিবাসীরা তাসবীহ পড়তে থাকে। এভাবে তাসবীহ ও মহিমা ঘোষণার ধারা এই নিম্নবর্তী আসমানে এসে পৌঁছে যায়। তারপর ষষ্ঠ আসমানের অধিবাসীরা সপ্তম আসমানের অধিবাসীদের প্রশ্ন করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তারা তাদেরকে ব্যাপারটি জানান। এভাবে প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীরা তাদের উপরের আসমানের অধিবাসীদের একইভাবে প্রশ্ন করেন। এভাবে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে এ খবর পৌঁছে যায়। শাইতানেরা এ তথ্য শুনবার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। তখন এদের উপর উলকা ছুঁড়ে মারা হয়। এরা কিছু তথ্য এদের সহগামীদের নিকট পাচার করে। এরা যা সংগ্রহ করে তা তো সত্য, কিন্তু তারা এতে কিছু পরিবর্তন ও কিছু বৃদ্ধি ঘটায়। (জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ৩২২৪)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃএকদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবাগণের একটি দলের সাথে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন আসমানী খবর ও শয়তান দের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শয়তান েরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, ‘কী ব্যাপার তোমাদের?’ শয়তান েরা বলল, ‘আসমানে আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে, আমাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে।’ তারা বলল, ‘তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চয় কোন নতুন কারণ আছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রমণ করে দেখ, কিসে তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত

করছে?' সুতরাং তাদের যে দলটি তিহামার দিকে যাত্রা করেছিল, তারা রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) - এর প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি তখন উকায বাজারের যাত্রা পথে নাখলা নামক জায়গায় সাহাবাগণকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। সুতরাং তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। অতঃপর বলল, 'এটাই তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?' সুতরাং তারা (সেখানে ঈমান এনে) নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।" (জ্বিনঃ ১-২) অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ নবীর উপর উক্ত সূরা জ্বিন অবতীর্ণ করলেন। আর তা ছিল জ্বিনদের কথা। (বুখারী ৪৯২১, মুসলিম ১০৩৪নং)

"হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, শয়তানরা ইতিপূর্বে আসমানী বৈঠকে বসে ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলোচনা শুনতো। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) রাসূলরূপে প্রেরিত হলেন তখন এক রাত্রে শয়তানদের প্রতি এক বড় অগ্নিশিখা নিক্ষিপ্ত হলো, যা দেখে তায়েফবাসীরা বিচলিত হয়ে পড়লো যে, সম্ভবতঃ আকাশবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো। তারা লক্ষ্য করলো যে, ক্রমান্বয়ে তারকাগুলো ভেঙ্গে পড়ছে এবং অগ্নিশিখা উঠতে রয়েছে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত তীক্ষ্ণতার সাথে চলতে রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসী তাদের গোলামগুলো আযাদ করতে এবং পশু আল্লাহর পথে চেড়ে দিতে শুরু করলো। পরিশেষে আবদে ইয়ালীল ইনে আমর ইবনে উমায়ের তাদেরকে বললোঃ "হে তায়েফবাসী! তোমাদের মালগুলো তোমরা ধ্বংস করছো কেন? তোমরা নক্ষত্রগুলোকে গুণে পড়ে দেখো। যদি তারকাগুলোকে নিজ নিজ জায়গায় পেয়ে যাও তবে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়নি। বরং এসব ব্যবস্থাপনা শুধু ইবনে আবী কাবশা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর জন্যেই হচ্ছে। আর যদি তোমরা দেখতে পাও যে, সত্যি সত্যিই তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে নেই তবে নিশ্চিতরূপে জানবে যে, আকাশবাসীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা তখন নক্ষত্রগুলো গুণে পড়ে দেখলো এবং দেখতে পেলোলা যে, তারকাগুলো নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানেই রয়েছে। এ দেখে তায়েফবাসীরাও আশ্বস্ত হলো এবং শয়তানরাও পালিয়ে গেল। তারা ইবলীসের কাছে গিয়ে তাকে ঘটনাটি শুনালো। ইবলীস তখন তাদেরকে বললোঃ তোমরা প্রত্যেক এলাকা হতে আমার নিকট মাটি নিয়ে এসো।" তারা তার নিকট মাটি নিয়ে আসলো। সে মাটি

শুকলো এবং বললোঃ “এর হেতু মক্কায় রয়েছে।” নাসীবাইনের সাতজন জ্বিন মক্কায় পৌঁছলো। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে হারামে নামায পড়াচ্ছিলেন এবং কুরআন কারীম পাঠ করছিলেন। কুরআন শুনে ঐ জ্বিনদের অন্তর কোমল হয়ে যায়। আরো নিকটে গিয়ে তারা শুনতে থাকে এবং এতে মুগ্ধ হয়ে তারা মুসলমান হয়ে যায় এবং নিজেদের কওমকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়।"(তাফসির ইবনে কাসির)

গণক, জাদুকর বা জ্যোতির্বিদ থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এরা শয়তানের দোসর। এরা মিথ্যা কথা বলে আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। শির্ক এবং কুফরে লিপ্ত করে। আমরা তাদের মিথ্যা ভবিষ্যৎ বাণীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবো না।

হারাম খাদ্য

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খাবারের নিয়ামত প্রদান করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কিছু খাবারকে আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য হালাল করেছেন আর কিছু খাবার হারাম করেছেন। হালাল থেকে ভক্ষণ করতে বলেছেন আরাম খাদ্য খেতে নিষেধ করেছেন ।কিন্তু হারাম খাদ্য খেতে উৎসাহ প্রদান করে শয়তান। তার উদ্দেশ্য আমাদের হালাল থেকে দূরে রাখা।

আল্লাহ তায়ালা যেসব খাদ্য হারাম করেছেন তা হলো মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস,যেসব গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করা হয় বা যা যবেহ কালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি। তবে কেউ যদি বাধ্য হয়ে কোন বিপদে পড়ে হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে তা ক্ষমা করে দেবেন।যদি কেউ শিকারি জন্তুর দ্বারা কোন জন্তু শিকার করে, তাহলে সেটিকে পাঠানোর পূর্বে বিসমিল্লাহ বললেই উক্ত শিকার করা পশু হালাল হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ

"আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক।"(সূরা আনআম :আয়াত ১২১)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু।"(সূরা বাকারা আয়াত ১৬৮)

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(সূরা বাকারা :আয়াত ১৭৩)

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِىْ مَآ اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"বল, ‘আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশ্ত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"(সূরা আনআম : আয়াত ১৪৫)

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

তিনি তো তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশ্ত এবং যে জন্তুর যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মুতাবেক গ্রহণ করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।(সূরা নাহাল :আয়াত ১১৫)

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তা ছাড়াও অনেক খাদ্য হারাম রয়েছে,যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হাদিসের মাধ্যমে অবগত করেছেন। আবার কিছু খাদ্য সংজ্ঞার দিক থেকে হারামের মধ্যে পড়লেও তা হালাল করা হয়েছে। যেমন, সমুদ্রের মৃত প্রাণী ও টিড্ডি,দুই প্রকারের রক্ত কলিজা, প্লীহা।অপরদিকে সকল প্রকার দাঁতওয়ালা হিংস্র প্রাণী ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে তিনি অনুমতি দিয়েছেন। এ ব্যাপারে হাদিস গুলো নিম্নরূপ :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সমুদ্রে যাত্রা করি এবং পান করার জন্য সামান্য (মিঠা) পানি বহন করি। আমরা যদি তা দিয়ে উযু করি তাহলে পিপাসায় থাকত হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করব কি? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রানী (খাওয়া) হালাল।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৮৩)

আবদুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের জন্য দু প্রকারের মৃতজীব ও দু ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত জীব দুটি হল মাছ ও টিড্ডি এবং দু প্রকারের রক্ত হল কলিজা ও প্লীহা।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৩১৪)

আবূ সা'লাবা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাঁতওয়ালা যাবতীয় হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫৩০)

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেনঃ খাইবারের দিনে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেছেন। আর ঘোড়ার গোশ্তের ব্যাপারে তিনি অনুমতি প্রদান করেছেন।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫২০)

শয়তান মানুষের নিকট আগমন করে এবং আল্লাহ কর্তৃক হালাল বস্তুগুলো তার নিকট হারাম করে দেয় প্ররোচনার মাধ্যমে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি আমার সমস্ত বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দীন থেকে বিচ্যুত করে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সেসব জিনিস তাদের ওপর হারাম করে দেয়। (সহীহ মুসলিম হা: ২৮৬৫)

হারাম খাদ্য,পানীয়, পোশাক গ্রহণ করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন না। হারাম দ্বারা যে শরীর প্রতিপালিত হয় তা জান্নাতে যেতে পারবে না।

আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে দেহ হারাম দ্বারা প্রতিপালিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।
(মিশকাত, হাদিস নং ২৭৮৭)।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ হে লোক সকল ! আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ক্ববূল করেন না। আল্লাহ তাঁর রাসূলদেরকে যেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন, মু'মিনদেরকেও সেসব বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ "হে

রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবগত" – (সূরা আল-মু'মিনূন ৫১)। তিনি আরো বলেনঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে রিযিক্ব দিয়েছি তা হতে পবিত্র বস্তু আহার কর" – (সূরা আল –বাক্বারাহঃ ১৭২)। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত এবং সারা শরীর ধূলি মলিন। সে আসমানের দিকে হাত দরায করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দু'আ কিভাবে ক্ববূল হতে পারে।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৯৮৯)

মৃত পশু যদিও হারাম, তবুও তার উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। মৃত পশুর চামড়া শুকিয়ে ব্যবহার করার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেনঃ একবার নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এটির মালিকদের কী হল, তারা যদি এটির চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ করত!
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫৩২)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার সদকা গ্রহণ করতেন না।একবার তিনি একটি খেজুর পান কিন্তু আশঙ্কা করেন যদি সাদকার খেজুর হয়। তাই তিনি তা গ্রহণ করেননি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুও একবার তার ক্রীতদাস থেকে প্রাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে যখন তিনি জানতে পারেন এটি হারাম উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তখন তিনি তা বমি করে ফেলে দেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীরা কি পরিমাণ সতর্ক থাকতেন আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য যা নিষেধ করেছেন তার ব্যাপারে। নিম্নে হাদিস গুলো উল্লেখ করা হলো,

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, (একদা) পথ অতিক্রমকালে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, এটা যদি সদাকার খেজুর বলে সংশয় না থাকতো, তবে আমি তা খেতাম। আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে হাম্মাম (রহঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন আমার বিছানায় পড়ে থাকা খেজুর আমি পাই।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২০৫৫)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃহাসান ইব্নু ‘আলী (রাঃ) সদাকাহ্র খেজুর হতে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে দেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাখ্-কাখ্ বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা সদকা খাই না।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩০৭২)

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আবূ বকর (রাঃ) - এর একজন ক্রীতদাস ছিল। সে প্রতিদিন তার উপর ধার্য কর আদায় করত। আর আবূ বকর (রাঃ) তার দেওয়া কর হতে আহার করতেন। একদিন সে কিছু খাবার জিনিস এনে দিল। তা হতে তিনি আহার করলেন। তারপর গোলাম বলল, আপনি জানেন কি ওটা কিভাবে উপার্জিত করা হয়েছে যা আপনি খেয়েছেন? তিনি বললেন, বলত কিভাবে? গোলাম উত্তরে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গণনা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ভবিষ্যৎ গণনা আমার ভালভাবে জানা ছিল না। তথাপি প্রতারণা করে তা করেছিলাম। আমার সাথে তার দেখা হলে গণনার বিনিময়ে এ দ্রব্যাদি সে আমাকে হাদীয়া দিল যা হতে আপনি আহার করলেন। আবূ বকর (রাঃ) এটা শুনামাত্র মুখের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিলেন এবং পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সবই বমি করে দিলেন।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৮৪২)

ইসলামে হালাল এবং হারামকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এই দুইয়ের মাঝে আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সন্দেহপূর্ণ। যেটি হালাল নাকি হারাম!এক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এতে করে দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা পাবে। সন্দেহজনক বিষয় লিপ্ত হলে শয়তান আমাদের প্ররোচিত করবে যার ফলে আমরা আল্লাহর নিকট থেকে দূরে সরে যাব।

নু'মান ইব্নু বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারাম ও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয় হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল ক্বলব (অন্তর)।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫২)

শয়তান আমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে আমরা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকে ঝুঁকে যায়। খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের অধিক সতর্ক থাকতে হবে। শয়তান আমাদেরকে হারামে লিপ্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। আমাদের অন্তরকে আল্লাহর দিকে রজু করতে হবে,হালাল খাদ্য ভক্ষণ করতে হবে এবং সর্বদা আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে পানাহ চাইতে হবে

শয়তানের মাথা

জাহান্নামীদের খাদ্য হচ্ছে যাক্কুম। যার গাছ জাহান্নামের তলদেশে আগুনের মধ্যে উৎপন্ন হবে।যাক্কুম শয়তানের মাথার মতো দেখতে । যাক্কুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ‘যাক্কুম’–এর একটি বিন্দুও যদি দুনিয়াতে পতিত হতো তাহলে দুনিয়াবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে যেত। আর এটা যাদের খাদ্য হবে তাদের কি অবস্থা হবে।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৫৮৫)

যাক্কুম এর এক বিন্দু দুনিয়ায় পতিত হলে যদি দুনিয়ার জীবন দুর্বিষহ হয়ে যায় তাহলে জাহান্নামের যাদের খাদ্য হবে তবে অবস্থা হবে কিরূপ ভয়াবহ হবে তা অকল্পনীয় । আর এটাকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করে শয়তানের ভয়াবহ আকৃতিকেও মানুষের কাছে কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও মানুষ শয়তানকে দেখতে পায় না কিন্তু এটার মাধ্যমে মানুষ কিছুটা অনুধাবন করতে পারে শয়তান কতটা কুৎসিত,কদর্য।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ. اِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ. اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ. طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ. فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

“আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম না যাক্কূম* বৃক্ষ? নিশ্চয় আমি তাকে যালিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা।নিশ্চয় এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়।এর ফল যেন শয়তানের মাথা।নিশ্চয় তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে।”(সূরা সফফাত :আয়াত ৬২-৬৬)

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি এটা যালিমদের জন্যে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা স্বরূপ।' কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যাকূম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের জন্যে ফিতনা হয়ে গেছে। তারা বলেঃ “আরে দেখো, দেখো। এ নবী বলে কি শুন! আগুনে নাকি গাছ

হবে? আগুন তো গাছকে জ্বালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা কোন ধরনের কথা?" তাদের একথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "নিশ্চয়ই এ বৃক্ষ উদ্গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে।' হ্যা, এই গাছ আগুন থেকেই জন্মে এবং আগুনই ওর খাদ্য। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবু জেহেল এ কথা শুনে হাসিতে ফেটে পড়তো এবং বলতোঃ "আমি তো মজা করে খেজুর ও মাখন খাবো এবং এরই নাম যাক্কূম। মোটকথা এটাও একটা পরীক্ষা। ভাল লোকেরা এতে ভয়ে আঁৎকে উঠে, আর মন্দ লোকেরা একে হেসে উড়িয়ে দেয়।

যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ"আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটিও শুধু মানুষের জন্যে। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু এটা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।"(১৭:৬০)

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ "ওর মোচা যেন শয়তানের মাথা।' এ কথা দ্বারা উক্ত গাছের কদর্যতা বর্ণনা করা হয়েছে।

অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, শয়তানের মস্তক আকাশে প্রতিষ্ঠিত। এ গাছের মোচাকে শয়তানের মস্তকের সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেউ কখনো শয়তানকে দেখেনি, তবুও তার নাম শুনামাত্রই তার জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে ভেসে ওঠে। উক্ত গাছেরও অবস্থা এইরূপ। এর ভিতর ও বাহির উভয়ই খারাপ। (ইবনে কাসির)

শয়তানের মাথা দেখতে কিরূপ তা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।উক্ত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছের মাথা কে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করেছে।

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আয়িশাহ (রাঃ) এর নিকট ফিরে এসে বললেনঃ আল্লাহ্‌র কসম! কূপটির পানি (রঙ) মেহদী মিশ্রিত পানির তলানীর ন্যায়। আর পার্শ্ববর্তী খেজুর গাছের মাথাগুলো শয়তানের মাথার ন্যায়।

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৭৬৬)

শয়তানের মাথা ছাড়াও হাদিসে শয়তানের অবয়ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। শয়তানের শিং আছে,কালো কুকুর শয়তান।এছাড়াও শয়তান মানুষের আকৃতিও ধারণ করে

থাকে।যেমন ,বদরের যুদ্ধে সুরাকাহ ইবনু মালিকের আকৃতিতে,আবু হুরাইরা(রা.)নিকট অভাবগ্রস্থ ব্যাক্তির বেশে।

"রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করে বলেছেনঃ তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায়ের ইচ্ছা করবে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয়।"
(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫৭০)

"আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট ঘোর কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ তা শয়তান।"
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩২১০)

শয়তানের ভাই

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا. اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

"আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না।নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।"(সূরা আল ইসরা :আয়াত ২৬ - ২৭)

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আরাফ: আয়াত ৩১)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, অপব্যয়কারী হচ্ছে শয়তানের ভাই।আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের বলেছেন, তোমরা খাও, পান করো, তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন তোমরা ব্যয় কর কিন্তু তোমরা অপচয়কারী হয়ো না। কেননা আল্লাহতায়ালা অপচয়কারী কে পছন্দ করেন না।

আবদুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃ
"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা পানাহার করো, দান-খয়রাত করো এবং পরিধান করো যাবত না তার সাথে অপচয় বা অহংকার যুক্ত হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৬০৫)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আল্লাহর বাণীঃ “তোমরা যা কিছু খরচ করো আল্লাহ তার বিনিময় দেন, তিনি উত্তম রিযিকদাতা” (৩৪:৩৯) সম্পর্কে বর্ণিত। তিনি এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহর এই ওয়াদা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন তোমরা অপচয় করবে না এবং কার্পণ্যও করবে না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪৪৫)

আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে বান্দা অপচয়কারী না হয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ,

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا۝

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।"(সূরা ফুরকান :আয়াত ৬৭)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا۝

"আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে।" (সূরা ইসরা :আয়াত ২৯)

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে বান্দাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, তুমি তোমার তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না অর্থাৎ তুমি কৃপণতা করো না, আবার ধন-সম্পদ উজাড় করেও দিয়ো না তাহলে তুমি নিন্দিত নিঃস্ব হয়ে যাবে। বরং মধ্যপন্থা অবলম্বনে নির্দেশ দিয়েছেন।

দান এবং কৃপণতার ব্যাপারে হাদিসেও নির্দেশনা এসেছে। নিম্নোক্ত হাদিস থেকে আমরা বিষয়গুলো জানতে পারি :

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, "কৃপণ ও সদকা দানকারীর দৃষ্টান্ত এমন দু’ব্যক্তির মত, যাদের পরিধানে দুটি লোহার বর্ম রয়েছে যা তাদের বুক হতে কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। দাতা ব্যক্তি যখন দান করে তখন বর্মটি তার সম্পূর্ণ দেহ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায়। এমনকি

হাতের আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ঢেকে ফেলে ও (পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুলন্ত বর্ম) পদচিহ্ন মুছে ফেলে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন যৎসামান্যও দান করতে চায়, তখন যেন বর্মের প্রতিটি আংটা যথাস্থানে সেঁটে যায়, সে তা প্রশস্ত করতে চেষ্টা করলেও তা প্রশস্ত হয় না।"
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪৪৩)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ প্রতিদিন সকালে দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৪৪২)

পরিশেষে বলা যায়, আমরা শয়তানের পথ অনুসরণ করে তার ভাই হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করব না।কৃপণতা করবো না, আবার সম্পদ উজাড় করেও দেব না। বরং আমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করব যেভাবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশু

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُ ؕ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ؕ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُ ۚ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

"যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, ‘হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ’।
অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল, বলল, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে’। আর আল্লাহই ভাল জানেন সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে। ‘আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয় এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। আর নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয় দিচ্ছি’।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৩৫-৩৬)

ইমরান পত্নী ছিলেন হান্না বিনতে ফাকুদ।তার কোন সন্তান ছিল না। একদিন তিনি একটি পাখিকে দেখলেন যে,পাখিটি তার বাচ্চাগুলোকে আদর করছে। এতে করে তার মধ্যে মাতৃত্ববোধ জাগ্রত হল এবং তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে আন্তরিকতার সাথে সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল করলেন। গর্ভাবস্থায় তিনি তার সন্তানকে বায়তুল মাকদিসের সেবক রূপে উৎসর্গ করেন।মারিয়াম বিনতে ইমরান যখন গর্ভে ছিলেন তখন তার পিতা ইন্তেকাল করেন। মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা চেয়েছিলেন পুত্র সন্তান কিন্তু তিনি দেখলেন যে আল্লাহ তাকে কন্যা সন্তান দান করেছেন।তখন তিনি তার অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয় এবং তার নাম রাখলেন মারিয়াম। তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন যে, মারিয়াম ও তার সন্তানকে বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করলেন এবং মারিয়াম আলাইহিস সালাম ও তার সন্তান ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছেন ।

এ ব্যাপারে হাদিসে এসেছে -আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃআমি আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, এমন কোন আদম সন্তান নেই যাকে জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে না। জন্মের সময় শয়তানের স্পর্শের কারণেই সে চিৎকার করে কাঁদে। তবে মারইয়াম এবং তাঁর ছেলে (ঈসা) (‘আঃ)-এর ব্যতিক্রম। অতঃপর আবূ হুরায়রা বলেন, “হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জন্য বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
-(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৪৩১)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “মারয়্যাম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত প্রত্যেক আদম-সন্তান (শিশু)কে তার মা যেদিন ভূমিষ্ঠ করে, সেদিন শয়তান তাকে স্পর্শ করে।”
- (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬২৮৪)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “প্রত্যেক আদম-সন্তানের জন্মের সময় তার দুই পাঁজরে শয়তান নিজ আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা মারে। তবে ঈসা বিন মারয়্যামকে মারেনি। তাঁকে খোঁচা মারতে গিয়ে সে পর্দায় খোঁচা মেরেছিল।” (বুখারী ৩৮২৬ নং)

উপরের আয়াত এবং হাদিসে বলা হয়েছে যে মারিয়াম ও ঈসা আলাইহিস সালাম ব্যতীত সকল শিশুই যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন শয়তান তাকে স্পর্শ করে। আর শয়তানের স্পর্শের কারণেই শিশু কান্না করে। তাই পিতা মাতার উচিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই আল্লাহ তায়ালার নিকট শয়তানের অনিষ্ট থেকে সন্তান ও পরবর্তীদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা।যেমনটি মারিয়াম আলাইহিস সালামের মা করেছিলেন।

শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ

কিছু মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানকে নিজেদের অভিভাবক বানিয়েছে। আল্লাহর সাথে শরিক করে নিজেদেরকে জাহান্নামের জ্বালানি করেছে। শয়তানের অভিভাবকত্ব সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ؕ۝

"‘আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে’। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।"(সূরা নিসা :আয়াত ১১৯)

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ.۝۝

"নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই।তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।"(সূরা নাহল :আয়াত ৯১ -১০০)

يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ؕ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ۝۝

"হে বনী আদম, শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় সে ও তার দলবল তোমাদেরকে

দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি শয়তানদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না" (সূরা আরাফ আয়াত ২৭)

فَرِيْقًا هَدٰى وَفَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ۝

"এক দলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেক দলের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয় তারা শয়তানদেরকে আল্লাহ ছাড়া অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে। আর তারা মনে করে যে, নিশ্চয় তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।"(সূরা আরাফ :আয়াত ৩০)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِىْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا۝

"আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়!"(সূরা কাহাফ :আয়াত ৫০)

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ۬ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۝

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"(সূরা বাকারা আয়াত ২৫৭)

আল্লাহ কাফেরদের জন্য শয়তানকে অভিভাবক বানিয়েছেন। তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেন। আল্লাহ তাআলা যেসব কাজ নিষেধ করছেন, শয়তান তাদের সেসব কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং তা সম্পাদন করতে নির্দেশ দেয়। ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃত সাধন করে, আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে বাস্তবায়ন করে।আল্লাহ তাআলা একদল

মানুষের কথা বলেছেন, যারা শয়তানকে অভিভাবক মানে আর ভাবে যে তারা হেদায়েতের উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মূলত তারা স্পষ্ট গোমরাহের মধ্যে রয়েছে।

ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন, শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা, শয়তান তাকে ধোকা দিতে রয়েছে, শয়তান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামতের দিন শয়তান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য ছিল। আর আমি তো ওয়াদা ভঙ্গকারী। তোমাদের উপর আমার কেনি জোর ছিল না। আমার আহ্বান শুনামাত্রই তোমরা নির্বোধের মত কেন তাতে সাড়া দিয়েছিলে? এখন আমাকে ভৎসনা করছো কেন? বরং তোমরা নিজেকেই ভৎসনা কর।' শয়তানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।

আল্লাহ হলেন মুমিনদের অভিভাবক। আর তিনি শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। শয়তান আমাদের পিতা-মাতাকে বিভ্রান্ত করেছিল।আমাদের বিভ্রান্ত করতেও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা সেই বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ۝

"তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে বহু অভিভাবক গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ, তিনিই হলেন প্রকৃত অভিভাবক; তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বক্ষমতাবান"।(সূরা শুরা :আয়াত ৯)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ۝

"তা এজন্য যে, নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। আর নিশ্চয় কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই।"(সূরা মুহাম্মদ ;আয়াত ১১)

اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُتَّقِيْنَ۝

"তারা আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয় যালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।"(সূরা জাসিয়াহ :আয়াত ১৯)

اِنَّ وَلِيِّ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ۝

"‘নিশ্চয় আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের দেখাশোনা করেন।"(সূরা আরাফ :আয়াত ১৯৬)

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ۝

"নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও মুমিনগণ। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।"(সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৬৮)

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ اَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ۝

"হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন’।(সূরা ইউসুফ: আয়াত ১০১)

আল্লাহ যার অভিভাবক তার কোন চিন্তা নেই। আমরাও ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো দোয়া করব,’ হে আমার রব, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক;আপনি আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং নেককারদের সাথে যুক্ত করুন।’

হাদিসে কুদসিতে এসেছে - রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দুশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করেছি, তা দ্বারা কেউ আমার নৈকট্য লাভ করবে না। আমার বান্দা সর্বদা নফল ‘ইবাদাত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মু’মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি। (সহিহ বুখারী,)

শয়তান মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়

শয়তান মানুষকে মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۝

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।(সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৮)

اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

নিশ্চয় সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জান না।(সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শয়তানের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।(সূরা আন-নূর : আয়াত ২১)

শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পাপ কাজে যুক্ত হতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের উত্তম উপদেশ প্রদান করেন। তিনি আমাদের

ইনসাফ, সদাচার, নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ করেন। শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ۝

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।(সূরা নাহাল : আয়াত ৯০)

আল্লাহ তাআলা আমাদের যে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছেন সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করব। এরূপ মন্দ ও অশ্লীল কর্মের ব্যাপারে আমরা আল্লাহর নিকট শয়তানের থেকে পানাহ চায়।

শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায়

আল্লাহ তায়ালা হলেন আর-রাজ্জাক। তিনি সকল সৃষ্টির রিজিকদাতা।তিনি আমাদের প্রাপ্ত রিজিক হতে উত্তম বস্তু দান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসল, টাকা-পয়সা এগুলো তাঁর রাস্তায় ব্যয় করতে বলেছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বস্তু দান করতে নিষেধ করেছেন। কেননা নিকৃষ্ট বস্তু তো আমরা নিজেরাই গ্রহণ করব না। তাহলে আল্লাহ তাআলা তা গ্রহণ করবেন কেন? আল্লাহ তাআলা অভাবমুক্ত,তিনিই আমাদের রিজিকদাতা। তিনি আমাদের সম্পদ দান করেন। কিন্তু শয়তান মানুষকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায়, অন্যায় কাজে প্ররোচিত করে। শয়তান মানুষকে বলে তুমি যদি দান করো তাহলে তোমার সম্পদ কমে যাবে। তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে, নিঃস্ব হয়ে পড়বে। মানুষের অন্তরে কৃপণতা সৃষ্টি করে তার মনকে সংকুচিত করে।ফলে মানুষ দান সদকা থেকে বিরত থাকে আর দান করলেও নিকৃষ্ট বস্তু দান করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۭ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ. اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاۗءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۝۲۶۸

"হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"(সূরা বাকারা : আয়াত ২৬৮)

হযরত বারা' বিন আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ খেজুরের মৌসুমে আনসারগণ নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী খেজুরের গুচ্ছ এনে মসজিদে নব্বীর (সঃ) দুটি স্তম্ভের মধ্যে ঝুলানো রজ্জুতে ঝুলিয়ে দিতেন। ঐগুলো আসহাব-ই-সুফফা ও দরিদ্র মুহাজিরগণ ক্ষুধার সময়

খেয়ে নিতেন। সাদকার প্রতি আগ্রহ কম ছিল এরূপ একটি লোক ওতে খারাপ খেজুরের একটি গুচ্ছ এনে ঝুলিয়ে দেয়। সেই সময়। এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং তাতে বলা হয়, যদি তোমাদেরকে এই রকমই জিনিস উপঢৌকন স্বরূপ দেয়া হয় তবে তোমরা তা কখনও গ্রহণ করবে না। অবশ্য মনে না চাইলেও যদি লজ্জার খাতিরে তা গ্রহণ করে নাও সেটা অন্য কথা। এই(২৬৭) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই ভাল ভাল খেজুর নিয়ে আসতেন। (ইবনে জারীর)

শয়তানের ধোকার বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ :

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আদম সন্তানের প্রতি শাইতানের এক স্পর্শ রয়েছে এবং ফেরেশতারও এক স্পর্শ রয়েছে। শাইতানের স্পর্শ হচ্ছে মন্দ কাজের প্ররোচনাদান ও সত্যকে অস্বীকার করার। ফেরেশতার স্পর্শ হচ্ছে কল্যাণের কাজে উৎসাহিত করা এবং সত্যকে স্বীকার করা। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এরূপ নেকীর স্পর্শ অনুভব করে সে যেন জ্ঞাত হয় যে, এটা আল্লাহ তা’আলার পক্ষ হতে এবং এজন্য সে যেন আল্লাহ তা’আলার প্রতি শুকরিয়া আদায় করে। আর কেউ নিজের মধ্যে এর বিপরীত স্পর্শ উপলব্ধি করলে সে যেন তখন শাইতান হতে আল্লাহ তা’আলার নিকট আশ্রয় চায়। তারপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “শাইতান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তা’আলা তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ তা’আলা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ” – (সূরা আল –বাক্বারাহ ২৬৮)।
-(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৯৮৮)

যখন কারো মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ্ তা'আলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং আল্লাহ্র ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি মনে

ধারণা জন্মে যে, দান-সদকা করলে গোনাহ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়্যত ও কর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। (তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়া)

আমাদের নিকট বিদ্যমান থাকা উত্তম এবং পছন্দনীয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ۝

তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।(সূরা আলে ইমরান :আয়াত ৯২)

দান সদকা করলে সম্পদ কখনো কমে যায় না।যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে সম্পদ কমে যাচ্ছে।কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সম্পদ আরও অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে যে সম্পদ কমে যাচ্ছে সেই ব্যাপারটার দিকে ইঙ্গিত করেই শয়তান মানুষকে ভয় দেখায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِیْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ یُضٰعِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ۝

যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ’ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।(সূরা বাকারা : আয়াত ২৬১)

পবিত্র ও উত্তম বস্তু, যা আমরা নিজের জন্য ভালোবাসি তা আল্লাহর রাস্তায় দান করব। শয়তান যদি তখন আমাদের দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং আমাদের সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা স্মরণ করায়, তবে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করব। আল্লাহ প্রাচুর্যময়। আমরা আল্লাহর নিকট উত্তম সম্পদ কামনা করব ও তা সঠিক জায়গায় ব্যয় করব। শয়তানের কুমন্ত্রণার পরোয়া করব না।

শয়তান কুফরীর আদেশ দেয়

শয়তান মানুষকে কুফরির আদেশ দেয়। যখন মানুষ তার ধোঁকায় পড়ে কুফুরি করে, তখন শয়তান নিজেকে তার দায় থেকে মুক্ত করে নেয় এবং বলে আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহ কে ভয় করি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّىْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

"(এরা) শয়তান-এর ন্যায়, সে মানুষকে বলেছিল, 'কুফরি কর', অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয় আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি।"(সূরা হাশর : আয়াত ১৬)

'আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার মত অন্যান্য মুনাফিকদের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা ইয়াহূদী বানী নাযীরের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। তারা তাদের সাথে ওয়াদা ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বলেঃ "আমরা তোমাদের সঙ্গেই রয়েছি। প্রয়োজনে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবে। যদি তোমরা পরাজিত হয়ে যাও এবং তোমাদেরকে মদীনা হতে বহিষ্কার করে দেয়া হয় তবে আমরাও তোমাদের সাথে এই শহর ছেড়ে চলে যাবো ।কিন্তু আসলে এই ওয়াদা করার সময় তা পূরণের নিয়তই তাদের ছিল না। তাদের এই মনোবলই ছিল না যে, তারা এরূপ করতে পারে, যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং বিপদের সময় তাদের সাথে থাকে। বদনামের ভয়ে যদি তারা তাদের সাথে যোগও দেয়, কিন্তু তখনো তারা যুদ্ধক্ষেত্রে স্থির থাকতে পারবে না, বরং কাপুরুষতা প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে। অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। এটা ভবিষ্যতের জন্যে শুভ সংবাদ।

আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিঃ এদের (মুনাফিকদের) তুলনা শয়তান- যে মানুষকে বলেঃ কুফরী কর, অতঃপর যখন সে কুফরী করে তখন শয়তান বলেঃ 'তোমার সাথে আমার

কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মুনাফিকদের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে এই ইয়াহূদীদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হওয়া ও তাদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করা, অতঃপর সুযোগেমত এই মুনাফিকদের ঐ ইয়াহূদীদের কাজে না আসা, যুদ্ধের সময় তাদেরকে সাহায্য না করা এবং তাদের নির্বাসনের সময় ঐ মুনাফিকদের তাদের সঙ্গী না হওয়া, একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বুঝাচ্ছেনঃ দেখো, শয়তান এই ভাবেই মানুষকে কুফরী করতে উত্তেজিত করে। অতঃপর যখন সে কুফরী করে বসে তখন সে নিজেই তাকে তিরস্কার করতে শুরু করে এবং নিজেকে আল্লাহ্ ওয়ালা বলে প্রকাশ করে। ঐ সময় সে বলেঃ নিশ্চয়ই আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরকে ভয় করি।'(তাফসীর ইবনে কাসীর)

মন্দকে সুশোভিত করে

শয়তান আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প নিয়ে এসেছে।সে মানুষের নিকট আসে আর তার পাপ কাজকে তার সামনে শোভনীয় করে উপস্থাপন করে। ফলে তারা সৎ পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।অবাধ্য হয়। আল্লাহর সাথে শরীক করে। আর শয়তান তাদের এই পাপ কাজগুলোকে সঠিক বলে আশ্বস্ত করে। একের পর এক মন্দ কাজে উৎসাহিত করে। ফলে তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।হেদায়াত প্রকাশিত হলেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। যার প্রতিফল জাহান্নাম।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ۬ۙ

"সে বলল, ‘হে আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই যমীনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয় তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব’।"(সূরা আল হিজর : আয়াত ৩৯)

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

"সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শয়তান তাদের জন্য তা শোভিত করেছে।"(সূরা আনআম : আয়াত ৪৩)

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكُمْ اِنِّيْٓ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ ۭ وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ۝

"আর যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলসমূহ সুশোভিত করল এবং বলল, ‘আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের উপর কোন বিজয়ী নেই এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী’। অতঃপর যখন দু’দল একে অপরকে দেখল, তখন সে পিছু হটল এবং বলল, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠিন আযাবদাতা’।"(সূরা আনফাল : আয়াত ৪৮)

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَآ اِلٰٓى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

"আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।!"(সূরা নাহাল : আয়াত ৬৩)

وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۡ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ۝

"আর ‘আদ ও সামূদকে (আমি ধ্বংস করেছিলাম), তাদের আবাসভূমির কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। আর শয়তান তাদের কাজ তাদের চোখে শোভিত করে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, যদিও তারা ছিল বিদগ্ধ।"(সূরা আনকাবুত : আয়াত ৩৮)

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ۙ

‘আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য সৌন্দর্যমন্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না’।(সূরা নামাল : আয়াত ২৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ۭ وَاَمْلٰى لَهُمْ ۚ

"নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শয়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে।" (সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ২৫)

“যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। তারা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত হয়েছে। এটা হলো মুনাফিকদের অবস্থা। তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত তারা বাইরে প্রকাশ করে থাকে। কাফিরদের সাথে মিলেজুলে থাকার উদ্দেশ্যে এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের আনুকূল্য করে তাদেরকে বলেঃ “তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো।”(ইবনে কাসির)

দুনিয়া প্রীতি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ

নিম্নের আয়াতে বনি ইসরাঈলের একজন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। তার নাম ছিল বাল'আম ইবনে বাউর(মতভেদ রয়েছে) ।সে ইসমে আজম জানতো। তার দোয়া আল্লাহর নিকট কবুল হতো। মূসা আলাইহিস সালাম তাকে দ্বীনের দায়ী হিসেবে মাদইয়ানে প্রেরণ করেন। সেই দেশের বাদশা তাকে নিজের করে নেয় এবং তাকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করেন। একবার মুসা আলাইহিস সালাম যুদ্ধে বের হলেন। তখন লোকেরা আশঙ্কা করে যে, তারা মুসা আলাইহিস বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হতে পারবেনা। তাই তারা বালআমের নিকট অনুরোধ করে, যেন সে মূসা আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট দোয়া করে। কিন্তু বালআম দোয়া করতে আপত্তি জানায়। সে বলে, 'আমি যদি দোয়া করি তাহলে আমার দুনিয়া ও আখেরাত সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে।' কিন্তু তারা তাকে ছাড়লো না। তারা তাকে অনেক উপঢৌকন প্রদান করল, জোর জবরদস্তি করলো।ফলে সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ল ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। অবশেষে শয়তানের ধোকায় পড়ে সে দোয়া করল।কিন্তু তার দোয়া কবুল হলো না। বরং আল্লাহ তা'আলা তার দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি রহিত করে দেন।

শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বালআম নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে।অথচ আল্লাহ তাকে জ্ঞান দান করেছিল।তিনি তার দোয়া কবুল করতেন। কিন্তু সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে আর শয়তানের অনুসরণ করেছে । কুরাআনে আল্লাহ তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে, যার উপর বোঝা চাপিয়ে দিলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে আর বোঝা না চাপালেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

“আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহবা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহবা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে।”(সূরা আরাফ :আয়াত ১৭৫-১৭৬)

প্রবৃদ্ধির অনুসরণ করে যে চলে আল্লাহ তায়ালা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেন। তার কান এবং অন্তরে মোহর মেরে দেন আর চোখের উপর পর্দা স্থাপন করেন, যার ফলে সে সত্য দেখতে পায় না।তারা দুনিয়ার জীবনকেই একমাত্র জীবন মনে করে।আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ. وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَاۤ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ۝

"তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে।’ বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে।(সূরা জাসিয়াহ : আয়াত ২৩-২৪)

দুনিয়া ধোকার সামগ্রী ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনকে বৃষ্টির উপমার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।বৃষ্টির মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন হয়,এতে কৃষক খুশি হয়, ফসল পরিপক্ক হয় অতঃপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়।এসব কিছুর মতো দুনিয়ার জীবনও অল্প সময়ের। কিন্তু এ অল্প সময়ের জীবনে মানুষ নারী, সন্তান, খেল-তামাশা, কৌতুক করে কাটায়। ব্যস্ত থাকে স্বর্ণ, রুপা, সম্পদ আহরণে।এভাবে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে করতে এক সময় বিলীন হয়ে যায়। পৃথিবীতে এগুলো মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ঠিকই কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষ ধোকায় পড়ে যায়।কিন্তু সে তা উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ শয়তান সেই ধোঁকাকে তার সামনে মনোরম করে উপস্থাপন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।(সূরা হাদীদ : আয়াত ২০)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল।(সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪)

দুনিয়ার জীবন এতটাই তুচ্ছ যে, আল্লাহ কাছে এই জীবনের কোন মূল্য নেই।রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে তা ব্যক্ত করেছেন,

সাহল ইবনু সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা’আলার নিকট যদি এই পৃথিবীর মূল্য মশার একটি পাখার সমানো হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এখানকার পানির এক ঢোকও পান করাতেন না।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩২০)

হুমাইদ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃআমি আনাস ইব্নু মালিক (রাঃ)–কে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট হতে এ কথাও বর্ণনা করতে শুনেছি যে, আল্লাহ্র রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও এর সব কিছু হতে উত্তম। তোমাদের কারোর ধনুকের কিংবা চাবুক রাখার মত জান্নাতের জায়গাটুকু দুনিয়া ও এর সব কিছু থেকে উত্তম। জান্নাতী কোন মহিলা যদি দুনিয়াবাসীদের প্রতি উঁকি দেয় তাহলে আসমান ও যমীনের মাঝের সব কিছু আলোকিত এবং সুরভিত হয়ে যাবে। আর তার মাথার ওড়না দুনিয়া ও তার সবকিছু চেয়ে উত্তম।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৭৯৬)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি : দুনিয়া ও তার মাঝের সকলকিছুই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ্ তা’আলার যিকির ও তার সাথে সংগতিপূর্ণ অন্যান্য আমল, আলিম ও ইলম অন্বেষণকারী এর ব্যতিক্রম।
(জামে' আত-তিরমিজি, হাদিস নং ২৩২২)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ার ধোকা থেকে সাবধান করেছেন।শয়তানের প্রতারণা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۪ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

"হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য; অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে; আর বড় প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে।"(সূরা ফাতির :আয়াত ৫)

শয়তান তার প্রতারণার ফাঁদে ফেলে মানুষের জন্য জাহান্নামকে অবধারিত করে ফেলে। পৃথিবীর জীবনকে মানুষের সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করে যে, মানুষের মনে হয় এটাই আসল জীবন। ফলে মনের আশা,কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করে । কিন্তু সে বুঝতে পারে না জাহান্নামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কেননা পৃথিবীর জীবন মুমিনের জন্য কারাগার, দুঃখ দুর্দশার সময়।আর এই কষ্ট আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সহ্য করলে, ধৈর্য ধারণ করলে মিলবে জান্নাত।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জাহান্নাম কামনা বাসনা দ্বারা বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-মুসিবত দ্বারা।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৮৭)

অনেক সম্পদশালী রয়েছে যাদের আল্লাহ দুনিয়ায় অঢেল ধন সম্পত্তি দান করেছেন। কিন্তু শয়তান তাদের ধোঁকায় ফেলতে পারেনা।তারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, মানুষকে সাহায্য করে। এভাবে সে আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ধনী গরিবের মধ্যে ব্যবধান করেন না। তিনি উভয়ের জন্য সুযোগ রেখেছেন আল্লাহর নিকট প্রিয় হওয়ার। আল্লাহতালা সকলের জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করেছেন ।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, দরিদ্রলোকেরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর নিকট এসে বললেন, সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন, তাঁরা আমাদের মত সালাত আদায় করছেন, আমাদের মত সিয়াম পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হাজ্জ, ‘উমরাহ্, জিহাদ ও সদাক্বাহ করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের

এমন কিছু কাজের কথা বলব, যা তোমরা করলে, যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার করে তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্), তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ্) এবং তাকবীর (আল্লাহ আকবার) পাঠ করবে। (এ নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হলো। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশ বার তাসবীহ্ পড়ব। তেত্রিশ বার তাহ্মীদ আর চৌত্রিশ বার তাকবীর পড়ব। অতঃপর আমি তাঁর নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ وَ اللهُ أَكبَر বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮৪৩)

পরিশেষে বলা যায়, মুমিন বিশ্বাস করে আখেরাতের জীবনই আসল জীবন।কিন্তু শয়তান যার অভিভাবক, বন্ধু - তাদের কাছে দুনিয়ার জীবনই প্রধান জীবন। ফলে তারা দুনিয়ার জীবনকে ভোগ বিলাসিতায় ব্যয় করে, নানা পাপ কাজ করে, নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে। সে আল্লাহর অবাধ্য হয়। শয়তানকে ইলাহ বানিয়ে নেয়।ফলে আল্লাহও তার নিকট দুনিয়া প্রীতি ও প্রবৃত্তির দাসত্বকে প্রিয় করে দেয়।

বর্জনীয় কর্ম

মদ, জুয়া, প্রতিমা বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীরসমূহ নাপাক বিষয়। এগুলো শয়তানের কাজ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এগুলো পরিহার করতে বলেছেন। তাছাড়া মদ ও জুয়া মানুষের মধ্যে শত্রুতা,হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধা দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?(সূরা মায়িদাহ: আয়াত : ৯০-৯১)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মদ ও জুয়ার মধ্যে রয়েছে বড় পাপ। এর মধ্যে মানুষের জন্য কিছু উপকার রয়েছে। যদিও তার চেয়ে ক্ষতিই বেশি।নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাতের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ না ব্যক্তি সালাতে কি বলে তা অনুধাবন করতে পারে।আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلِ الْعَفْوَ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বল, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত'।

এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।"(সূরা বাকারা : আয়াত ২১৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ۘ

"হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল।" (সূরা নিসা : আয়াত ৪৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মদ সমস্ত পাপাচারের মূল। মদের সাথে যুক্ত ব্যক্তি অভিশপ্ত। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করে আখেরাতে সে তা থেকে বঞ্চিত হবে। নিম্নে হাদিস গুলো উল্লেখ করা হলো :

' নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জ্ঞান করবে। ।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫৯০)

আবূ দারদা (রাঃ), থেকে বর্ণিতঃআমার বন্ধু (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন : শরাব পান করো না, কারণ তা সমস্ত পাপাচারের প্রসূতি।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৩৭১)

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ায় মদ পান করেছে অতঃপর তা-থেকে তওবা করে নি, সে আখিরাতে তা-থেকে বঞ্চিত থাকবে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫৫৭৫)

ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ শরাবের উপর দশভাবে অভিসম্পাত করা হয়েছেঃ স্বয়ং শরাব (অভিশপ্ত), শরাব উৎপাদক, যে তা উৎপাদন করায়, তার বিক্রেতা, তার ক্রেতা, তার বহনকারী, তা যার জন্য বহন করা হয়, এর মূল্য ভোগকারী, তা পানকারী ও তা পরিবেশনকারী (এদের সকলেই অভিশপ্ত)।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৩৮০)

মদের মতো জুয়াও একটি গর্হিত কাজ।যে জুয়া খেলে সে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানি করে। পাশা বা দাবা খেলা ব্যক্তি এমন যেন সে শূকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিল।

আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাশা খেললো সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করলো।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৩৮)

বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি দাবা বা পাশা খেললো, সে যেন শুকরের গোশত ও রক্তের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিলো।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৭৬৩)

শয়তান মানুষকে পাপ কাজে ও শিরকে যুক্ত করে। মদ,জুয়া, প্রতিমা বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর দ্বারা মানুষকে ধোকা দেয়। আল্লাহর স্মরণ থেকে ও সালাত থেকে দূরে নিয়ে যায়। এগুলো শয়তানের গর্হিত কাজ। সুতরাং এই সকল কাজ বর্জন করা অপরিহার্য।

কৃপণতা ও লোক দেখানো দান

আল্লাহ তাআলা দুই শ্রেণীর মানুষের কথা বলছেন।যাদের একজনকে আল্লাহ অনুগ্রহ করে দান করেছেন কিন্তু সে কৃপণতা করে সম্পদ ব্যয় করে না এবং আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশ করেনা। অপরজনকে আল্লাহতালা সম্পদ দান করেছে কিন্তু সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। এই সকল মানুষকে আল্লাহ তায়ালা শয়তানের সঙ্গী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছে জাহান্নাম। তারা আল্লাহর প্রতিও ঈমান আনে না আর আখেরাতের প্রতিও ঈমান আনে না।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ۚ وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۭ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَاۗءَ قَرِيْنًا

"যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়; আর গোপন করে তা, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব।আর যারা নিজ ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং না শেষ দিনের প্রতি। আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সঙ্গী হিসেবে কতইনা নিকৃষ্ট সে!"(সূরা নিসা : আয়াত ৩৭-৩৮)

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন-আল্লাহ ও কিয়ামতের উপর তাদের বিশ্বাস নেই, নতুবা তারা শয়তানের ফাঁদে পড়তো না এবং খারাপকে ভালো মনে করতো না। তারা শয়তানের সঙ্গী। সঙ্গীর দুস্কার্যের উপর তাদের দুষ্কার্য চিন্তা করে নাও। একজন আরব কবি বলেনঃ ' মানুষের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করো না, বরং জিজ্ঞেস কর তার সাথী সম্বন্ধে, প্রত্যেক সাথী তার সাথীরই অনুসারী হয়ে থাকে'।(ইবনে কাসির)

কৃপণতার কারণে পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করা হয়েছে।
আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভাষণ দিলেন এবং বললেনঃ তোমরা কৃপণতার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্বর্তীরা কৃপণতার কারনে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ

তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে, ফলে তারা কৃপণতা করেছে, তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছে, যখন তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ১৬৯৮)

আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে অনুগ্রহ করে সম্পদ দান করেন তখন বান্দার উচিত বাহ্যিকভাবেও তার রবের অনুগ্রহ ও রহমত প্রকাশ করা।

আবুল আহওয়াস (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন থেকে বর্ণিতঃ তিনি নিম্নমানের কাপড় পরে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট গেলে তিনি তাকে বললেন: তোমার ধন-সম্পদ আছে কী? তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ, প্রত্যেক রকমের মালই আমার রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেন কি মাল আছে? তিনি বলেন: আল্লাহ্ তাআলা আমাকে উট, বকরী, ঘোড়া এবং গোলাম দান করেছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যখন আল্লাহ্তোমাকে সম্পদ দান করেছেন, তখন আল্লাহ্র রহমত ও দানের চিহ্ন তোমার মধ্যে বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ পাওয়া উচিত।
(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫২২৪)

মানুষকে শোনানোর জন্য, দেখানোর জন্য যারা ইবাদত করে, আল্লাহ তাআলা তাদের ইবাদত লোকদের শোনানো ও দেখানো উদ্দেশ্য মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি লোক শোনানো ‘ইবাদাত করে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার ‘লোক-শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন’। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ‘ইবাদাত করবে আল্লাহ্ এর বিনিময়ে তার ‘লোক দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দিবেন’।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৯৯)

কৃপণতা বা লোক দেখানো দান উভয়ই শয়তানের কাজ। বরং বান্দার উচিত আল্লাহ বান্দাকে যা দিয়েছে তা থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছে, তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে, তা বাহ্যিকভাবেও প্রকাশ

করা। তবে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নয় বরং আল্লাহর রহমত, বড়ত্ব ও দয়া প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই।প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। তাই সর্বদা নিয়তের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের কৃপণতা এবং লোক দেখানো দান থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

রহমানের স্মরণ থেকে গাফেল করে

আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন,' যারা আমার আয়াতের ব্যাপারে উপহাস করে, সমালোচনায় রত থাকে , তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা এরূপ কথাবার্তা বন্ধ করে। শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে যখনই স্মরণ হবে, তাদের তাদের ছেড়ে দেবে, তাদের সাথে বসবে না।'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মত সকলের উপর একই বিষয় প্রযোজ্য। যেখানে আল্লাহর নাফরমানি হচ্ছে তারা সে স্থান ত্যাগ করবে।কিন্তু এরকম অবাধ্যতা দেখা সত্ত্বেও যারা সে স্থান ত্যাগ করবে না তারা তাদের মতই হয়ে যাবে।
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ ؕ وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۝

"আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।("সূরা আনআম : আয়াত ৬৮)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖٓ ۚ اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِىْ جَهَنَّمَ جَمِيْعَاۙ۝

"আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।"(সূরা নিসা : আয়াত ১৪০)

আল্লাহ তাআলা জালিমদের সাথে বসতেন নিষেধ করেছেন।কিন্তু শয়তান মানুষকে ভুলিয়ে দেয়। ফলে ভুলে যদি কেউ যুক্ত হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

আবূ যার আল-গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল , বিস্মৃতি ও বলপূর্বক যা করিয়ে নেয়া হয় তা ক্ষমা করে দিয়েছেন।
(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২০৪৩)

মুমিনের উচিত সর্ব অবস্থায় এসব মজলিস ত্যাগ করা। মুনাফিক ও কাফেরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করা।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।'(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০৩১)
আর কিয়ামতের দিন এদের গন্তব্যস্থল জাহান্নাম।

শয়তান মানুষকে ভুলিয়ে দেয়, রহমানের স্মরণ থেকে গাফেল করে। তাই যখনই আল্লাহকে স্মরণ হবে সাথে সাথেই সেই স্থান ত্যাগ করতে হবে ,উপহাসকারীদের বর্জন করে আল্লাহর নিকট এরূপ কর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। হে আমাদের রব, আমাদের সকলকে এরূপ মজলিস রক্ষা করুন।

প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি

শয়তান মানুষদের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ধোঁকায় ফেলে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ؕ

সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়।(সূরা নিসা : আয়াত ১২০)

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ؕ

'তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও'। আর শয়তান প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোন ওয়াদাই দেয় না।(সূরা ইসরা : আয়াত ৬৪)

কিয়ামতের দিন শয়তান তার অনুসারীদেরকে অবগত করবে যে, আল্লাহর ওয়াদা ছিল সত্য আর তার ওয়াদা ছিল মিথ্যা।সে বলবে, 'আমি তো তোমাদের সাথে প্রতারণা করেছি ।আমি শুধু তোমাদের ডেকেছিলাম। আর তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে।' এই কথা বলে শয়তান সেদিন তার নিজের উপর থেকে সমস্ত দায়ভার সরিয়ে নিবে এবং মানুষের কর্মের দায়ভার তাদের উপরই চাপিয়ে দিবে । সেদিন দ্বিধাহীনভাবে সে তার ওয়াদা ভঙ্গ করবে।এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ؕ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ؕ

আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব’ ।(সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ২২)

শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করে, যে ক্ষতির আর পূরণ নেই। কেননা, শয়তান তাকে ধোকা দিতে রয়েছে, শয়তান তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার মুক্তি ও মঙ্গল ঐ ভুল পথেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় প্রতারক, সে স্পষ্টভাবে তাকে ধোকা দিচ্ছে। যেমন কিয়ামতের দিন শয়তান পরিষ্কার ভাষায় মানুষকে বলবে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য ছিল। আর আমি তো ওয়াদা ভঙ্গকারী। তোমাদের উপর আমার কেনি জোর ছিল না। আমার আহ্বান শুনামাত্রই তোমরা নির্বোধের মত কেন তাতে সাড়া দিয়েছিলে? এখন আমাকে ভৎসনা করছো কেন? বরং তোমরা নিজেকেই ভৎসনা কর।' শয়তানের অঙ্গীকারকে সঠিক জ্ঞানকারী, তার প্রদত্ত আশা পূর্ণ হওয়ার ধারণাকারী জাহান্নামেই পৌছে যাবে, যেখান হতে পলায়ন করা অসম্ভব।(তাফসীর ইবনে কাসীর)

শয়তানের অনুসরণে মিলবে জাহান্নাম

শয়তান নিজে জাহান্নামী।কেয়ামত পর্যন্ত সে মানুষদেরকে তার দিকে আহবান করবে যেন তারাও জাহান্নামের অধিবাসী হয় । যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তানের অনুসরণ করবে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا ؕ لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

"তিনি বললেন, ‘তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবই’।"(সূরা আরাফ:আয়াত ১৮)

لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

"তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করত তাদের দিয়ে নিশ্চয় আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব।"(সূরা সোয়াদ : আয়াত ৮৫)

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا۝

"তিনি বললেন, ‘যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে’।"(সূরা ইসরা :আয়াত 63)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍۙ.كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهٗ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَيَهْدِيْهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ۝

"মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের।তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।"(সূরা হাজ: আয়াত ৩-৪)

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ؕ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ۝

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়।" (সূরা ফাতির : আয়াত ৬)

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۝

"তাদের দু'জনের পরিণতি ছিল এই যে, তারা দু'জনেই জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আর এটাই যালিমদের প্রতিদান।হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।"(সূরা হাশর : আয়াত ১৭-১৮)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِىْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ؕ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

"আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব' ।"(সূরা ইব্রাহিম :আয়াত ২২)

وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ؕ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ. هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ۝

"আর অবশ্যই শয়তান তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করনি?এটি সেই জাহান্নাম যার সম্পর্কে তোমরা ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছিলে।তোমরা যে কুফরী করতে সে কারণে আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর।"(সূরা ইয়াসিন : আয়াত ৬২-৬৪)

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِىْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ۝

"ফলে আজ তোমাদের একে অপরের কোন উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা কেউ রাখবে না। আর আমি যালিমদের উদ্দেশ্যে বলব, ‘তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর যা তোমরা অস্বীকার করতে।"(সূরা সাবা : আয়াত ৪২)

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ.وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ۝

‘নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে’।আর নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান’।(সূরা হিজর : আয়াত ৪২-৪৩)

اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا.خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا۝

"নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদেরকে লা‘নত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন।সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা না পাবে কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী।"(সূরা আহযাব : আয়াত ৬৪-৬৫)

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ۝

"বলা হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট’!"(সূরা জুমার : আয়াত ৭২)

যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাদের অবস্থা হবে নিকৃষ্ট।লাঞ্ছিত অপমানিত। তাদেরকে ধাক্কা মেরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে, সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে তাদের শৃংখলাবদ্ধ করা হবে। ।তারা হবে ভীষণ তৃষ্ণার্ত কিন্তু তাদেরকে তৃষ্ণা নিবারনের জন্য কোন কিছু দেওয়া হবে না। আল্লাহ তায়ালা সেই করুন অবস্থা সম্পর্কে বলেন,

يَوْمَ يُدَعُّوْنَ إِلٰي نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا

“সেদিন তাদেরকে চরমভাবে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে” (সূরা আত্ তূর : আয়াত ১৩)

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ۙ

"আর অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।"(সূরা মারইয়াম : আয়াত ৮৬)

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ ۙ ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ ۙ. ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ ؕ ۙ

"(বলা হবে,) ‘তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও।’‘তারপর তাকে তোমরা নিক্ষেপ কর জাহান্নামে’।তারপর তাকে বাঁধ এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত।"(সূরা হাক্কহ:আয়াত ৩০-৩২)

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ؕ. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاحِدًا وَّادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا ۙ

"আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজদের ধ্বংস আহবান করবে।‘একবার ধ্বংসকে ডেকো না; বরং অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো'।"(সূরা ফুরকান :আয়াত ১৩-১৪)

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۙ

"আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল!যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে। আর তা উথলিয়ে উঠবে।"(সূরা মূলক : আয়াত ৬-৭)

জাহান্নামে নিক্ষেপের পর তাদের অবস্থা হবে আরো বিভীষিকাময়। তারা সেখানে জ্বলতে থাকবে যুগের পর যুগ ।তাদের শাস্তি কম করা হবে না। বরং যখনই জাহান্নামের আগুন কিছুটা স্তিমিত হবে, তার উত্তাপ আরো বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাদের সেখানে উত্তপ্ত পানীয় এবং গলিত পুজ দেওয়া হবে। তাতে তাদের তৃষ্ণা মিটবে না। তাদেরকে খাবার হিসেবে যাক্কুম দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের ক্ষুধা নিবারণ হবে না। অনন্তকাল তারা শাস্তি ভোগ করবে। সেই ভয়ংকর পরিনিতির বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا ۝

"আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অভিভাবক পাবে না। আর আমি কিয়ামতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপুড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব।"(সূরা ইসরা : আয়াত ৯৭)

'অত্র আয়াতের অর্থে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের আগুন যখনই কিছুটা স্তিমিত হবে তখনই তার আগুনে নতুন মাত্রা যোগ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো, যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে তখনই তাদের নতুন চামড়া লাগিয়ে দেয়া হবে যাতে শাস্তি ভোগ করতে পারে। '[তাবারী]

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কাফের কিভাবে তার চেহারার উপর হাশরের দিন চলবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে আল্লাহ্ দুনিয়াতে পায়ের উপর হাঁটতে দিয়েছেন তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের উপর হাঁটাতে পারবেন না?”। (সহিহ বুখারী,হাদিস নং ৪৭৬০)

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا۝

"সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করব।"(সূরা নাবা: আয়াত ৩০)

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, জাহান্নামীদের জন্যে এর চেয়ে কঠিন ও নৈরাশ্যজনক কোন আয়াত আর নেই। তাদের শাস্তি সদা বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। '

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا. لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا. لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا. اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا.جَزَآءً وِّفَاقًا۝

"নিশ্চয় জাহান্নাম গোপন ফাঁদ।সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন স্থল।সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।সেখানে তারা কোন শীতলতা আস্বাদন করবে না এবং না কোন পানীয়।ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া।উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপ।"(সূরা নাবা :আয়াত ২১-২৬)

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ۝

"আগুন তাদের চেহারা দগ্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট।"(সূরা মু'মিনুন : আয়াত ১০৪)

تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةًۢ. تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ. لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ. لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ

"তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে।তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না।তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।"(সূরা গাশিয়াহ : আয়াত ৪-৭)

مِّنْ وَّرَآىِٕهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ. يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۭ وَمِنْ وَّرَآىِٕهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ

"এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে।সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ধেঁয়ে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছে কঠিন আযাব ।"(সূরা ইব্রাহিম : আয়াত ১৬ -১৭)

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِىْ رَبِّهِمْ ۡ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۭ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ. يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ.وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ. كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا ۣ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

"এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি।যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে।আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী।যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন কর।"(সূরা হাজ : আয়াত ১৯-২২)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا ۭ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"(সূরা নিসা : আয়াত ৫৬)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ۝

"আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, ‘যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে’। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"(সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৭)

ؕ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ۝

"তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে?"(সূরা মুহাম্মাদ : আয়াত ১৫)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ۝

"অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ।"(সূরা হুদ : আয়াত ১০৬)

জাহান্নামবাসীরা আক্ষেপ করবে যদি তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হতো কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের সেই সুযোগ আর দেবেন না। তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে। জাহান্নামীদের ভয়ঙ্কর অবস্থা হাদিসে উল্লেখ হয়েছে।

জাহান্নামের সবচেয়ে লঘু শাস্তি হবে আবু তালিবের। তাকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে। আর তাতে তার মগজ টগবগ করে ফুটবে।

নু'মান ইব্নু বাশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামাতের দিন ঐ ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা লঘু 'আযাব হবে, যার দু'পায়ের তলায় দু'টি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার রাখা হবে। এতে তার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। যেমন ডেক বা কলসী ফুটতে থাকে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৫৬২)

জাহান্নামীদের অধিকাংশ হবে নারী। কারণ তারা কুফরি করে। তারা স্বামীর অবাধ্য হয়। সামান্য অবহেলাতেই তারা স্বামীর এহসানকে ভুলে যায়।

ইব্নু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশির ভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, 'তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?' তিনি বললেনঃ 'তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।' তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, 'আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভালো ব্যবহার পাইনি।'
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৯)

জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ হবে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে সত্তর গুণ বেশি। এই ভয়াবহ আগুনে জাহান্নামীরা জ্বলতে থাকবে।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃআল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! জাহান্নামীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার আগুনের উপর জাহান্নামের আগুনের তাপ আরো ঊনসত্তর গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক অংশে তার সম পরিমাণ উত্তাপ রয়েছে।'

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৬৫)

জাহান্নামীদের মধ্যেও কারো কারো অবস্থা আরো বেশি ভয়ানক হবে আগুনে পুড়ে যাওয়া এক ব্যক্তি নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে এর চারপাশে গাধার ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামবাসীরা একত্রিত হয়ে তার কাছে বলবে, তোমার এই অবস্থা কেন? তখন সে আমি মানুষদেরকে উপদেশ দিতাম কিন্তু আমি তা পালন করতাম না।

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অরঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে আর অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হতে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম। '
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৬৭)

হে আমাদের রব, আমরা আপনার নিকট হতে এসেছি এবং আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করব। আর আমরা অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আপনি আমাদেরকে জান্নাত দান করুন। জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার নিকট কুমন্ত্রণাদাতা ও তার অনুসারী হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যাদের দ্বারা আপনি জাহান্নাম পূর্ণ করবেন।

অনুসরণকারীদের আক্ষেপ

শয়তানের অনুসারীদের একমাত্র গন্তব্যস্থল হবে জাহান্নাম। যখন তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা আফসোস করবে। তারা তাদের দুহাত কামড়ে বলবে,'হায়,আমি যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম, আমি যদি রাসুলের পথ অবলম্বন করতাম, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম, আমি যদি শয়তানের ধোকায় পতিত না হতাম।' সেদিন শয়তানের অনুসারীরা আকাঙ্ক্ষা করবে,যদি তাদের ও শয়তানের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান হতো! যদি তারা মুসলিম হতো। যে কাফেররা একদিন বলতো আমরা যখন মাটিতে মিশে যাবো আমাদেরকে কি পুনরায় সৃষ্টি করা হবে?কিন্তু সত্য উপলব্ধি হওয়ার পর তারা বলবে, 'হায় আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম'। তারা চিৎকার করে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু দেওয়া হবে না। চিরকাল তারা এই আজাব ভোগ করবে। কাফেরদের আফসোস সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا. يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا. لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ۝

"আর সেদিন যালিম নিজের হাত দু’টো কামড়িয়ে বলবে, ‘হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম’!হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'।অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক।"(সূরা ফুরকান : আয়াত ২৭-২৯)

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ۝

"যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসূলের আনুগত্য করতাম’!"(সূরা আহযাব : আয়াত ৬৬)

وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ۝

"আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, ‘যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে’। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না।"(সূরা বাকারা: আয়াত ১৬৭)

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ۝

"কোন কোন সময় কাফিরেরা আকাংখা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত!"(সূরা হিজর : আয়াত ০২)

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ۝

"অবশেষে যখন সে আমার নিকট আসবে তখন সে [তার শয়তান সংগীকে উদ্দেশ্য করে] বলবে, ‘হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত’ সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট সে সঙ্গী!"(সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩৮)

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِىْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۖ. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ۚ. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ. وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ۝

"নিশ্চয় অপরাধীরা জাহান্নামের আযাবে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে।আর আমি তাদের উপর যুলম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল যালিম।তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন’। সে বলবে, ‘নিশ্চয় তোমরা অবস্থানকারী’।"(সূরা যুখরুফ : আয়াত ৭৪-৭৭)

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا۝

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ দেখতে পাবে, তার দু'হাত কী অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে 'হায়, আমি যদি মাটি হতাম'!"(সূরা নাবা : আয়াত ৪০)

কাফিররা তাদের কুফরীর কারণে সত্বরই লজ্জিত হবে। তারা মুসলমানরূপে জীবন যাপন করার আকাংখা করবে। তারা কামনা করবে যে, দুনিয়ায় যদি তারা মুসলিমরূপে থাকতো, তবে কতই না ভাল হতো! হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ), হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবীবর্গ হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ কাফিরদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে পেশ করাহবে, তখন তারা আকাংখা করবে যে, যদি তারা দুনিয়ায় মুমিন হয়ে থাকতো! এটাও রয়েছে যে, প্রত্যেক কাফির তার মৃত্যু দেখে নিজের মুসলমান হওয়ার আকাংখা করে থাকে। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও প্রত্যেক কাফির এই আকাংখাই করবে। জাহান্নামের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তারা বলবেঃ "যদি আমরা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম তবে আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারও করতাম না এবং ঈমানও পরিত্যাগ করতাম না।"(তাফসীর ইবনে কাসীর)

জান্নাত জাহান্নামের অধিবাসীদের গন্তব্যে পৌঁছানোর পর মৃত্যুকে যবেহ করা হবে।সেদিন জান্নাতীদের আনন্দের সীমা থাকবেনা অপরদিকে জাহান্নামে কাফেরদের দুঃখ বাড়তেই থাকবে। কেননা এরপর আর মৃত্যু আসবেনা। ফলে চিরকাল কাফেররা এ শাস্তির মধ্যেই তাদের জীবন অতিবাহিত করবে। এ বিষয়টি হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবগত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে, এমন কি জান্নাত ও জাহান্নমের মধ্য স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যব্হ্ করে দেয়া হবে, অতঃপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবে যে, হে জান্নাতীরা! (আর) মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীরা! (আর) মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের বাড়বে আনন্দের উপর আনন্দ। আর জাহান্নামীদের বাড়বে দুঃখের উপর দুঃখ।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬৫৪৮)

আবুল আলীয়াহ বলেন, তাদের খারাপ আমলসমূহ কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোস ও পরিতাপের কারণ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “সেদিন প্রত্যেকেই জান্নাতে তাদের ঘর এবং জাহান্নামে তাদের ঘরের দিকে তাকাবে। সেদিন হচ্ছে আফসোসের দিন। তিনি বলেন, জাহান্নামীরা জান্নাতে তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে তাকাবে তারপর তাদেরকে বলা হবে, হায় যদি তোমরা এর জন্য আমল করতে! তখন তাদেরকে আফসোস পেয়ে বসবে। আর জান্নাতীরা জাহান্নামে তাদের জন্য নির্দিষ্ট তাদের ঘরের দিকে তাকাবে, তখন তাদের বলা হবে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর তার দয়া না করতেন তবে তো তোমরা সেখানকার অধিবাসীই হতে। " [মুস্তাদরাকে হাকিম: ৪/৪৯৬-৪৯৭]

শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا۝

"যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।"(সূরা নিসা আয়াত 76)

উপরে আয়াত আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, যারা ঈমান আনে তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শয়তানের বিরুদ্ধে। কিন্তু যারা কাফের তারা জিহাদ করে তাগুদের পথে। শয়তান ও শয়তানের বন্ধুরা মিলে মুমিনদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে। কিন্তু শয়তানের চক্রান্ত অতি দুর্বল যার সামনে মুমিনরা দাঁড়ালে সেই চক্রান্ত অবশ্যই ব্যর্থ হবে।মুমিনদের বন্ধু আল্লাহ আর কাফেররা শয়তানের বন্ধু। আর শয়তান কোন শক্তি নিয়ে আল্লাহর বন্ধুদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করবে যেখানে স্বয়ং আল্লাহ হলেন সাহায্যকারী। তাই মুমিনদের জন্য শয়তানের দুর্বল চক্রান্ত ভেদ করা কোনো কঠিন বিষয় নয়।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছে বলেছেন,

اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ۝ ط

" নিশ্চয় তোমাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক'।"(সূরা ইউসুফ :আয়াত ২৮)

আল্লাহ নারীদের চক্রান্তকে মারাত্মক বলেছেন কিন্তু শয়তানের চক্রান্ত কে বলেছেন দুর্বল। এখান থেকে বোঝা যায়, নারীর চক্রান্ত থেকেও শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। তবে এখানে সকল নারীদের কথা বলা হয়নি,বরং সেই সকল নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা ছলনা চতুরতায় লিপ্ত।

শয়তানের ক্ষমতা

মানুষের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই। সে মানুষকে শুধু আহবান করে, কুমন্ত্রণা দেয়, বিভিন্ন পাপ কাজে তাকে প্ররোচিত করে। এর বাইরে শয়তান নিজে থেকে কোন কিছু করতে পারে না। বান্দার উপর নির্ভর করে, বান্দা কি শয়তানের ডাকে সাড়া দিবে নাকি সাড়া দেবে না? যদি মানুষ শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে অভিভাবক, বন্ধু হিসেবে কবুল করে নেয়, তখন শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়ে। কিয়ামত দিবসে শয়তান তার ওয়াদা ভঙ্গ করবে এবং সে বলবে, 'আমি তোমাদের শুধু দাওয়াত দিয়েছি আর তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করেছ। তোমরা আমাকে দোষ দিও না বরং নিজেদেরকেই দোষ দাও।'মানুষের কর্মের ব্যাপারে শয়তান তার দায় অস্বীকার করবে।

শয়তানের ক্ষমতা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ ؕ وَكَفٰی بِرَبِّكَ وَكِیْلًا ۝

"নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট।"(সূরা ইসরা : আয়াত ৬৫)

وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَیْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِیْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝

"আর তাদের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তবে কে আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে আর কে তাতে সন্দেহ পোষণ করে তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর তোমার রব সকল কিছুর হিফাযতকারী।"(সূরা সাবা : আয়াত ২১)

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِیْنَ ۝

'নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে'।(সুরাহ হিজর : আয়াত ৪২)

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِىَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّاۤ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِىْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْ نِىْ وَلُوْمُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِىَّ ؕ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَاۤ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۝

"আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব' ।"(সূরা ইব্রাহীম : আয়াত ২২)

اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ۝

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা নেই।তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ কর এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।(সূরা নাহাল : আয়াত ৯৯-১০০)

শয়তানের আধিপত্য বলতে বিষয়টি এমন যে, শয়তান সবধরণের মানুষের উপরই কর্তৃত্ব খাটাতে এমনকি একনিষ্ঠ মু'মিনদেরকেও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সাধারণ লোকদের মাধ্যমে যেভাবে সে অন্যায় কাজ করানোর ব্যাপারে সফল হবে একনিষ্ঠ মু'মিনদের বেলায় সে তা পারবে না, তাদের বেলায় সে ব্যর্থ হবে। কারণ তারা সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এবং তাঁরই আনুগত্যে ব্যস্ত থাকে, শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে রক্ষা করুন। আমীন! (তাফসীর আহসানুল বায়ান)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন।সঠিক আর বাতিলের মধ্যে তফাৎ বাতলে দিয়েছেন। মানুষের কাজ তার জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে চিনে নেওয়া। আর শয়তানের কাজ ধোঁকা দেওয়া। সে মানুষের সাথে প্রতারণা করে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়।তবে শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল,আল্লাহর সাহায্যে যা সহজেই ভেদ করা সম্ভব । যারা আল্লাহকে চেনে, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেছে, আবার এই স্বীকারোক্তিও দিয়েছে, আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দার উপর তার কোন ক্ষমতা নেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ

"তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দাগণ ছাড়া।"(সুরাহ হিজর : আয়াত ৪০)

শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতার মত তার আধিপত্যও আমাদের উপর সীমাবদ্ধ।সে কোন কাজে আমাদের বাধ্য করতে পারে না। শুধু আমাদের কুমন্ত্রণা দিতে পারে। চিন্তায় সন্দেহ ঢুকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তা কর্মে রূপান্তর আমরাই করি। তাই আমরা এরূপ কর্ম সাধন করার ব্যাপারে বিশ্বজগতের রব আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

আয়াতুল কুরসি

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্থ, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। ‘সে আবার আসবে’ আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দী কী করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেক বার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম,

সেটা কী? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসি পড়বে। তখন আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, গত রাতের তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৩১১)

শয়তান মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু উপরের হাদিসে শয়তান যে কথাটি বলেছে সেটি সত্য ছিল। অর্থাৎ রাতেরবেলা আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে আল্লাহর তরফ থেকে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত হয় এবং শয়তান সকাল পর্যন্ত তার নিকট আগমন করতে পারে না। নিম্নে আয়তুল কুরসি উল্লেখ করা হলো

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ۬ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ ۝

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি

যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।"(সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৫)

এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসী বলা হয়। এটাকে ইসমে আযমও বলা হয়। (তিরমিযী, হাদিস নং ৩৪৭৮)

কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হলো আয়াতুল কুরসি।
রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কাবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরয করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনযির! জ্ঞান তোমার জন্য সহজ হোক। [মুসলিম,হাদিস নং ৮১০]

ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য মৃত্যু ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে যেতে মৃত্যু ছাড়া কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (সিলসিলা সহীহাহ, হাদিস নং ৯৭২)

আল্লামা ইবনে কাসীর বলেনঃ এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রতিটি বাক্যের সাথেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা রয়েছে।

প্রথম বাক্য: (اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) এতে ‘আল্লাহ্' শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। (لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ) সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা ‘ইবাদাতের যোগ্য। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন সত্তা-ই ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। তিনিই একমাত্র হক মা’বুদ। আর সবই বাতিল উপাস্য ।

দ্বিতীয় বাক্য: (اَلْحَيُّ الْقَيُّوْم) আরবী ভাষায় (اَلْحَي) অর্থ হচ্ছে জীবিত আল্লাহ্‌র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। (قَيُّوْم) শব্দ কেয়াম থেকে উৎপন্ন, এটা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। 'কাইয়ূম' আল্লাহ্‌র এমন এক বিশেষ গুণবাচক নাম যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়ীত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়ীত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে 'কাইয়ূম' বলা জায়েয নয়। যারা 'আবদুল কাইয়ূম' নামকে বিকৃত করে শুধু কাইয়ূম' বলে, তারা গোনাহগার হবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র এমন আরও কিছু নাম আছে, যেগুলো কোন বান্দাহর বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন, রাহমান, মান্নান, দাইয়্যান, ওয়াহহাব এ জাতীয় নামের ব্যাপারেও উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। আল্লাহ্‌র নামের মধ্যে (اَلْحَيُّ الْقَيُّوْم) অনেকের মতে 'ইসমে-আযম'।

তৃতীয় বাক্য: (لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْم) আরবীতে (سِنَة) শব্দের সীন-এর (كَسرة) দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব (نَوْم) পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে 'কাইইয়্যুম' শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্‌ তা'আলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়ত ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করেছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মত মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য:

لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত (لام) অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য :

مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِه ۭ

অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে যে, তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে বুঝা যায় যে, যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহ্‌র কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সুপারিশ করব’। [মুসলিমঃ ১৯৩]

একে ‘মাকামে-মাহমুদ’ বলা হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামএর জন্য খাস। অন্য কারো জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা অগ্র-পশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্র-পশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বের ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহ্‌র জানা রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অপ্রকাশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যপ্ত। সুতরাং এ দু'টিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয়দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য :

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۤءَ ۚ

অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ

অর্থাৎ তাঁর কুরসী এত বড় যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কছম, কুরসীর সাথে সাত আসমানের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। আর কুরসীর উপর আরশের শ্রেষ্ঠত্ব যেমন আংটির বিপরীতে বিরাট ময়দানের শ্রেষ্ঠত্ব'। [ইবন হিব্বান: ৩৬১ বায়হাকী: ৪০৫]

নবম বাক্য :

وَلَا يَـــــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

"অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে এ দুটি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হেফাজত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য :(وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ) অর্থাৎ তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব

এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহ্র যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আয়াতুল কুরসির ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

শয়তান সম্পর্কিত আরো কিছু হাদিস

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শয়তান সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়েছেন। শয়তান সম্পর্কে আরো কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করছি।

রমজান মাসে শয়তান শিকলবন্দী থাকে।
আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলতেন, আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তান গুলোকে শিকলবন্দী করে দেয়া হয়।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৮৯৯)

পূর্ব দিক থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে এবং ফিৎনা-ফাসাদ সেদিক থেকেই আসবে।
‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিম্বরের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, সাবধান! ফিতনা ফাসাদের উদ্ভব ঐদিক থেকেই হবে এবং ঐদিক থেকেই শয়তানের শিং উদিত হবে।
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৫১১)

গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া শয়তানের কাজ।

আবূ ষা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ সাহাবাগণ সফরে যখন কোন স্থানে অবতরণ করতেন, তখন তাঁরা গিরিপথ ও উপত্যকায় ছড়িয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদের এ সকল গিরিপথে ও উপত্যকায় বিক্ষিপ্ত হওয়া আসলে শয়তানের কাজ।" এরপর তাঁরা যখনই কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন, তখন একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে থাকতেন। (আবূ দাউদ, হাদিস নং ২৬৩০)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিম্নের দোয়া পড়লে শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, 'বিসমিল্লাহ তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, 'তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল।' আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।" (আবূ দাঊদ, হাদিস নং ৫০৯৭)

শয়তান সালামের জবাব দেয়।

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-র চাচাতো ভাই হিশাম ইবনে আমের আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তার পিতা উহুদের যুদ্ধের দিন শহীদ হন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা জায়েয নয়। তারা যাবত সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে, তাবৎ তারা সত্য বিমুখ বলে গণ্য হবে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম কথা বলার উদ্যোগ নিবে তার সেই উদ্যোগ তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহের কাফফারাস্বরূপ হবে। আর যদি তারা এরূপ সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় মারা যায় তবে তারা কখনও একত্রে বেহেশতে যেতে পারবে না। যদি তাদের একজন অপরজনকে সালাম করে, আর সে তা গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে একজন ফেরেশতা তার সালামের জবাব দেন, আর অপরজনকে দেয় শয়তান ।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪০৩)

যদি-যদি না এই শব্দগুলো দ্বারা আক্ষেপ যাবেনা। এর দ্বারা শয়তানের কর্মধার খুলে যায়।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, '(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)'। বরং বলো, 'আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে 'যদি-যদি না' (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।" (মুসলিম, হাদিস নং ৬৯৪৫)

যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা উভয়ই শয়তান।

ইয়াদ ইবনে হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেনঃ তোমরা পরস্পর বিনয়ী হও, এমনকি একে অপরের সাথে বাড়াবাড়ি করবে নাসাঈ, একে অপরের সামনে অহংকার করবে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার কি মত, কেউ যদি আমাকে আমার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মজলিসে গালি দেয় এবং আমিও তার প্রতিউত্তর করি, তবে তাতে আমার গুনাহ হবে? তিনি বলেনঃ যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা দুইটি শয়তান , উভয়ে বাজে কথা বলে এবং উভয়ে মিথ্যুক।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৪২৯)

বক্তৃতায় লম্বা-চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ।
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ এক ব্যক্তি উমার (রাঃ)-র সামনে দীর্ঘ বক্তৃতা করলো। উমার (রাঃ)বলেন, বক্তৃতায় লম্বা-চওড়া কথা বলা শয়তানের কাজ।
(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৮৮৪)

হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। তাই হাই আসলে যথা সম্ভব মুখ চেপে রাখতে হবে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ নবী (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলে (আলহামদু লিল্লাহ বললে) এবং অপর মুসলমান ব্যক্তি তা শোনতে পেলে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন) বলা তার কর্তব্য হয়ে যায়। আর হাই উঠে শয়তানেরর পক্ষ থেকে। অতএব তোমাদের কারো হাই উঠলে সে যেন তা যথাসাধ্য চেপে রাখে। কারণ তোমাদের কোন ব্যক্তি হাই তুললে তাতে শয়তান আনন্দের হাসি দেয়।

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৯৩৬)

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তার মুখ চেপে ধরে। অন্যথায় শয়তান তাতে প্রবেশ করে।

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ৯৫৯)

ঘরে প্রবেশের সময় এবং আহার কালে আল্লাহকে স্মরণ করা নয়তো শয়তান ঘরে রাত যাপন করে এবং আহার করে।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি নবী (সাঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ কোন লোক তার ঘরে প্রবেশকালে এবং তার আহার গ্রহণকালে মহামহিম আল্লাহকে স্মরণ করলে, শয়তান (তার সাঙ্গপাঙ্গকে) বলে, তোমরা রাত যাপনের স্থান ও রাতের আহার থেকে বঞ্চিত হলে। সে তার ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমরা রাত কাটানোর জায়গা পেয়ে গেলে। সে তার আহার গ্রহণকালে আল্লাহকে স্মরণ না করলে শয়তান বলে, তোমাদের রাত কাটানোর জায়গা এবং রাতের আহার উভয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১১০৬)

শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।

সালেম (র) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ কেউ যেন তার বাম হাতে পানাহার না করে? কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে। রাবী বলেন,

নাফে (র) তাতে আরো যোগ করেন যে, বাম হাতে কিছু গ্রহণও করবে না এবং বাম হাত দ্বারা কিছু দিবেও না। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২০১)

আল্লাহর জিকির করলে শয়তান ঘুম পাড়িয়ে দেয়।
আবুল আহওয়াস (র) থেকে বর্ণিতঃআবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহর যিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে। তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো। তোমাদের কেউ যখন শয্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর যিকির করে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২২০)

শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না,উপুড় করা থালাবাসন ও বন্ধ পানির মুখ খুলতে পারেনা।
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমরা (রাতে ঘুমানোর পূর্বে) ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করো, পানির পাত্রের মুখ ঢেকে বা বেঁধে দিও, থালাগুলো উপুড় করে রেখে বা ঢেকে দিও এবং আলো নিভিয়ে দিও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলতে পারে নাসাঈ, পানির পাত্রের বন্ধ মুখ খোলতে পারে না এবং উপুড় করা বা ঢেকে দেয়া থালাও উন্মুক্ত করতে পারে না। (আলো নিভিয়ে না দিলে) দুষ্ট ইঁদুর মানুষের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২৩৩)

ঘুমানোর পূর্বে বাতি নিভিয়ে দিতে হবে।
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃএকটি ইঁদুর এসে চেরাগের সলিতা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। একটি বালিকা তার পিছু ধাওয়া করলে নবী (সাঃ) বলেনঃ একে ত্যাগ করো। ইঁদুর সলিতাটি টেনে নিয়ে এসে যে চাটাইয়ে নবী (সাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন তার উপর রেখে দিলো। ফলে চাটাইয়ের এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা পুড়ে গেলো। তাই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ তোমরা ঘুমানোর পূর্বে তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দিও। কারণ শয়তান অনুরূপ অপকর্ম করবে এবং তোমাদের অগ্নিদগ্ধ করবে। (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২৩৪)

কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও গাধার ডাক শুনলে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃনবী (সাঃ) বলেনঃ তোমরা গভীর রাতে খুব কম বাইরে বের হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তার কতক জীবজন্তুকে (এ সময়) স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছড়িয়ে দেন। তোমাদের কেউ কুকুরের ঘেউঘেউ এবং গাধার ডাক শোনলে যেন আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ এরা (এমন কিছু) দেখতে পায় যা তোমরা দেখো না।

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১২৪৫)

রাগের সময় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে রাগ চলে যাবে।

সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ দুই ব্যক্তি নবী (সাঃ)-এর সামনে পরস্পর গালিগালাজ করে। তাতে তাদের একজন ক্রোধান্বিত হওয়ায় তার মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। নবী (সাঃ) তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেনঃ আমি অবশ্যই এমন একটি বাক্য জানি যা সে বললে নিশ্চয় তার এই রাগ চলে যাবে। তা হলোঃ "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" (আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাইবনে মাজাহ)। তখন এক ব্যক্তি উঠে ঐ লোকটির নিকট গিয়ে বললো, তুমি কি জানো, নবী (সাঃ) কী বলেছেন? তিনি বলেছেনঃ তুমি বলো, "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম"। লোকটি বললো, তুমি কি আমাকে পাগল ঠাওরিয়েছো!

(আদাবুল মুফরাদ, হাদিস নং ১৩৩২)

ফজরের সময় ঘুম থেকে না উঠলে শয়তান কানে পেশাব করে।

'আবদুল্লাহ্ ইব্নু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে এক ব্যক্তির ব্যাপারে আলোচনা করা হল- সকাল বেলা পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই কাটিয়েছে, সালাতের জন্য জাগ্রত হয়নি, তখন তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)) ইরশাদ করলেনঃ শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১১৪৪)

শয়তান নাকের ছিদ্রে রাত কাটায়।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিতঃতিনি বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুম হতে উঠল এবং উযূ করল তখন তার উচিত নাক তিনবার ঝেড়ে ফেলা। কারণ, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে।’

(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩২৯৫)

আল্লাহর নাম নিলে শয়তান মাছির মতো ছোট হয়ে যায়।

আবূ মালীহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কোন বিপদকালে) বলো না যে, ’শয়তান ধ্বংস হোক।’ যেহেতু এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, ’আমি নিজ শক্তিতে ওকে বিপদগ্রস্ত করেছি।’ বরং তুমি বলো, ’বিসমিল্লাহ।’ এ কথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়।

(মুসনাদে আহমাদ,হাদিস নং ২০৫৯২)

বাজার শয়তানের আড্ডাখানা।

সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে বাজারে প্রবেশকারীদের মধ্যে তুমি প্রথম হয়ো না এবং তথা হতে বহির্গমণকারীদের মধ্যে তুমি শেষ ব্যক্তি হয়ো না। বাজার হলো শয়তানের আড্ডাখানা। আর তথায়ই সে তার ঝান্ডা উত্তোলন করে রাখে।(সহিহ মুসলিম : হাদিস নং ৬০৯৩)

কিছু অংশ রোদে আর কিছু অংশ ছায়ায় রেখে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা এটা শয়তানের বসা।

আমর বিন আসওয়াদ আনসী (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত... তিনি বলেনঃ জনৈক সাহাবী বলেছেন, “রাসূল (সা.) রোদ ও ছায়ায় তথা শরীরের কিছু অংশ রোদে আর বাকি অংশ ছায়ায় এমনভাবে বসতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি আরো বলেছেনঃ এটি হচ্ছে শয়তানের বসা"

(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৫৪৫৯)

কবুতর শয়তান।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃরাসূসলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে একটি কবুতরের পিছু ধাওয়া করতে দেখে বললেনঃ এক শয়তান আরেক শয়তানীর অনুসরণ করছে।
(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৪০)

হিসনুল মুসলিম

হিসনুল অর্থ দুর্গ, কেল্লা বা সুরক্ষার স্থান। অর্থাৎ হিসনুল মুসলিম অর্থ মুসলিমদের দুর্গ।
বাহ্যিকভাবে দুর্গ বললে আমরা একটা সুরক্ষিত জায়গা বুঝি যাতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মানুষ নিরাপদে থাকে।কিন্তু এটা কোন সাধারণ দুর্গা নয়। এটা অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে অদৃশ্য দুর্গ। এই দুর্গের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান থেকে রক্ষা করেন।এটা হচ্ছে আল্লাহর যিকিরের দুর্গ। অনেক যিকির, আজকার ও দোয়া রয়েছে। এখানে আমরা শুধু সকাল সন্ধ্যার জিকির সমূহ উল্লেখ করব।সকাল সন্ধ্যার জিকির সমূহ নিম্নরূপ :

যিকির-[১]-(১ বার)

আয়াতুল কুরসি,

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚۛ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ۝

"আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি স্বাধীন ও নিত্য নতুন ধারক, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি

যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান।"

যিকির-[২]
সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস ৩ বার করে পাঠ করবে।

সূরা ইখলাস :

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.اَللّٰهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়।আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।"

সূরা ফালাক :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

"বল, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে,তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়,
আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে,
আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'।"

সূরা নাস:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ. مَلِكِ النَّاسِۙ. اِلٰهِ النَّاسِۙ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ۬ الْخَنَّاسِ. الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِۙ. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۬

বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব,মানুষের অধিপতি,মানুষের ইলাহ-এর কাছে,কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে।যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়।জিন ও মানুষ থেকে।

যিকির-[৩]-(১ বার)

সকালে বলবে ,

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِيْ الْقَبْرِ۔

'আমরা আল্লাহর জন্য সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে, আল্লাহ্‌র জন্য। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে প্রতিপালক! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে আমি আপনার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অকল্যাণ আছে, তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই।হে প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। হে প্রতিপালক!আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামে আযাব হওয়া থেকে এবং কবরে আযাব হওয়া থেকে।'

সন্ধ্যায় বলবে ,

أَمْسَيْنَا وَ أَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِيْ النَّارِ وَعَذَابٍ فِيْ الْقَبْرِ

'আমরা আল্লাহর জন্য বিকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও বিকালে উপনীত হয়েছে আল্লাহ্‌র জন্য। সমুদয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে প্রতিপালক! এই রাতের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে আমি আপনার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এই রাতের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু অকল্যাণ আছে, তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই।হে প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য থেকে। হে প্রতিপালক! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহান্নামে আযাব হওয়া থেকে এবং কবরে আযাব হওয়া থেকে।'
(মুসলিম, নং ২৭২৩)

যিকির-[৪]-(১ বার)

সকালে বলবে,

اللّٰهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার নেয়ামতেই সকালে উপনীত হয়েছি, আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনিই আমাদের জীবন ও মৃত্যু দান করেন আর আপনার কাছেই সকলের পুনরুত্থান হবে।"

বিকালে বলবে,

اللّٰهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ.

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার নেয়ামতেই সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি, আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আপনিই আমাদের জীবন ও মৃত্যু দান করেন আর আপনার কাছেই সকলের পুনরুত্থান হবে।"
-(তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৯১)

যিকির-[৫]-(১ বার)

সায়্যিদুল ইসতিগফার,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّـيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِـيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِـيْ فَاغْفِرْ لِـيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

" হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার গোলাম। আমি আমার সাধ্যমতো আপনার সঙ্গে কৃত ওয়াদা পালন করছি। আমি আপনার কাছে আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহের কথা আমি আপনার সামনে স্বীকার করছি। আমার পাপের কথাও আমি আপনার সামনে স্বীকার করছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার তো কেউ নেই।"
-(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬৩০৬)

যিকির-[৬]-(৩ বার)

সকালে বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

"হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার ‘আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল

সৃষ্টিকে, (এর উপর) যে— নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।"

সন্ধ্যায় বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ اَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُك

"হে আল্লাহ! আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার 'আরশ বহনকারীদেরকে, আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর উপর) যে— নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো সত্য মাবুদ নেই, আপনার কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।"
- (আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ১২০১)

যিকির-[৭]-(১বার)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আমার দীন, আমার দুনিয়া, আমার পরিবার ও আমার সম্পদের স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমার লজ্জাস্থানকে গোপন রাখো, আমার ভয়কে শান্তিতে পরিণত করো এবং আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে ও আমার উপরের দিক থেকে আমাকে হেফাজত করো। আমি তোমার নিকট আমার নিচের দিক দিয়ে আমাকে ধ্বসিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"
-(আবু দাউদ,হাদিস নং ৫০৭৪)

যিকির-[৮]-(১বার)

اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه ِ

"হে আল্লাহ্! অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাত, আকাশ ও যামীনের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিটি জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আমার শরীরের ক্ষতি হতে এবং শাইতানের ক্ষতি ও শির্‌কি কার্যকালাপ হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।"
- (জামে আত তিরমিজি, ৩৩৯২)

যিকির-[৯]-(৩বার)

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم ُ

"আল্লাহর নামে যাঁর নামের বরকতে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই ক্ষতি করতে পারে না, তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।"
-(সুনানে আবু দাউদ, ৫০৮৮)

যিকির-[১০]-(৩বার)

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

"আল্লাহ তা'আলা আমার রব, ইসলাম আমার দ্বীন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার রাসূল হওয়ায় আমি সর্বান্তকরণে পরিতৃপ্ত আছি'।"
-(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৮৯৬৭)

যিকির-[১১]-(১বার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيَ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ِ

"হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর আমাকে আমার নিজের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ করবেন না।"
-(হাকেম, আলমুসতাদরাক, হাদীস নং ২০০০)

যিকির-[১২]-(১বার)

সকালে বলবে ,

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَه ُ

“আমরা ভোরে উপনীত হলাম এবং জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌র রাজ্যও ভোরে উপনীত হলো। হে আল্লাহ্‌! আমি আজকের দিনের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, বরকত ও হিদায়াত কামনা করছি। আর আজকের দিনের অমঙ্গল ও তার পরের অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাইছি”।

সন্ধ্যায় বলবে ,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْيَلَةِ فَتْحَهَا،وَنَصْرَهَا وَنُورَهَا،وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

“আমরা বিকালে উপনীত হলাম এবং জগতসমূহের রব আল্লাহ্‌র রাজ্যও বিকালে উপনীত হলো। হে আল্লাহ্‌! আমি আজকের রাতের কল্যাণ, বিজয়, সাহায্য, আলো, বরকত ও হিদায়াত কামনা করছি। আর আজকের রাতের অমঙ্গল ও তার পরের অমঙ্গল হতে তোমার নিকট আশ্রয় চাইছি”।
-(সুনানে আবু দাউদ :৫০৮৪)

যিকির-[১৩]-(১বার)

সকালে বলবে ,

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমরা সকালে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতরাতের উপর,নিষ্ঠাপূর্ন বাণী তাওহীদের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ইসলাম উপর, আর আমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মিল্লাতের উপর -যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। "

সন্ধ্যায় বলবে,

أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতরাতের উপর,নিষ্ঠাপূর্ন বাণী তাওহীদের উপর, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন ইসলাম উপর, আর আমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর মিল্লাতের উপর -যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। "
-(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৫৩৬০)

যিকির-[১৪]-(১০০বার)

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ

"আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসা করছি "।
-(সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৯২)

যিকির-[১৫]-(১০০/১০ অথবা অলসতা লাগলে কমপক্ষে ১বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِير ٌ

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান"
-(সুনানে আবু দাউদ, ৫০৭৭)

যিকির-[১৬]-(৩ বার)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ : আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি তার অগণিত সৃষ্টির সমান, তার সন্তুষ্টি, তার আরশের ওজনের পরিমাণ ও তার কালেমার (কালির) সংখ্যার পরিমাণ।
-(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭২৬)

যিকির-[১৭]-(সকাল বেলা ১বার)

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।"
-(ইবন মাজাহ, নং ৯২৫)

যিকির-[১৮]-(সন্ধ্যায় ৩ বার)

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।"

-(আহমাদ, হাদিস নং ৭৮৯৮)

যিকির-[১৯]-(৭বার)

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

"হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"
-(সুনানে আবু দাউদ, ৫০৭৯)

যিকির-[২০]-(১০বার)

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

"হে আল্লাহ আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদের উপর। "
-(সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব,৬৫৯)

উপসংহার

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِۙ. وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

“আর বল, ‘হে আমার রব, আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’।আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই।’(সূরা মুমিনুন, আয়াত ৯৭-৯৮)

শয়তান তার আক্রমণের চক্রান্ত অব্যাহতভাবে বজায় রাখে।তার চক্রান্ত সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ হয়।তবে তার চক্রান্তের ভিত্তি বড়ই দুর্বল।তারপরেও মানুষ শয়তানের ফাঁদে পা দেয়। তাই যখনই স্মরণ হবে যে শয়তানের অনুসরণ করছি, শয়তানের কুমন্ত্রনার

ফাঁদে আটকে গেছি, তখনই আমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ করতে হবে। তার নিকট আশ্রয় চাইতে হবে। গুনাহের জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করতে হবে।নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি আমাদের ক্ষমা করে দিবেন।শয়তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শেখানোর পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

কুরআনের আলোকে শয়তান সম্পর্কে লিখার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করেছি।মানুষ ভুল ত্রুটির উর্ধে নয়। অজান্তে লেখার মধ্যে যে ভুল ত্রুটিগুলো করেছি তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। আর কল্যাণকর যা কিছু লিখেছি তা মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা এই ছোট্ট প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমাদের সকলকে শয়তানের আক্রমণ হেফাজত করুন।আমিন।

বিশ্বজগতের রব আল্লাহ আর সমস্ত প্রশংসা তারই।হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (‘আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (‘আঃ) এবং ইবরাহীম (‘আঃ)-এর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ